পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 281 Friday, 11 September, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৮১ সংখ্যা ❋ ২৪ ভাদ্র ১৪৩৩, শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মোদির জন্মদিন ও ২৫ বছরের কর্মজীবন উদযাপন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যজুড়ে একাধিক বর্ণাঢ্য ও বৃহ প্রশাসনিক কর্মসূচির ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আগামী মাসে উৎসবের মেজাজেই রাজ্য সরকার একাধিক জনমুখী ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে অংশ নেবেন কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৫ বছর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ওই দিন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পালিত হবে 'সেবা সংকল্প দিবস'। প্রতিটি জেলার সদর কার্যালয়ে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি দেশের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলার নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবেন ও বক্তব্য রাখবেন। এর পাশাপাশি, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পূর্বঘোষিত 'অন্নপূর্ণা দিবস'-এর বিশেষ উদযাপন করা হবে। ওই দিন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এক কোটি প্রদীপ জ্বালানোর কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রদীপ উৎসবের কলকাতার মূল আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হবে গঙ্গার ঘাটে। প্রধানমন্ত্রী ২৫ বছরের কর্মজীবন উদযাপনে স্কুলশিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বড় পদক্ষেপ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত' কেমন হওয়া উচিত, সেই ভাবনাকে সামনে রেখে রাজ্যের ৮০ হাজারেরও বেশি বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।'' এই উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রবন্ধ রচনা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতার আয়োজন ছাড়াও রাজ্যজুড়ে সাইকেল ও বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হবে। একই সঙ্গে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে 'রঙ্গোলি রাষ্ট্র' কর্মসূচির উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য পর্যটন দফতর। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ১০৮ মিটারের বিশাল 'ভারত মণ্ডল' আকৃতির বর্ণময় রঙ্গোলী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে। মহালয়ার দেবীপক্ষ শুরু হওয়ার আগেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে যে দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘোষণা হয়েছে, সেখানে সরকারি কোনও বিধিভঙ্গ না করে সাধারণ স্তরে কর্মসূচি সূচি পরিচালিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের সমগ্র জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই জাতীয় ও রাজ্যভিত্তিক উৎসব কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার বিনীত আহ্বান জানিয়েছেন।

পক্ষে ১৭১ ভোট, বিপক্ষে মাত্র ১৫!

বিধানসভায় হট্টগোলের মধ্যে পাশ বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ তীব্র বিতর্ক, শাসক-বিরোধী বাকযুদ্ধ ও হট্টগোলের মধ্যেই রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে অবশেষে পাস হল বহুচর্চিত 'অন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কর্মী ও শিক্ষক বদলি (সংশোধন) বিল ২০২৬'। ভোটাভুটিতে বিলের পক্ষে ১৭১টি ভোট পড়ে এবং বিপক্ষে ভোট দেন মাত্র ১৫ জন বিধায়ক। এই ১৫ জনের বিরোধীদের মধ্যে কালীঘাট তৃণমূল শিবিরের ১১ জন বিধায়ক ছাড়াও রয়েছেন নওসাদ সিদ্দিকী, মোস্তাফিজুর রহমান এবং বিধানসভার দুই কংগ্রেস বিধায়ক। বিলের ওপর দীর্ঘ আলোচনার সময় বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যদি এই বিল রাজ্য সরকার কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা প্রতিহিংসামূলকভাবে ব্যবহার না করে, তবে আমরা একে নীতিগতভাবে সমর্থন জানাব। তবে কোনও ভাবেই যেন প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়। মুখ্যমন্ত্রী অতীতে সিপিএমের 'অনিলায়ন' এবং পরবর্তীতে 'মমতায়ন'-এর কথা বলেছেন। আমাদের আশঙ্কা - বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন খর্ব করে এই বিলের আড়ালে এখন নতুন করে 'গৈরিকীকরণ' চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'' আলোচনার পর ক্ষোভে হাউজ থেকে ওয়াকআউট করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিধায়কদল। আসলে বিল সংক্রান্ত আলোচনার সময়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী খোঁচা দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ''অতীতে সিপিএম উচ্চশিক্ষায় অনিলায়ন করেছিল। আর আপনাদের পার্টি এখন তিন না চার টুকরো জানি না, আপনারা করেছিলেন মমতায়ণ! আমরা তার কোনওটাই করব না। আমাদের লক্ষ্য দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আরও শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে

● এরপর ৬ পাতায়...

'কড়া মাপের ওষুধ দিতে হবে'

জুটার অধ্যাপকদের কড়া আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' পেশের মাধ্যমে রাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা অশিক্ষক কর্মীদের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করার আইনি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। বিধানসভায় পাশ হল 'অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী বদলি বিল'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রথম থেকেই এই বিলের বিরোধিতা করছিল। এই বিল কেন আনা হল, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে এল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ। আর তাতেই মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় জুটার অধ্যাপকরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''জুটার লোকেরা কী করেছেন, সব ইতিহাস রয়েছে, বার করব।'' যাদবপুরের জুটার অধ্যাপকদের উদ্দেশে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''আমি বুঝতে পারছিলাম সিপিএমের সদস্য ও তার সহযোগী আইএসএফ, তারা বুঝতে পারছে, এই বিলটা কোথায় আঘাত করবে। তথাকথিত ছাত্র নামধারী নয়। যাঁরা ব্রেন ওয়াশ করছেন, তাঁদেরকেও কড়া মাপের ওষুধ দিতে হবে।'' জুটার সদস্যদের অতীত ও বর্তমান ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দেন, তাদের সমস্ত ইতিহাস বের করা হবে। প্রয়োজনে প্রাক্তন উপাচার্য গোপাল সেন হত্যার ইতিহাস খতিয়ে দেখতে কমিশন বসানোর ইঙ্গিতও দেন

তিনি। জুটার অধ্যাপকদের উদ্দেশে কিছুটা কটাক্ষের সুরেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমরা এই জন্য বিল প্রয়োগ করব না, আমরা এই কারণে প্রয়োগ করব, কারণ আমাদের নতুন তৈরি হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তথাকথিত পণ্ডিতগুলোকে পাঠাব। তাঁরা গিয়ে দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শক্তিশালী করে দিয়ে আসবেন। তথাকথিত সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে আনছি। তাঁদের বিরাট মেধাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে চাই। আপত্তির কারণ কী!'' সরাসরি আক্রমণ করে তিনি বলেন, ''অধ্যাপক বামপন্থীদের জামা পরে গেরুয়াকে টার্গেট করছেন। পহেলগাঁও হামলার প্রতিবাদে মিছিল করেন না ওঁরা। সনাতন ধর্মকে ওনারা কালচারাল মনে করেন। নকশালদের বীজ উপড়ে ফেলার সঠিক সময়।'' প্রসঙ্গত, দেওয়াল লিখন, তা মুছে দেওয়া, ফের দেওয়াল লিখনে যাদবপুরের পরিবেশ যখন তপ্ত, তখনই দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাফ বলে দিয়েছিলেন, যাদবপুরের দেওয়ালে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' স্লোগান কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। কড়া বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি। তারপরও পরিস্থিতির পরিবর্তন সেভাবে হয়নি। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন আবারও বলেন, ''ঋষি অরবিন্দের তৈরি করা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যেখান হস্টেল থেকে ছাত্রছাত্রীদের বের করে নিয়ে যাবেন, বলবেন কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, তা চলবে না। আমরাই টুকরো করে দেব আপনাদের। সীমা রয়েছে বেয়াদপের। আর্টস বিভাগের দেওয়ালে লিখছেন ফ্রি প্যালেস্টাইন। রেড স্যালুট কমরেড কিষাণজি, গোদাবরী থেকে গোমতী যারা আলাদা ভারত তৈরির পরিকল্পনা করেন, তাদের বরদাস্ত করা হবে না। যাঁরা বলছেন চিহ্নিত।''

গালওয়ান সংঘর্ষের পর প্রথমবার, মুখোমুখি আলোচনায় বসবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও শি জিনপিং

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বরঃ রাজধানীতে বসতে চলেছে ব্রিকস সামিট। সেই সামিটের ফাঁকেই মুখোমুখি আলোচনায় বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এমনটাই সূত্রের খবর। যদি সত্যি তাই হয়, তবে ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর এই প্রথম দুই রাষ্ট্রনেতা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে চলেছেন। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে বসতে চলেছে ব্রিকস সামিট। সেই বৈঠকের ফাঁকেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে পারে দুই রাষ্ট্রনেতা। দুই দেশেরই নজর এই বৈঠকের দিকে, কারণ বিগত কয়েক বছর ধরে সীমান্তে যে টানাপোড়েন-উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল এবং আর্থিক সম্পর্কেরও অবনতি হয়েছিল, সেই দিকে নজর রেখে জিনপিং ও প্রধানমন্ত্রী মোদির বৈঠক দুই দেশের সম্পর্কে মোড় আনতে পারে। আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ১৮তম ব্রিকস লিডারস সামিট হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, আগামী শনিবারই দিল্লিতে আসার কথা শি জিনপিংয়ের। সাত

বছরে এই প্রথম তিনি ভারত সফরে আসতে চলেছেন। যদিও নয়া দিল্লি বা বেজিং-কারোর তরফেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। সম্প্রতি সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন অর্থাৎ এসসিও সামিটে দেখা হয়েছিল দুই রাষ্ট্রনেতার। সেই সময় মোদি ও জিনপিং হাত মেলালেও, তাদের মধ্যে কোনও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়নি। অন্যদিকে, শি জিনপিংয়ের ভারত সফরের পরই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের চিন সফরে যাওয়ার কথা। ২০২০ সালের জুন মাসে পূর্ব লাদাখের কাছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা ঘিরে উত্তেজনা এবং তারপর গালওয়ান সংঘর্ষের জেরে ভারত-চিন সম্পর্কের অবনতি হয়। এরপরে দুই দেশের তরফে একাধিকবার সেনা ও কূটনৈতিক স্তরে আলোচনায় বসা হয়। সেই আবহেই এবার মুখোমুখি আলোচনায় বসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

রাজ্যবাসীকে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে নিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ পুজোর আগেই রাজ্যবাসীর জন্য বড় উপহার, এবার নিখরচায় সোমনাথ দর্শনের ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। প্রথমবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিশেষ 'সোমনাথ যাত্রা'-র আয়োজন করা হচ্ছে। গুজরাটের ঐতিহাসিক সোমনাথ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হবে রাজ্যের ভক্তদের। জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাই করা প্রায় ১,০০০-এর বেশি ভক্তকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সোমনাথ দর্শন করাবে রাজ্য সরকার। ভক্তদের যাতায়াত থেকে থাকা, খাওয়া এবং মন্দির দর্শন-সমস্ত খরচই বহন করবে রাজ্য সরকার। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতা স্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেনে শুরু হবে সোমনাথ যাত্রা। কলকাতা স্টেশনে উপস্থিত থেকে এই বিশেষ যাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরই প্রায় হাজারের বেশি ভক্তকে নিয়ে গুজরাটের সোমনাথের উদ্দেশে রওনা দেবে বিশেষ ট্রেন। পুজোর ঠিক আগে রাজ্যবাসীর জন্য এই বিশেষ ধর্মীয় ভ্রমণের উদ্যোগকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। প্রথমবার রাজ্যের উদ্যোগে নিখরচায় সোমনাথ দর্শন করানো হবে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকেই শুরু হচ্ছে এই বিশেষ যাত্রা।

শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা স্থগিত!

প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে ধাক্কা খেল কালীঘাট তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ আগামিকাল শুক্রবার শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা স্থগিত হয়ে গেল। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে ধাক্কা খেল কালীঘাট তৃণমূল। জানা গিয়েছে, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্যের দায়ের করা মামলা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ গ্রাহ্য করায় আপাতত শুক্রবারের সভা পিছোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে প্রধান বিচারপতি ঘুগের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার জরুরি শুনানি নির্ধারিত হয়েছে। সূত্রের খবর, এ দিনের শুনানিতে সভার বিকল্প স্থান সংক্রান্ত নিজেদের অবস্থান আদালতের কাছে স্পষ্ট করতে পারে রাজ্য প্রশাসন। অন্য দিকে, কেন শ্রীরামপুরেই এই সভার আয়োজন করা বাধ্যতামূলক এবং সাম্প্রতিক সময়ে তৃণমূল নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশি হেনস্থার যে অভিযোগ উঠেছে-সেই সব বিষয় উল্লেখ করে অতিরিক্ত হলফনামা

পেশ করার সুযোগ পাবেন মামলাকারী তথা প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার। ঘটনা হল শুক্রবার দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে প্রায় ৫ হাজার মানুষের জমায়েত নিয়ে একটি মিছিলের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। বৃহস্পতিবার সেই আর্জির শুনানিতে একক বেঞ্চের বিচারক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও জিটি রোড ছুঁয়ে মিছিল করা যাবে না। পরিবর্তে দুপুর ১টা থেকে ৩টের মধ্যে সর্বোচ্চ ২ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের মাঠে শর্তসাপেক্ষে সভা করার অনুমতি দেয় আদালত। একই সঙ্গে সভায় ধর্মীয় উস্কানি বা প্ররোচনামূলক বক্তব্য বর্জন এবং কঠোর শব্দবিধি মেনে চলার নির্দেশও দেওয়া হয়। একক বেঞ্চের এই নির্দেশ হাতে পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডিভিশন বেঞ্চের শরণাপন্ন হয় রাজ্য সরকার এবং মাহেশ জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য যুক্তি দেন, মাহেশের যে মাঠে সভার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ধর্মীয় সম্পত্তি। মন্দির কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দিলে সেখানে রাজ্য বা পুলিশ কীভাবে সভার ব্যবস্থা করতে পারে? এই প্রশাসনিক ও আইনি অসঙ্গতি তুলে ধরেই সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজের আর্জি জানানো হয়। ডিভিশন বেঞ্চে এই টানাপ।নের প্রশাসনিক জট না ছাড়া পর্যন্ত শুক্রবারের কর্মসূচি স্থগিত রাখার পথেই হেঁটেছেন আয়োজকেরা।

'আর কোথায় কোথায় হারতে চান উনিই জানেন!'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ নন্দগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক পারদ। বিশেষত হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম আসনে 'কালীঘাট তৃণমূল' বা মমতাপন্থী শিবিরের তরফে কে প্রার্থী হচ্ছেন, তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক অলিনেন্দ কানে আসছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই হয়তো ফের একবার নিজের রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনের কেন্দ্রভূমি নন্দীগ্রাম থেকেই লড়াইয়ে নামতে পারেন। বৃহস্পতিবার সকালে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বরাবরের চেনা ছন্দে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ মমতার উদ্দেশে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে বলেন, ''নন্দীগ্রামে উনি আগেও হেরেছেন। ভবানীপুরেও হেরেছেন। আর কোথায় কোথায় গিয়ে হারতে চান, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। উনিই এটা ভাল বলতে পারবেন।'' দিলীপের এই তাচ্ছিল্যপূর্ণ বক্তব্যের জবাবে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলর বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''আমাদের দল কাকে প্রার্থী করবে বা না করবে, তা নিয়ে আমাদের ভাবতে দিন। ওঁকে অহেতুক চিন্তাভাবনা করতে হবে না।'' উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা

● এরপর ৬ পাতায়...

লালকেল্লা নয়, টার্গেটই ছিল মন্দিরে বিস্ফোরণ!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে লালকেল্লার কাছে গাড়িতে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল, তাতে জঙ্গি যোগ আগেই প্রমাণিত হয়েছিল। এবার এনআইএ-র চার্জশিটে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য উঠে এল। এনআইএ চার্জশিটে উল্লেখ করেছে যে ইউরিয়া ব্যবহার করেছিল বোমা তৈরি করতে। সুইসাইড বম্বার, পেশায় চিকিৎসক উমর উন নবী এই বোমা তৈরির জন্য মূত্র থেকে ইউরিয়া বের করেছিল। চার্জশিটে এনআইএ জানিয়েছে যে লাল মন্দিরের কাছে বিস্ফোরক বোঝাই আই২০ গাড়িটি রেখেছিল। এরপরে সেই গাড়ি নিয়ে লালকেল্লার কাছে পার্কিংয়ে নিয়ে গিয়ে রাখে। ওখানেই বিস্ফোরণ হয় গাড়িটির। ওই বিস্ফোরণে ১১ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও অনেকে। এনআইএ তার চার্জশিটে জানিয়েছে যে বিস্ফোরণের একদিন আগে পর্যন্ত নুহ-তে থাকছিল। ১১ দিন ধরে সেখানেই থাকছিল সে। ওই বাড়িতেই বিস্ফোরক তৈরি করে। উমর নবি ও শাহিন সইদের কাছ থেকে পাওয়া পেনড্রাইভে পিডিএফ পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে বিস্তারিত বর্ণনা ছিল ইউরিয়া নাইট্রেট দিয়ে কীভাবে বিস্ফোরক তৈরি করা যায়। সেখানেই উল্লেখ ছিল যে মূত্র থেকে ইউরিয়া কীভাবে তৈরি করে। তদন্তকারী এজেন্সি জানিয়েছে যে উমর নবির ঘর থেকে পলিব্যাগ

● এরপর ৬ পাতায়...

মন্ত্রী থাকাকালীন রেলের হোটেল দুর্নীতিতেও নাম, লালুর বিরুদ্ধে চার্জগঠনের নির্দেশ দিল্লির আদালতের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বঃ বহুল আলোচিত আইআরসিটিসি হোটেল কেলেঙ্কারি ও বেআইনি আর্থিক লেনদেন মামলায় জাতীয় জনতা দল সুপ্রিমো তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে চার্জগঠনের কড়া নির্দেশ দিল দিল্লির একটি বিশেষ আদালত। একইসঙ্গে তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, লালুর ছেলে তথা প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধেও চার্জগঠন করার কথা জানিয়েছে আদালত। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিহার তথা জাতীয় রাজনীতিতে জোর শোরগোল পড়ে গেছে। দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালতের বিশেষ বিচারক বিশাল গোগনে এই তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশটি দিয়েছেন। আদালতের মৌখিক পর্যবেক্ষণ, ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে লালু প্রসাদ যাদব যখন দেশের রেলমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করা হয়েছিল। সেই সময় তাঁরই হস্তক্ষেপে পাটনায় একটি মূল্যবান জমি রাবড়ি দেবী ও তেজস্বী যাদবের হাতে হস্তান্তর করা হয়, যাকে আদালত স্পষ্ট ভাষায় 'কলঙ্কিত জমি' বা অপরাধলব্ধ সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। লালু-পরিবার এখনও সেই সন্দেহজনক জমির সুবিধা ভোগ করে চলেছে বলে পর্যবেক্ষণ আদালতের। আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে যে, লালু প্রসাদ যাদব রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তৎকালীন রেল আধিকারিকদের ব্যবহার করে সুপরিকল্পিতভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কারচুপি ও অনিয়ম করা হয়েছিল। উদ্দেশ্যে ছিল একটাই - ঝাড়খণ্ডের রাঁচি এবং ওড়িশার পুরীতে রেলের মালিকানাধীন দুটি ঐতিহ্যবাহী আইআরসিটিসি হোটেল লিজ দেওয়ার কাজ একটি নির্দিষ্ট বেসরকারী সংস্থাকে পাইয়ে দেওয়া। অভিযোগ, টেন্ডারে সেই অন্যায্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পরপরই, সংশ্লিষ্ট হোটেল মালিকেরা পাল্টা সৌজন্য বা ঘুষ হিসেবে পাটনায় তাঁদের একটি মহার্ঘ জমি প্রথমে লালু প্রসাদ যাদবের অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী সরলা গুপ্তার নামে হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে সেই জমির সমস্ত

● এরপর ৬ পাতায়...

কালীঘাট থেকে গ্রেফতার অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়, শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় জড়িয়েছে নাম

নজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ গ্রেফতার করা হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়! রক্ষাকবচ উঠতেই শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় এই গ্রেফতারি। এই মুহূর্তে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল ভবানী ভবনে। কাল তাঁকে মেদিনীপুর আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার তোড়জোড় করছে সিআইডি। গ্রেফতারির সময় কালীঘাটে অভিষেকের বাড়িতেই ছিলেন তাঁর আপ্তসহায়ক। সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ উঠতেই সুমিতের খোঁজে তৎপর হয়ে ওঠে সিআইডি-এসটিএফ। আজ বেলা থেকেই অভিষেকের বাড়িতে হাজির ছিলেন আধিকারিকরা। ঘিরে ফেলেন এলাকা। এর আগে ভবানী ভবনে ১১ বার তলব করা হয়েছিল তাঁকে। সুমিত রায় এইবার যাতে কোনওভাবেই পালাতে না পারেন সে কারণে কড়া নজরজারি রেখেছিল বেঙ্গল এসটিএফের দল। ১১৯ নম্বর কালীঘাট রোডের বাড়ি ঠিকানা ছিল সুমিতের। আজ সকালে ১২১ নম্বর কালীঘাট রোডে অভিষেকের বাড়িতে ঢুকতেই খানিকক্ষণের মধ্যে গ্রেফতার করা হয় সুমিতকে। সুমিত রায়কে হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন কারণ বারবার তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সব প্রশ্নের উত্তর মিলছিল না দাবি করেছিলেন সিআইডি

আধিকারিকরা। তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ায় তিনি ফের আত্মগোপন করতে পারেন এমন আশঙ্কাও ছিল সিআইডির। ফলে রক্ষাকবচ উঠতেই তড়িঘড়ি এই গ্রেফতারি। সুমিত রায়ের এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''এই রাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ তোলাবাজ সুমিত রায়। সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ তুলে নিয়েছে। তোলাবাজ ভাইপোর একনম্বর কালেক্টর হল এই সুমিত রায়, তাকে আজ সিআইডি গ্রেফতার করেছে।'' শালবনীর জমি দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। মোট চারজনের নাম রয়েছে তাতে। আগেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি সুজয় হাজরা ও আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই মামলাতেই গ্রেফতার করা হল সুমিত রায়কে। শালবনি জমি কেলেঙ্কারিতে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আর্জি আগেই খারিজ করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। বুধবার রাজ্যের পক্ষে জোরালো সওয়াল পেশ করে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সুমিতের অ্যাকাউন্টে জমানো বিপুল এই ১৫ কোটি টাকার উৎস সম্পূর্ণ সন্দেহজনক। এই রহস্যজনক টাকার জট ছাড়াতে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে। এর আগের শুনানিতে সুমিত তদন্তে সহযোগিতা করছেন না বলে অভিযোগ তুলেছিল রাজ্য প্রশাসন।

● এরপর ৬ পাতায়...

হরমুজ প্রণালীকে 'ট্রাম্প প্রণালী' বলা উচিত, মন্তব্য মার্কিন রাষ্ট্রপতির

ওয়াশিংটন, ১০ সেপ্টেম্বর ঃহরমুজ প্রণালীকে 'ট্রাম্প প্রণালী' বলা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। ইরানের সমালোচনায় সরব হয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে আমেরিকা জয়লাভ করলেই তেলের দাম কমে যাবে আর আমরা সেই জয়ের পথেই আছি। আমার মনে হয় হরমুজ প্রণালীর নাম বদলে 'ট্রাম্প প্রণালী' রাখা উচিত। আমি নিশ্চিত, এতে ইরানের নেতৃত্ব দারুণ খুশি হবে। অবশ্য আমার মনে হয় না তারা এ নিয়ে খুব একটা খুশি হবে। আসলে কোনও কিছুতেই তাদের খুশি হতে দেখি না। তাদের দেশটাই তো ভেঙে পড়ছে।ট্রাম্প আরও বলেন, এখন আমাদের দেশ রাশিয়া ও সৌদি আরবের সম্মিলিত উৎপাদনের চেয়েও বেশি গ্যাস ও তেল উৎপাদন করছে। আমরাই এখন বিশ্বের বৃহত্তম (তেল উৎপাদনকারী)। আর এর মধ্যে ভেনেজুয়েলাও অন্তর্ভুক্ত- যাদের আমরা সবেমাত্র আমাদের এই ছোটখাটো মজুত ভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত করেছি। এটি আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় তেল চুক্তি। ৬৫ বিলিয়ন ব্যারেল তেল এখন আমাদের দখলে, আর জানেন তো এর মেয়াদ কত বলা হচ্ছে? কত দিন চলবে? ৫০০ বছর। আমাদের সম্পর্কটা চমকার। ডালাসে আয়োজিত আরএনসি-র মধ্যবর্তীকালীন সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ২০২৬ সালে রিপাবলিকান পার্টি যদি সিনেট ও হাউস-উভয়ের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হয়, তবে তিনি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিককে ৫,০০০ ডলারের লভ্যাংশ প্রদান করবেন।

গুজরাটে নির্মীয়মান বাণিজ্যিক বিল্ডিংয়ে স্ল্যাব ধসে দুর্ঘটনা, উদ্বিগ্ন অমিত শাহ

গান্ধীনগর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ গুজরাটের গান্ধীনগরের কুদাসানে বুধবার গভীর রাতে একটি নির্মীয়মান বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে স্ল্যাব ঢালাইয়ের সময়ে একটি স্ল্যাব ধসে পড়ে ঘটে দুর্ঘটনা। ওই অংশের নীচে চাপা পড়ে যান একাধিক জন। ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৫ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে, বলে জানিয়েছেন আইজি বীরেন্দ্র যাদব। আরও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়েছেন, গান্ধীনগরের কুদাসনে একটি নির্মাণস্থলে স্ল্যাব ধসে পড়ার ঘটনার বিষয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন অবিলম্বে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহত সব শ্রমিক নিরাপদ আছেন এবং তাঁরা চিকিসাধীন। আমি আহত সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

সাফল্য সিবিআই-এর, দীর্ঘদিন পলাতক হারনেক সিংকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ সাফল্য পেল সিবিআই, দীর্ঘদিন ধরে পলাতক হারনেক সিংকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ভারতে। সিঙ্গাপুরে প্রতারণা, জালিয়াতি ও ছদ্মবেশ ধারণের মামলায় ২০১৩ সাল থেকে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া এড়িয়ে চলা দীর্ঘদিনের পলাতক অভিযুক্ত হারনেক সিংকে ভারতে ফিরিয়ে এনেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)।হারনেক সিংয়ের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের 'রেড নোটিশ' এবং 'লুক-আউট সার্কুলার' (এলওসি) জারি ছিল তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হয় এবং ৯ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর সিবিআই আধিকারিকরা তাঁকে গ্রেফতার করেন।

হুগলিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় শর্তসাপেক্ষ অনুমতি হাইকোর্টের, মিছিলের আর্জি খারিজ

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ হুগলির শ্রীরামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক জনসভায় কিছু কড়া শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে সভার সঙ্গে কোনো প্রকার শোভাযাত্রা বা মিছিল বের করা যাবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি শেষে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ সভার সময়সীমা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় একাধিক বিধিনিষেধ নির্দেশ করেছেন।দলীয় সূত্রে খবর, আগামী শুক্রবার শ্রীরামপুরের মাহেশ এলাকায় এক বিশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচির আয়োজন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ওই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে দলের সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিত থাকার কথা। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, শ্রীরামপুরে একটি সুবিশাল মিছিল বা শোভাযাত্রা বের করে সভার স্থলে গিয়ে তা শেষ করার উদ্যোগ নিয়েছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে প্রশাসনিক ও পুলিশের অনুমতি মেলা নিয়ে জটিলতা তৈরি হলে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হয়।বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিষয়টি উঠলে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, আইনশৃঙ্খলা ও জনজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে কোনো

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ টেড্রোসের, ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অগ্রগতিতে খুশি হু প্রধান

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষা করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডঃ টেড্রোস আধানম ঘেব্রেইসাস। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য-বিশেষ করে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং অসংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে ল।ইয়ে অর্জিত সাফল্যের জন্য-তাঁকে অভিনন্দন জানান।এক টুইট বার্তায় ডঃ টেড্রোস লেখেন, ১,৬০,০০০ 'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির'-এর মাধ্যমে ভারত উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং সাধারণ কিছু ক্যান্সারের স্ক্রিনিং বা রোগ নির্ণয় পরীক্ষাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় রেফারেল ব্যবস্থাও নিশ্চিত করছে। ভারতের 'আশা' কর্মীরা স্বাস্থ্যসেবাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ টিকাদান কর্মসূচির সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৭৮ থেকে বে।ে ৯৩-এ উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি এই উদ্যোগগুলো মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার ধারাবাহিকভাবে কমিয়ে আনতে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া আমরা যক্ষ্মা নির্মূলে ভারতের দৃঢ় প্রচেষ্টা, চিকিৎসা-সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা করেছি-যার মধ্যে রয়েছে চিরাচরিত চিকিৎসা পদ্ধতি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহামারী চুক্তির আওতায় 'প্যাথোজেন অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট শেয়ারিং' ব্যবস্থা নিয়ে চলমান আলোচনা।

তামিলনাড়ুর দুই আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা টিভিকে-র

চেন্নাই, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর মাদুরান্তকম (এসসি) এবং ধারাপুরম (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন। এই আসনের উপনির্বাচনের জন্য বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে) তাঁদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে।'সেক্যুলার সোশ্যাল জাস্টিস ভিক্টরি অ্যালায়েন্স'-এর অধীনে, টিভিকে মাদুরান্তকম (এসসি) কেন্দ্র থেকে প্রাক্তন বিধায়ক ও দলের উপ-সাধারণ সম্পাদক কে মারগাতাম কুমারভেলকে এবং ধারাপুরম(এসসি) কেন্দ্র থেকে প্রাক্তন বিধায়ক ও তিরুপুর দক্ষিণ-পূর্ব জেলা সম্পাদক পি. সত্যভামাকে প্রার্থী করেছে।

সুস্থ হয়ে উঠেছেন আন্না হাজারে, হাসপাতাল থেকে পেলেন ছুটি

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বিশিষ্ট সমাজকর্মী তথা গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বৃহস্পতিবার বম্বে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। আন্না হাজারে এদিন বলেন, ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত আমি দেশ ও জনগণের সেবা করে এসেছি। এখন ১০০ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত আমি এই সেবা অব্যাহত রাখতে চাই। সেবার অর্থ হলো নিঃস্বার্থ কর্ম। নিঃস্বার্থ মানসিকতা নিয়ে কাজ করাই হলো ঈশ্বরের উপাসনা। ঈশ্বরের উপাসনা কেবল মন্দিরের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয় মন্দির ও উপাসনা হয়তো চার দেওয়ালের গণ্ডিতেই থাকে, কিন্তু তার পাশাপাশি জনগণের সেবা করা-সেটাই হলো ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। আন্না হাজারে বলেন, এই মুহূর্তে আমার শরীর ভালো আছে। স্বাস্থ্য কিছুটা খারাপ হয়েছিল, তবে এখন তা ভালো হয়েছে। আমার বয়স এখন ৯০ বছর, আমি ১০০ বছর পূর্ণ করতে চাই।

নেপালের বন্যায় মৃতদের আত্মার শান্তিতে বারাণসীতে ত্রিপিণ্ডী শ্রাদ্ধ

বারাণসী, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশে নেপালের ভয়াবহ বন্যায় অকালমৃত্যু হওয়া মানুষদের আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনায় বারাণসীতে ত্রিপিণ্ডী শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার শহরের পিশাচ মোচনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে অধ্যাত্ম ন্যায় সমিতি। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান। স্থানীয় বাসিন্দুত্তন্নারাও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন।বৃহস্পতিবার সালারপুরে সমিতির কার্যালয়ে একথা জানান সংগঠনের সচিব রাজকুমার মিশ্র। তিনি বলেন, আকস্মিক বন্যায় নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় ত্রিপিণ্ডী শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়েছে।সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে নেপালে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনায় এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

শুক্রবার দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, গ্রাহক ভোগান্তির আশঙ্কা!

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ দেশ জুড়ে শুক্রবার ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্মী-অফিসারদের সাতটি ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ ইউএফবিইউ। ফলে মাসের দ্বিতীয় শনিবার এবং রবিবার যোগ হয়ে টানা তিন দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ধর্মঘটীদের বার্তা, রাষ্ট্রায়ত্ত, বেসরকারি-সহ সব ব্যাঙ্কই বন্ধ থাকবে। ব্যাহত হতে পারে এটিএম পরিষেবাও। কারণ, বেশির ভাগেরই দরজা খুলবে না। দাবি-দাওয়াগুলি মানা না হলে এ মাসের ২৮ থেকে ৩০ ফের টানা তিন দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট হবে, জানিয়েছে ইউএফবিইউ। একই ভাবে ওই দফায় ধর্মঘটের সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটি মিলে ব্যাঙ্কের কাজ করা যাবে না টানা পাঁচ দিন। তবে তাতেও কাজ না হলে প্রয়োজনে দাবি আদায়ের জন্য আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে লাগাতার ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের হুমকিও দিয়ে রেখেছে সংগঠনগুলি। তাদের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতি সপ্তাহে ব্যাঙ্কে দু'দিন ছুটি চালু, কাজের ভিত্তিতে আর্থিক উসাহ দেওয়ার (পিএলআই) বৈষম্যমূলক নীতি বদল ইত্যাদি। ধর্মঘটের জেরে গ্রাহকরা ভোগান্তিতে পড়তে পারেন, তা বলাইবাহুল্য।

১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিকস সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন দিল্লির ' ভারত মণ্ডপম'-এ ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হবে অষ্টাদশতম ব্রিকস শিখর সম্মেলন। এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এই সম্মেলনে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সদস্য ও সহযোগী দেশগুলির নেতৃবৃন্দ এবং বেশ কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথির অংশগ্রহণের কথা রয়েছে।' স্থিতিস্থাপকতা উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠন' এই ভাবনাকে সামনে রেখে ভারত এই শিখর সম্মেলনের আয়োজন করছে। ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে রাশিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৈঠক করতে পারেন।

বুদগামে চিতাবাঘের হামলায় ১৬ ভেড়ার মৃত্যু, জখম ১৭

বুদগাম, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বুদগাম জেলার চাদুরা এলাকায় চিতাবাঘের হামলায় ১৬টি ভেড়ার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ১৭টি ভেড়া। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার ভোরের মধ্যে বাদিপোরা গ্রামের একটি পশুর রাখার ঘরে ঢুকে ভেড়ার পালের উপর হামলা চালায় বন্যপ্রাণীটি বলে অভিযোগ।বৃহস্পতিবার ভেড়ার

জনধন অ্যাকাউন্টের পরিসংখ্যান নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা গেহলটের বললেন- বাড়তে থাকা বৈষম্য উদ্বেগের বিষয়

জয়পুর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় বিপুল সংখ্যক অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় হয়ে প।। এবং সেগুলিতে কোনও অর্থ না থাকার পরিসংখ্যানকে কেন্দ্র করে মোদী সরকারকে নিশানা করেছেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই পরিসংখ্যানকে সরকারের 'গরিব কল্যাণ'-এর দাবির বাস্তব চিত্র বলে উল্লেখ করে দেশে বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।গেহলট তাঁর পোস্টে বলেন, জনধন যোজনার প্রতি চারটি অ্যাকাউন্টের মধ্যে একটি নিষ্ক্রিয়। অন্যদিকে, ৫.৭২ কোটি অ্যাকাউন্টে এক টাকাও নেই। তাঁর বক্তব্য, এই পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। গেহলটের অভিযোগ, ভুল নীতির কারণে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের আর্থিক পরিস্থিতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিপরীতে দেশের মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তি ক্রমশ আরও সম্পদশালী হয়ে উঠছেন। আরটিআইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসা তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১২ আগস্ট পর্যন্ত দেশে প্রায় ৫৯.০৩ কোটি জনধন অ্যাকাউন্ট ছিল। এর মধ্যে ১৫.৩৬ কোটি অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় এবং ৫.৭২ কোটি অ্যাকাউন্টে কোনও অর্থ জমা ছিল না। এই অ্যাকাউন্ট গুলিতে মোট জমার পরিমাণ ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বলে জানা গিয়েছে।কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ধারাবাহিকভাবে যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরছেন, গেহলট তারও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বা।তে থাকা ব্যবধান গভীর উদ্বেগের বিষয়। মনরেগার মতো গরিব কল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এর নেতিবাচক প্রভাব আগামী দিনে স্পষ্ট হতে পারে এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের আর্থিক পরিস্থিতির দিকে গুরুত্ব সহকারে নজর দেওয়ার পাশাপাশি বাড়তে থাকা বৈষম্য কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন গেহলট।

বাণিজ্যিক মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতার ওপর জোর সার্জিও গোরের

বেঙ্গালুরু, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর বাণিজ্যিক মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা এবং সুযোগ আরও সম্প্রসারণের প্রয়োজেনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি গত সোমবার বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ' বেঙ্গালুরু স্পেস এক্সপো'-তে মার্কিন প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন।তিনি বলেন, বাণিজ্যিক মহাকাশ ক্ষেত্রে আমেরিকার সক্ষমতা ও নেতৃত্ব প্রদর্শন করার সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোর জানান, স্যাটেলাইট ইন্টিগ্রেশন (উপগ্রহ একত্রীকরণ) থেকে শুরু করে উন্নত প্রযুক্তি পর্যন্ত আমেরিকার উদ্ভাবনগুলো নতুন নতুন বাজার উন্মোচন করছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি উচ্চ মূল্যের মার্কিন রফতানিও বৃদ্ধি পাচ্ছে।তিনি আরও বলেন, মহাকাশ এখন আর শুধু রাষ্ট্রীয় গৌরবের বিষয় নয়, বরং এটি একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক অর্থনীতির একটি প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। গোরের মতে, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক মহাকাশ ক্ষেত্রে উদ্ভাবনে উৎসাহ দিতে, গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলগুলোকে শক্তিশালী করতে এবং উভয় দেশের বাণিজ্যিক মহাকাশ ক্ষেত্রের জন্য নতুন সুযোগের পরিধি বাড়াতে ট্রাস্ট ইনিশিয়েটিভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে সপরিবারে সাক্ষাৎ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বরঃ বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এ দিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে এই সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের পরিবারের সদস্যরাও।রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেল থেকে এই সাক্ষাতের ছবি শেয়ার করা হয়েছে। তাতে একটি বার্তাও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে এই সাক্ষাতের সময় এ দিন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের স্ত্রী সবিতা কোবিন্দ এবং তাঁর মেয়ে স্বাতী।

'এপিজে আব্দুল কালাম জনসেবা পুরস্কার' পাচ্ছেন কিশোর মাকওয়ানা

নয়াদিল্লি, ১০সেপ্টেম্বর ঃ জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের সভাপতি কিশোর মাকওয়ানাকে বুধবার ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম জনসেবা পুরস্কার ২০২৬-এ ভূষিত করা হবে। জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনকে জনসেবার জন্য প্রাইম পয়েন্ট ফাউন্ডেশন এবং সংসদ রত্ন পুরস্কার কমিটি এই সম্মানের জন্য মনোনীত করেছে।দেশের প্রতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি কমিশনের সেবাকে সম্মান জানাতে এই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংসদ রত্ন পুরস্কার কমিটি। দিল্লিতে ১৬-তম সংসদ রত্ন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৬-এ এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানটি সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হচ্ছে। তফসিলি জাতির মানুষের জন্য অধিকার, মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কমিশন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। কমিশনের এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কিশোর মাকওয়ানাকে ৯ সেপ্টেম্বর ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম জনসেবা পুরস্কার ২০২৬ প্রদান করা হবে।

ভারতীয় রেলে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে, মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃভারতীয় রেলে এখন ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ভারতীয় রেলে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে-যার মধ্যে রয়েছে নতুন রেললাইন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত পরিষেবা এবং দ্রুতগতির ট্রেন। বিশাল জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এত বড় একটি রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।দিলীপ বলেন, প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বন্দে ভারত ও অমৃত ভারতের মতো উদ্যোগের পাশাপাশি নতুন ট্রেন চালু, গতি বৃদ্ধি এবং রেললাইনের আধুনিকীকরণের মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো স্থাপনের কাজের জন্য কিছু ট্রেনের চলাচলে বিলম্ব হচ্ছে ঠিকই। তবে, রেলব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলতে এবং ক্রমাগত নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের বিষয়ে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক।

তেলেঙ্গানায় বিদ্যুৎতের খুঁটিতে ধাক্কা ট্রাকের চালক ও শতাধিক ছাগলের মৃত্যু

মাহবুবনগর, ১০ সেপ্টেম্বর তেলেঙ্গানার মাহবুবনগরে ঘটে গেল ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনা। বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক, এরপর সেই ট্রাকে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালকের মৃত্যু হয়েছে, এছা।াও শতাধিক ছাগল পু।ে মারা গিয়েছে। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ভোর ৪টে নাগাদ জাতীয় স।ক ৪৪-এর ওপর ভূতপুর গ্রামে ১৫০-২০০টি ছাগল বোঝাই একটি ডিসিএম ট্রাক বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে। এই সংঘর্ষের ফলে ট্রাকের ডিজেল ট্যাঙ্কটি ফেটে যায় এবং আগুনের ফুলকি থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলেই চালকের মৃত্যু হয় এবং গা।িতে থাকা সমস্ত ছাগল জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য খুবই ভালো একটি দিন। চারপাশে আনন্দের পরিবেশ থাকবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আপনি নিজের ভাবনা অন্যদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন এবং আপনার ধারণাগুলির প্রশংসা করা হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

বৃষঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতার প্রতীক। আপনি নিজের কাজকর্মে মনোযোগী বোধ করবেন, তবে কিছুটা অস্বস্তিও হতে পারে। প্রেমহবে

মিথুনঃ নিজেকে অপ্রয়োজনীয় দোষারোপ আপনার উদ্দীপনা কমিয়ে দিতে পারে। আজ, আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার আগ্রাসী প্রকৃতির কারণে আপনি প্রত্যাশার মতো উপার্জন করতে পারবেন না। ।

কর্কটঃআজ আপনার জীবনে অনেক নতুন সম্ভাবনা আসবে। আপনার মনে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে, যা আপনাকে নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও উৎসাহিত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে

তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিয়ে. আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।

মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য ভারসাম্য ও নিষ্ঠার প্রতীক হযে. উঠবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

কুম্ভঃ আপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে

মীনঃ কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। সন্তান হতে পারে । সংসারে শান্তি আসতে পারে আজকে।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপের ভ্রূকুটি, এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বেশ কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে উপকলবর্তী জেলাগুলিতে। ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তর বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে, সেটি নিম্নচাপে তৈরি হতে পারে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তবে, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝা।গ্রাম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বালি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। দু'দিন পর ফের কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী দু'দিন সর্বত্রই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর এক-দু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া মূলত মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশি।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল । আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৩ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৬ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবংরাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫১মিনিটে হতে পারে।

ঘুটিয়ারিশরিফে গাঁজাপাচারের ছক বানচাল, গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারিশরিফ এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ কেজি ২৩২ গ্রাম গাঁজা-সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘুটিয়ারিশরিফ ফাঁড়ির ওসি এসআই তুহিন মণ্ডলের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, দুই ব্যক্তি গাঁজা নিয়ে জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুটিয়ারি শরিফের রবীন্দ্রনগরের দিকে যাচ্ছে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা নিজেদের পরিচয় জানায় বুবাই নস্কর (২৬) এবং আকাশ নস্কর (১৮) হিসেবে। বুবাইয়ের বাড়ি হাতিসালা থানার পঞ্চুড়িয়ার ধর্মতলা এলাকায় এবং আকাশের বাড়ি ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার নিউটাউনের মহিষবাতান এলাকায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। এরপর তাঁদের তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ৪কেজি ২৩২ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, ধৃতরা রবীন্দ্রনগরে অন্য এক ব্যক্তির কাছে টাকার বিনিময়ে ওই গাঁজা বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই তারা সেখানে এসেছিল। উদ্ধার হওয়া গাঁজা নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়া মেনে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। বুবাই ও আকাশকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ২০(বি)(ii)(B)/২৯ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদেরকে বৃহস্পতিবার আলিপুর সদর আদালতে পেশ করা হলে মহামান্য বিচারক চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

আগুন লাগলে কতটা প্রস্তুত রঙ্গোলি মল? অগ্নি-নিরাপত্তা খতিয়ে দেখল দমকল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বালি, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ উৎসবের মরশুমে শপিং মলে বাড়তে থাকে ক্রেতাদের ভিড়। এই পরিস্থিতিতে আচমকা আগুন লাগলে জরুরি ভিত্তিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপদে বের করে আনার ব্যবস্থা কতটা কার্যকর, তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার বেলুড়ের রঙ্গোলি মলে অগ্নি-নিরাপত্তা পরীক্ষা চালাল বালি দমকল বিভাগ। রাজ্য দমকল দপ্তরের নির্দেশে শপিং মল, হোটেল, রেস্তোরাঁ-সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে শুরু হওয়া অগ্নি-নিরাপত্তা পরিদর্শন অভিযানের অংশ হিসেবেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে। বালি ফায়ার স্টেশনের অফিসার সোমনাথ প্রামাণিকের নেতৃত্বে দমকলের একটি দল মলের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ইমার্জেন্সি এক্সিট, স্প্রিংকলার সিস্টেম-সহ একাধিক অগ্নি-নির্বাপণ পরিকাঠামোর কার্যকারিতা এদিন পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি বেসমেন্টে গিয়ে পাম্প, অল্টারনেটিভ পাওয়ার সাপ্লাই, গ্যাস ব্যাংক, গ্যাস সেন্সর এবং মডিউলার সিস্টেমও খতিয়ে দেখা হয়। দমকল সূত্রের খবর, প্রায় ২০ মিনিট ধরে পাম্প চালিয়ে এবং তিনবার স্প্রিংকলার পরীক্ষা করে দেখা হয়। পরিদর্শনে সেগুলি সঠিকভাবেই কাজ করছে বলে দাবি দমকলের। বিল্ডিং থেকে নির্ধারিত দূরত্ব বজায় রেখে গ্যাস ব্যাংক রাখা হয়েছে কিনা, তাও পরীক্ষা করা হয়। আগুন লাগলে কীভাবে মলের ভিতরে থাকা ক্রেতা ও কর্মীদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া যাবে, সেই ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।পরিদর্শন শেষে মল কর্তৃপক্ষকে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র পরীক্ষা করা হবে বলে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে। বালি দমকলের ওসি সোমনাথ প্রামাণিক বলেন, রাজ্য দমকল দপ্তরের নির্দেশে হোটেল, রেস্তোরাঁ ও বড় শপিং মলগুলিতে অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। তারই অংশ হিসেবে রঙ্গোলি মল পরিদর্শনে এসেছি। এখনও পর্যন্ত অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি বা অসুবিধা নজরে আসেনি। চলতি সময়ে একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আরও কড়া নজরদারি শুরু করেছে প্রশাসন। জরুরি পরিস্থিতিতে অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর এবং বিপদের সময় সাধারণ মানুষকে কত দ্রুত নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব; মূলত সেই বিষয়গুলিই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইনস্টাগ্রামে বন্ধুত্বের ফাঁদ! নিউ মার্কেটের হোটেলে ‘বন্দি’ হাওড়ার ছাত্রী, পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর,, ২০২৬ ঃ বিদেশে পড়াশোনা এবং চাকরির সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। সোশাল মিডিয়ায় প্রথমে বন্ধুত্ব, তারপর সেই বন্ধুত্বের আড়ালেই নাবালিকাকে কলকাতায় ডেকে আনার অভিযোগ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধর্মতলায় আসার পর একটি গাড়িতে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নিউ মার্কেট এলাকার একটি হোটেলে। সেখানে একাই ওঠে একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী। এরপরই তার ফোন হ্যাক করে পরিবারের কাছে ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। টাকা না দিলে নাবালিকাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে নিউ মার্কেট এলাকার একটি হোটেল থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের শংকরহাটি ২ নম্বর এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিল একটি চক্র। একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে বিদেশে পড়াশোনা এবং চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়। সেই প্রস্তাবে বিশ্বাস করে গত ৭ সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে কিশোরী। সঙ্গে ছিল তার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন নথিপত্র। জগৎবল্লভপুর থেকে কলকাতার ধর্মতলায় পৌঁছনোর পর সেখানে আগে থেকেই ভাড়া করে রাখা একটি গাড়িতে তাকে নিউ মার্কেট এলাকার একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। হোটেলে নাবালিকা একাই একটি ঘরে ওঠে। এরপরই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। অভিযোগ, কিশোরীর মোবাইল ফোন হ্যাক করে নেয় সাইবার অপরাধীরা। সেই ফোন ব্যবহার করেই পরিবারের সদস্যদের কাছে যোগাযোগ করা হয়। ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। টাকা না দিলে মেয়েটিকে খুন করে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে পরিবারের অভিযোগ। এরই মধ্যে ৭ সেপ্টেম্বর জগৎবল্লভপুর থানায় নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। পরে মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসতেই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে তদন্ত শুরু করে হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের সাইবার সেল। তদন্তে যুক্ত হয় রাজ্য পুলিশের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং জেলা পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরাও। মুক্তিপণ চাওয়ার জন্য যে নম্বরগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলির সূত্র ধরেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যান আধিকারিকরা। ফোন নম্বরের অবস্থান এবং অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে পুলিশ জানতে পারে, নাবালিকা কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার একটি হোটেলে রয়েছে। এরপর বুধবার রাতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। হোটেলের নির্দিষ্ট ঘর থেকে নাবালিকাকে একাই উদ্ধার করেন পুলিশ আধিকারিকরা। ঘরে তখন ওই চক্রের কাউকে পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে একটি আন্তঃরাজ্য সাইবার অপরাধী চক্র। বিহার, উত্তরপ্রদেশ অথবা হরিয়ানা থেকে এই চক্রটি পরিচালিত হয়ে থাকতে পারে বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা। নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসা, অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকির অভিযোগে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের সন্ধানে তদন্ত চালাচ্ছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা জানিয়েছেন, নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারের পর বৃহস্পতিবার তাকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হয়। মেয়েকে ফিরে পেয়ে স্বস্তি ফিরেছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও। তবে কীভাবে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ওই চক্র নাবালিকার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং এই ঘটনায় আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হলে এবার কী পদক্ষেপ? নতুন এসওপি তৈরিতে উদ্যোগী রাজ্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কলকাতা আঠারো বছর বয়সের আগে বিয়ে এবং কৈশোরে মাতৃত্বের ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। কম বয়সে গর্ভধারণের ক্ষেত্রে মা ও সদ্যোজাতের নানা শারীরিক জটিলতার ঝুঁকি থাকে। এই পরিস্থিতিতে নাবালিকা বা কিশোরী প্রসূতিদের গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে প্রসব এবং প্রসব-পরবর্তী সময়ে কীভাবে চিকিৎসা ও নজরদারি করা হবে, তার জন্য পৃথক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তর। ইতিমধ্যেই এই এসওপি তৈরির জন্য নয় সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্যভবনে এক বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায় আঠারোর আগে গর্ভধারণের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় নাবালিকা বিয়ের প্রবণতা এখনও উদ্বেগজনক। আঠারো বছরের আগে কোনও কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়লে তার গর্ভাবস্থায় নানা জটিলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমনকী মায়ের মৃত্যুর ঝুঁকিও বেড়ে যেতে পারে। একইসঙ্গে আঠারোর আগে নাবালিকাকে বিয়ে করা আইনত অপরাধ বলেও সতর্ক করেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে কম বয়সে বিয়ে এবং মাতৃত্ব রুখতে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও নির্দিষ্ট ও কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই কিশোরী প্রসূতিদের জন্য পৃথক চিকিৎসা-নির্দেশিকা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। গর্ভাবস্থার শুরু থেকে প্রসব এবং সন্তান জন্মের পর মা ও শিশুর পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ কীভাবে পরিচালিত হবে, সেই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করবে নয় সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যভবনে কমিটির প্রথম বৈঠক হওয়ার কথা। এই বিশেষজ্ঞ কমিটিতে রয়েছেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস দাস। এছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন পাঁচ জন প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজের সঞ্জয় ভট্টাচার্য, এনআরএসের সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, রায়গঞ্জ মেডিক্যালের তুলিকা ঝা, রামপুরহাট মেডিক্যালের শেলি শেঠ এবং অ্যাপোলো হাসপাতালের ভাস্কর পাল। সরকারি স্বাস্থ্য প্রশাসনের তরফে কমিটিতে রয়েছেন মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-স্বাস্থ্য অধিকর্তা শ্যামলী রুদ্র, পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক শাশ্বতী নাগ এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জনস্বাস্থ্য তথা নার্সিং আধিকারিক সীমা মাইতি। স্বাস্থ্যকর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলাদের কিশোরী প্রসূতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কম বয়সে গর্ভধারণ করলে প্রসূতির শরীরে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। রক্তাল্পতা, অপুষ্টি এবং গর্ভাবস্থাজনিত অন্যান্য সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। পাশাপাশি তার প্রভাব সদ্যোজাত শিশুর স্বাস্থ্যের উপরও পড়তে পারে। তাই কিশোরী প্রসূতিদের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই বিশেষ নজরদারি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত চিকিৎসা দেওয়ার ডঞ্জ পর জোর দিতে চাইছে স্বাস্থ্যদপ্তর। প্রস্তাবিত এসওপিতে গর্ভবতী কিশোরীর ঝুঁকি দ্রুত শনাক্ত করা, নিয়মিত অ্যান্টিন্যাটাল পরীক্ষা, রক্তাল্পতা ও অপুষ্টির মোকাবিলা এবং প্রয়োজন হলে দ্রুত উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফারের মতো বিষয়গুলি গুরুত্ব পেতে পারে। গর্ভাবস্থা নিশ্চিত হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব কিশোরীকে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা এবং নিয়মিত অ্যান্টিন্যাটাল কেয়ারের আওতায় রাখার বিষয়টিও এসওপিতে নির্দিষ্ট করা হতে পারে। নিরাপদ প্রসবের পাশাপাশি সন্তান জন্মের পর মা ও শিশুর নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং নজরদারির বিষয়েও বিশেষ নির্দেশিকা তৈরি হতে পারে। স্বাস্থ্যদপ্তরের এই উদ্যোগের পিছনে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ১০ জন সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনায় মৃত শিশুদের মায়েদের মধ্যে পাঁচ জন কিশোরী প্রসূতি ছিলেন বলে স্বাস্থ্যদপ্তরের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে। এরপরই কম বয়সে গর্ভধারণের সঙ্গে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে প্রশাসন। প্রশাসনিক মহলের মতে, নাবালিকা বিয়ে এবং আঠারোর আগে মাতৃত্বের ঘটনা কমানোর জন্য সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন জরুরি। সেই লক্ষ্যেই কিশোরী প্রসূতিদের জন্য পৃথক এসওপি তৈরির উদ্যোগ। কমিটির আলোচনার পর কোন পরিস্থিতিতে কী ধরনের চিকিৎসা, কখন রেফার এবং প্রসবের আগে ও পরে কীভাবে নজরদারি করা হবে, সেই বিষয়ে আরও স্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের লক্ষ্য, সঠিক সময়ে চিকিৎসা ও নজরদারি নিশ্চিত করে কিশোরী প্রসূতি এবং সদ্যোজাতের জটিলতা ও মৃত্যুর ঝুঁকি যতটা সম্ভব কমানো।

বিধানসভায় ‘গেরুয়া’ তরজা! বাম বিধায়ক রানার কটাক্ষের জবাবে শুভেন্দুর কড়া হুঁশিয়ারি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনা চলাকালীন বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তীব্র বাকযুদ্ধের সাক্ষী থাকল রাজ্য। একমাত্র বাম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান রানা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে মন্তব্য করেন, অমুখ্যমন্ত্রী গেরুয়া ধারণ করেছেন।দ তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। পালটা জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতোষণের রাজনীতির জন্যই আজ আপনাদের এই অবস্থা।দ একই সঙ্গে উপনির্বাচনে গেরুয়াধারীদের রাজনৈতিক ফলাফল দেখার কথাও বলেন তিনি। এদিন বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি সংক্রান্ত বিল পাশ হয়। ভোটাভুটিতে বিলের পক্ষে ১৭১ জন বিধায়ক সমর্থন জানান এবং বিরোধিতা করেন ১৫ জন। ফলে বিলটি পাশ হওয়ার পর বিষয় এবং শূন্যপদের প্রয়োজন অনুযায়ী রাজ্যের যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি করার সুযোগ তৈরি হল। সরকারের দাবি, এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যের উচ্চশিক্ষার মান উন্নত হবে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন। তবে সরকারের এই যুক্তি মানতে নারাজ বিরোধীদের একাংশ। বিধানসভায় বিল নিয়ে আলোচনার সময় তাঁদের বক্তব্য, এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বশাসিত চরিত্রে হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো এবং নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থায় সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বলেও দাবি ওঠে। বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ, এই বিলের মাধ্যমে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কারণে কোনও অধ্যাপক কিংবা শিক্ষাকর্মীকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। এতদিন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের নিয়মে পরিচালিত হত। অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীরা সরাসরি সরকারি কর্মী নন, তাঁরা সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানের কর্মী। তাঁদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও সরাসরি সরকারের ভূমিকা ছিল না। সাধারণত উপাচার্যের নেতৃত্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই নিয়োগের বিষয়টি পরিচালনা করত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন কাঠামো, ছুটি, পিএফ এবং অন্যান্য পরিষেবার নিয়মও আলাদা। সেই কারণে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর সাধারণত সেখানেই কর্মজীবন শেষ করার ধারণাই প্রচলিত ছিল। সরকারের যুক্তি, দীর্ঘদিন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার ফলে কোথাও কোথাও একাংশের আধিপত্য তৈরি হতে পারে। আবার কলকাতার যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সির মতো ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের জ্ঞান ও দক্ষতা জেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছনোর সুযোগও সীমিত থাকে। বিষয় ও শূন্যপদের প্রয়োজন অনুযায়ী বদলির ব্যবস্থা চালু হলে এই সমস্যা অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে বলে সরকারের দাবি। কিন্তু বিলের বিরোধিতা করে বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়োগ যদি সরকার না করে, তাহলে তাঁদের বদলির ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কতটা যুক্তিসঙ্গত। তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন ও ছুটির নিয়ম রয়েছে। কোনও অধ্যাপক সরকারের সমালোচনা করলে তাঁকে এমন কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হলে, যেখানে পরিষেবার নিয়ম আলাদা, সেক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হতে পারে। এদিন বিলের বিরোধিতা করতে গিয়ে সরব হন একমাত্র বাম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান রানাও। তিনি অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের বদলির কোনও প্রচলিত নিয়ম নেই। চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর মাঝপথে পরিষেবার শর্ত পরিবর্তন করা যায় কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, গবেষণার কাজে যুক্ত অধ্যাপকদের হঠাৎ বদলি করা হলে গবেষণা এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে পড়ুয়ারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকা ক্ষমতা সরিয়ে সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। রানার ‘গেরুয়া’ মন্তব্যের পরই পালটা আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, রানা এবং নওশাদ সিদ্দিকি বুঝতে পারছেন এই বিল তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানে কোথায় আঘাত করবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থ বরাদ্দের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির বিরুদ্ধেও কড়া বার্তা দেন। বিধানসভায় এদিনের বিতর্কে শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর পাশাপাশি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও উঠে আসে। অধ্যাপক বদলি বিল নিয়ে শুরু হওয়া আলোচনা শেষ পর্যন্ত রানা ও শুভেন্দুর রাজনৈতিক বাকযুদ্ধে পরিণত হয়। বিলটি পাশ হয়ে গেলেও এর সাংবিধানিক বৈধতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার এবং অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরির শর্ত নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন আগামী দিনেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্কের কেন্দ্রে থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আর জি কর কাণ্ডে ‘লাস্ট সিন টুগেদার থিওরি’তে জোর সিবিআইয়ের, ফের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে চার চিকিৎসক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার আগে ফের তৎপরতা বাড়াল সিবিআই। আগামী সপ্তাহেই আদালতে তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ার কথা। তার আগে তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হিসেবে ‘লাস্ট সিন টুগেদার থিওরি’কে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ঘটনার রাতে নির্যাতিতার সঙ্গে শেষবার যাঁদের দেখা গিয়েছিল, সেই চার সহপাঠী চিকিৎসককে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট রাতে আর জি কর হাসপাতালে নৈশ ডিউটিতে ছিলেন নির্যাতিতা এবং তাঁর চার সহকর্মী চিকিৎসক। ওই রাতে পাঁচজন একসঙ্গে খাবার খেয়েছিলেন বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। পরদিন হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। সেই কারণে ঘটনার আগে নির্যাতিতার সঙ্গে শেষবার যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ও গতিবিধি তদন্তের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে সিবিআই সূত্রের দাবি। তবে ওই চার চিকিৎসককে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হচ্ছে, এমনটা নয়। তাঁরা ইতিমধ্যেই এই মামলায় সাক্ষী হিসেবে ছিলেন। ঘটনার পর প্রথমে কলকাতা পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। পরবর্তীতে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও তাঁদের বক্তব্য নেয়। তাঁরা ঘটনার রাতে কোথায় ছিলেন, কখন নির্যাতিতার সঙ্গে ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে কে কোথায় গিয়েছিলেন;এই সমস্ত বিষয়েই তাঁদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তদন্তের ধারাবাহিকতায় ওই চার চিকিৎসকের পলিগ্রাফ পরীক্ষাও করা হয়েছিল। এরপর তাঁদের সাক্ষ্যগ্রহণ করে সিবিআই। এখন প্রায় দু’বছর পর তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে তাঁদের আগের বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান বক্তব্যের মিল রয়েছে কি না, সেটিই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। বিশেষ করে ঘটনার রাতের সময়সীমা এবং পাঁচজনের একসঙ্গে থাকার বিষয়টি ফের যাচাই করা হচ্ছে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, চার চিকিৎসকের বয়ান অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট রাতে তাঁরা প্রত্যেকেই চেস্ট ওপিডিতে নাইট ডিউটিতে ছিলেন। রাত সওয়া দশটা নাগাদ নির্যাতিতা চার সহকর্মী এবং নিজের জন্য খাবার সরবরাহকারী একটি অ্যাপের মাধ্যমে খাবারের অর্ডার দেন। এরপর যে সেমিনার রুম থেকে পরদিন তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেই ঘরের ডায়াসে বসেই পাঁচজন একসঙ্গে খাবার খান। একইসঙ্গে তাঁরা অলিম্পিক দেখছিলেন বলেও বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তে পাওয়া ওই বয়ান অনুযায়ী, রাত ১২টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত পাঁচজন একই জায়গায় ছিলেন। অর্থাৎ ওই সময়পর্বে চার চিকিৎসকের সঙ্গে নির্যাতিতাকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। এরপর প্রত্যেকে আলাদা জায়গায় চলে যান। চার চিকিৎসকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ডিনার শেষ হওয়ার পর নির্যাতিতা ডায়াসের উপর রাখা একটি ম্যাট্রেসে ঘুমিয়ে পড়েন।

জামালপুরের সাদিপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের কর্মসূচি ঘিরে উন্মাদনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ সেপ্টেম্বর, ’২৬ ঃ প্রতিষ্ঠা দিবসে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করল জামালপুরের সাদিপুর অ্যাথলেটিক ক্লাব। গ্রামে বৃক্ষরোপণ ও রাস্তার দু’ধার পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর বালাগড় মাঠ থেকে সাদিপুর অ্যাথলেটিক ক্লাব প্রাঙ্গণ পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার রোড রেস অনুষ্ঠিত হয়। বালক ও বালিকা বিভাগে মোট ১৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। বালিকা বিভাগে প্রথম তিন স্থান অধিকার করে শিখা মুর্মু, রেখা মুর্মু ও অন্বেষা রায়। বালক বিভাগে প্রথম তিনজন অনিমেষ হাজরা, স্বপ্ননীল দত্ত ও রাহুল মল্লিক। ‘রক্তদান জীবনদান’ স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ১০ জন মহিলা-সহ মোট ৫১ জন রক্তদান করেন। প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে একটি করে বৃক্ষশিশু তুলে দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাব সভাপতি সমরেন্দ্র মোহন মিত্র ও প্রাক্তন সাংস্কৃতিক সম্পাদক তথা বর্তমান সদস্য পরাগ সিংহ অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের কুফল নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

আপ্তসহায়ক গ্রেফতার হতেই অভিষেকের বিদেশযাত্রা ও সম্পত্তি নিয়ে খোঁচা মদনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ উঠতেই গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। আইনি সুরক্ষাকবচ বাতিল হওয়ার পর বৃহস্পতিবার কালীঘাট এলাকা থেকে তাঁকে হেফাজতে নেয় সিআইডি। আর এই গ্রেফতারির পরেই তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব তথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণে বিদ্ধ করলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের প্রবীণ বিধায়ক মদন মিত্র। চোখের চিকিৎসার কারণে অভিষেকের বিদেশযাত্রা এবং অন্যদিকে তাঁর আপ্তসহায়কের গ্রেফতার হওয়ার সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মদন মিত্র। তিনি বলেন, তঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসা করাতে বিদেশে গেছেন। তিনি ভালো করে চিকিৎসা করান, যাতে বারবার বাইরে দৌড়তে না হয়। কিন্তু সুমিতের এই গ্রেফতারির ক্রোনোলজিটা সব বলে দিচ্ছে! অভিষেক বিদেশ চলে গেলেন আর সুমিতকে এখানে ফেলে রেখে গেলেন। প্রশ্ন উঠছে, অভিষেকের এই বিদেশযাত্রা কি তবে সময়ের অপেক্ষা ছিল?দ অভিষেকের জীবনযাপন ও সম্পদের উৎস নিয়ে সোচ্চার হয়ে মদন মিত্র দাবি করেন, তনিউ জার্সির অত্যন্ত ব্যয়বহুল এলাকা লং আইল্যান্ডে একটি বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদ সম ভিলা নিয়ে থাকছেন অভিষেক। যেখানে বিশ্বের প্রথম সারির ধনকুবেররা থাকেন। একদিকে বাংলায় সাধারণ মানুষের বাড়িঘর জলে ভেসে গেছে, আর অন্যদিকে চার্টার্ড বিমান ও মার্কিন মুলুকে রাজকীয় লাইফস্টাইল চলছে! রাজ্য প্রশাসনের উচিত নিউ জার্সির এই ভিলার খরচ ও আয়ের উৎস নিয়ে দ্রুত তদন্ত চালানো।দ কালীঘাট তৃণমূল শিবিরের বিপুল অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিধায়ক মদন মিত্র যোগ করেন, ‘বর্তমানে কালীঘাট তৃণমূল যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে দেশের বড় বড় শিল্পপতি আম্বানি বা আদানিও প্রশ্ন তুলতে ভয় পাবেন যে এই শাখার কাছে এত কোটি কোটি টাকা কোথা থেকে আসছে! নিউ জার্সিতে হাভেলি নিতে কত টাকা লাগে? এরা যে বিপুল ক্ষমতার আড়ালে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, তা আজ স্পষ্ট।’

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/ Zone-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/09/26-27
Name of the Work: **Supply and delivery of LED fittings against out of warranty fitting in Ward No.-02.** Estimated Amount: ₹ **3,97,094.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **07 days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/02/26-27
Name of the Work: **Restoration of Earthing, Muffing and Head loop box at Belgachia Road, R. M. Road and different other places in Ward No.-03.** Estimated Amount: ₹ **2,98,093.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/06/26-27
Name of the Work: **Restoration of Earthing, Muffing and Head loop box at Ramkrishna Ghosh Road, Roypara Road and different other places in Ward No.-02.** Estimated Amount: ₹ **2,46,412.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/05/26-27
Name of the Work: **Restoration of Earthing, Muffing and Head loop box at 95, 100 Cossipore Road, 22, 26, K. C. Road and different other places in Ward No.-01.** Estimated Amount: ₹ **2,30,096.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **25 days.** Last date and time of submission of Bid: **21.09.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **12.09.2026 at 10 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No.: LTG/81/WD-16/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different Uttaran in Ward No.-16 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **1,44,964.29**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No.: LTG/80/WD-15/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different Uttaran in Ward No.-15 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **1,46,669.17**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(7) NIT No.: LTG/82/WD-17/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different Uttaran in Ward No.-17 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **1,47,785.22**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **22.09.2026 – 12 Noon** (For Sl. No. 5 to 7). The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 (2 p.m.)** (For Sl. No. 5 to 7). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 7).

(8) NIT No.: LTG/40/WD-18/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Supply and delivery of street light LED fittings for different street in Ward No.-18 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **3,82,778.80**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **15 days.**

(9) NIT No.: LTG/42/WD-19/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Supply and delivery of street light LED fittings for different street in Ward No.-19 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **3,87,550.80**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **15 days.**

(10) NIT No.: LTG/41/WD-20/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Supply and delivery of street light LED fittings for different street in Ward No.-20 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **3,85,960.80**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **28.09.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 8 to 10). The bid forms and other details are available on and from **18.09.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 8 to 10).

(11) NIT No.: LTG/88/BBG/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system and wiring system with electrical accessories in Register Office at Bagmari Muslim Burial Ground in Ward No.-32 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **2,87,273.43**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(12) NIT No.: LTG/100/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Temporary lighting arrangement for "Chatt Puja-2026" at different Pond site Ghats in Ward No.-31 & 33 under Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **1,89,834.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **2 days.** Last date and time of submission of Bid: **22.09.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 11 & 12). The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 (4 p.m.)** (For Sl. No. 11 & 12).

(13) NIT No.: LTG/44/INST/WD-11/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Repairing and replacement of spare parts of 6 Passenger Lift at 79, Bidhan Sarani, Br.-II Office, KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,65,975.32**. Earnest Money: ₹ **3,400.00.** Period of Completion: **30 days.**

(14) NIT No.: LTG/31/WD11/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system at different places in Ward No.-11 under Br.-II, KMC.** Estimated Amount: ₹ **2,41,936.41**. Earnest Money: ₹ **4,900.00.** Period of Completion: **45 days.**

(15) NIT No.: LTG/22/WD12/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system at A.P.C. Road and other places in Ward No.-12 under Br.-II, KMC.** Estimated Amount: ₹ **2,44,368.49**. Earnest Money: ₹ **4,900.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **21.09.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 13 to 15).

(16) NIT No.: LTG/40/WD-29/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Supply and delivery of street light LED fittings for different places in Ward No.-29 under Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **3,89,509.94**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(17) NIT No.: LTG/46/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Repairing with replacement work of electrical wiring & accessories at Maniktala Chest Clinic under Br.-III, KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,47,165.52**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

(18) NIT No.: LTG/86/WD-35/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different Uttarans in Ward No.-35 under Br.-III, KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,40,244.76**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(19) NIT No.: LTG/94/WD-35/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different Uttarans in Ward No.-35 under Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **1,95,432.43**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(20) NIT No.: LTG/61/WD-35/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Improvement of illumination by installation LED light fittings and allied electrical works at different places in Ward No.-35 under Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **4,32,103.23**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(21) NIT No.: LTG/102/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Temporary lighting arrangement for "Chhath Puja-2026" at different Pond site Ghats in Ward No.-34 & 35 under Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **1,46,780.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **2 days.**

(22) NIT No.: LTG/41/WD-30/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Supply and delivery of street light LED fittings for different places in Ward No.-30 under Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **3,88,902.96**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(23) NIT No.: LTG/34/WD-34/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system at Beleghata Main Road and other places in Ward No.-34 under Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **3,46,565.50**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **22.09.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 16 to 15). The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 13 to 23). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 8 to 23).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/ Zone-II, KMC** invites e-Tender by two bid system for the following works:
NIT No.: LTG/97/V/Z-II/26-27
Name of the Work: **Interim lighting system in front of Eden Garden & surrounding areas of Gostopal Sarani for immersion purpose under Br.-V.** Estimate Amount: ₹ **2,94,158.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of Bid: **19.09.2026 upto 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 at 6 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in** **(483/26-27)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৮১ সংখ্যা, শুক্রবার , ২৪ ভাদ্র, ১৪৩৩

মেটকাফে হল

অনেক সিনেমা, ফটোগ্রাফি আর সোশ্যাল মিডিয়ার রিলে ভাইরাল হওয়া কলকাতার এই মেটকাফ হলের ইতিহাস আমরা ক'জন জানি? আজকাল রিল, ফেসবুক কিংবা ইনস্টাগ্রামে স্ক্রল করতে করতে নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়েছে কলকাতার একটি দৃষ্টিনন্দন সাদা ভবন। বিশাল গ্রিক ধাঁচের থাম, প্রশস্ত সিঁড়ি, আর তার ভেতরে নানা শিল্পকর্ম ও আর্ট ইনস্টলেশন; দেখলে মনে হয় যেন ইউরোপের কোনো প্রাচীন মন্দির হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছে কলকাতার বুকে। কিন্তু কখনও কি ভেবেছেন, এই ভবনটি আসলে কোথায়? কে এর নকশা করেছিলেন? কত টাকা খরচ হয়েছিল এটি নির্মাণ করতে? আর কেনই বা তৈরি করা হয়েছিল এই রাজকীয় স্থাপনাটি? 'ডাউন দ্য মেমোরি লেন'-এ ফিরে গিয়ে জেনে নেওয়া যাক কলকাতার অন্যতম ঐতিহাসিক স্থাপনা; মেটকাফ হলের অজানা ইতিহাস। হুগলি নদীর তীরে, বর্তমান বি.বা দি. বাগের স্ট্র্যান্ড রোড ও হেয়ার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই অনিন্দ্যসুন্দর ভবনটি। প্রথম দেখায় অনেকেই একে কোনো প্রাচীন গ্রিক মন্দির বলে ভুল করেন। চারদিকে ৩০টি সুউচ্চ করিন্থীয় (Corinthian) স্তম্ভ, প্রশস্ত সিঁড়ি এবং নিখুঁত সমমিতির নকশা যা আজও দর্শকদের মুগ্ধ করে। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় এমন স্থাপত্য ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। মেটকাফ হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল মেসনিক (Masonic) আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৮৪০ সালের ১৯ ডিসেম্বর, আর শেষ হয় ১৮৪৪ সালে। মেটকাফ হলের নকশা প্রস্তুত করেছিলেন তৎকালীন কলকাতার সিটি ম্যাজিস্ট্রেট সি. কে. রবিসন এবং নির্মাণের দায়িত্বে ছিল বিখ্যাত নির্মাণ সংস্থা বার্ন অ্যান্ড কোং। গ্রিক রিভাইভাল স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এই ভবনের নকশা প্রাচীন এথেন্সের ঐতিহাসিক Tower of the Winds-এর পোর্টিকো থেকে অনুপ্রাণিত বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। মেটকাফ হল নির্মাণে ঠিক কত অর্থ ব্যয় হয়েছিল, তার নির্ভরযোগ্য সরকারি তথ্য আজও পাওয়া যায় না। তবে কিছু ঐতিহাসিক সূত্রে আনুমানিক ১ লক্ষ ৩০ থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার উল্লেখ পাওয়া যায় যা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর হিসেবে বিরাট অঙ্কের অর্থ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই অর্থের বড় অংশই এসেছিল সাধারণ মানুষের অনুদান থেকে। এই ভবনের নামকরণ করা হয়েছিল তৎকালীন ভারতের অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল স্যার চার্লস থিওফিলাস মেটকাফের স্মরণে। তিনি কোনো যুদ্ধজয়ী সেনাপতি ছিলেন না কিন্তু তিনি ছিলেন ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮৩৫ সালে তিনি এমন একটি আইন কার্যকর করেন, যার ফলে ব্রিটিশ সরকারের কঠোর লাইসেন্স ব্যবস্থা অনেকটাই শিথিল হয়। সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা বাড়ে এবং ভারতীয় সাংবাদিকতার বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তাঁর এই অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই জনসাধারণের অনুদানে নির্মিত হয় মেটকাফ হল। তবে মেটকাফ হলের প্রকৃত পরিচয় শুধু একটি স্মৃতিসৌধ নয়, এটি ছিল জ্ঞানচর্চারও এক উজ্জ্বল কেন্দ্র। ১৮৪৪ সাল থেকে এই ভবনের উপরের তলায় স্থান পায় কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহই পরবর্তীকালে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি।

কবি সুকুমার রায়

শ্রদ্ধেয় সুকুমার রায় ছিলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের এমন এক স্রষ্টা, যিনি ছোটদের জন্য লিখতে গিয়ে কখনও ছোট হয়ে ভাবেননি। তাঁর লেখায় ছিল মজা, শব্দের খেলা, অদ্ভুত কল্পনা আর গভীর বুদ্ধির মিশেল। হাসতে হাসতে পাঠক কখন যে ভাষা ও সমাজের নানা অসংগতির দিকে তাকিয়ে ফেলেছে, তা বোঝাই যায়নি। ১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতায় তাঁর জন্ম। বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন লেখক, চিত্রশিল্পী, প্রকাশক ও মুদ্রণ প্রযুক্তির পথিকৃৎ। সেই বাড়ির পরিবেশেই বই, ছবি, ছাপাখানা আর সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। ফলে শব্দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল খুব ছোটবেলাতেই। পড়াশোনার পর মুদ্রণ প্রযুক্তি নিয়ে আরও জানতে তিনি ইংল্যান্ডে যান। সেখানে ফটোগ্রাফি ও মুদ্রণ প্রযুক্তির নানা দিক শেখেন। দেশে ফিরে বাবার প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা ও ছাপাখানার কাজে যুক্ত হন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তৈরি হতে থাকে অন্য জায়গায়। বাবার মৃত্যুর পর তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ছোটদের সেই পত্রিকার পাতায় তিনি তৈরি করতে থাকেন একের পর এক অদ্ভুত জগৎ। সেখানে যুক্তি কখনও হোঁচট খায়, শব্দ কখনও নিজের অর্থ বদলে ফেলে, আর অসম্ভব ঘটনাও খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। 'আবোল তাবোল' তাঁর সেই সৃষ্টিশীল জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ। এর ছড়া পড়লে শিশুরা যেমন আনন্দ পায়, তেমনই বড়রাও আবিষ্কার করেন শব্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রস ও ব্যঙ্গ। 'হযবরল', 'পাগলা দাশু' এবং আরও নানা রচনায় তাঁর কল্পনার সেই স্বতন্ত্র স্বর ছড়িয়ে আছে। তাঁর লেখার মজাটা শুধু হাসিতে থেমে থাকেনি। তিনি জানতেন, শিশুর মনকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি তাকে ভাবতেও শেখানো যায়। তাই তাঁর চরিত্রেরা কখনও অদ্ভুত, কখনও বেয়াড়া, কখনও অসম্ভব রকমের যুক্তিবাদী। তাদের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তিনি আসলে ভাষাকে খেলতে শিখিয়েছেন। কিন্তু সময় তাঁকে বেশি দিন সুযোগ দেয়নি। কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে, ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তাঁর জীবন থেমে যায়। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয় তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ 'আবোল তাবোল'। যেন চলে যাওয়ার আগে বাংলা ভাষার হাতে তিনি রেখে গেলেন এক আশ্চর্য হাসির বাক্স।
আজ এত বছর পরেও সেই বাক্স খুললে পুরোনো হয়ে যায় না কিছুই।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

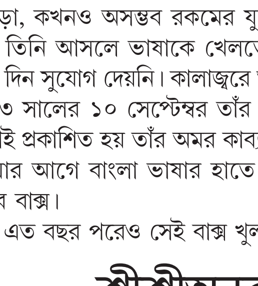

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন, সন্তানদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ সব সন্তানরা সত্যের পুজারি। তাঁরা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। ঠাকুর সব সময়ে সন্তানদেরকে ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন। তার ভালোমন্দ দেখতেন। শুধু ঠাকুর নন, মাও সন্তানদেরকে নিজের পুত্রের মতো ভালোবাসতেন। মা বলতেন, সন্তানরা আমরা প্রাণ। ঠাকুর ঈশ্বরের ভক্ত। কোনও কোনও সময়ে ভক্তিগীতি শুনে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। সন্তানদের শক্তির কাছে সকলেই পরাস্ত হবে। আমাকে সারা বিশ্বের সঙ্গে করিয়ে দিতে পারবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

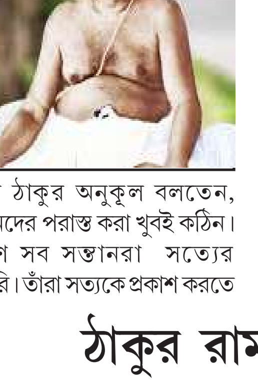

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন, ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার কাপলে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। বাই যে যার কপালে কাজ গ্রহণ করে থাকে। কেউই কারোর খাদ্য এবং কাজ কেড়ে নিতে পারে না। মা ভবতারিণীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাকে পুজো করতে হবে। তার শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে। তবেই সবাই বড় হতে পারবে। মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা ভবতারিণী। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গল করেন। তিনি জ্ঞানদায়িনী। তিনি উজ্জ্বলময়ী মা। তিনি ভক্তিমতী মা। তিনি শ্রদ্ধাশীলা মা ভবতারিণী। তিনি সবার শুভ কামনা করে থাকেন। সবাই যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে এবং খেতে পরতে পারে সেটা দেখভাল করেন। তিনি চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন না। তিনি সব সময়ে চোখ খুলে রাখেন। জগতে রক্ষা করতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী সরলা দেবী চৌধুরানী

রবীন্দ্রকুমার শীল

সেদিন মেয়েটি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে ছিল অন্য এক পৃথিবী, আর সেই পৃথিবীর দরজা মেয়েদের জন্য তখনও পুরোপুরি খোলা হয়নি। কিন্তু তাঁর চোখে যেন সেই দরজার ওপারের দেশটাকেই দেখা যাচ্ছিল।

১৮৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার এক সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারে জন্ম তাঁর। মা স্বর্ণকুমারী দেবী, আর চারপাশে ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিবেশ। ছোটবেলা থেকেই বই, গান, ভাবনা আর দেশের কথা তাঁর জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু শুধু জানলেই তো হয় না, কখনও কখনও জানা কথাগুলোকে জীবনের কাজে নামিয়ে আনতে হয়। শ্রদ্ধেয় সরলা দেবী চৌধুরানী সেই পথটাই বেছে নিয়েছিলেন।

সময়টা সহজ ছিল না। দেশ তখন পরাধীন। শহরের দোকানে বিদেশি পণ্য, মানুষের মনে পরাধীনতার অভ্যাস। এর মধ্যেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, নিজের দেশকে ভালো বাসার অর্থ কি শুধু মুখে দেশপ্রেমের কথা বলা? উত্তর খুঁজতে তিনি নেমে পড়লেন কাজে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় দেশীয় শিল্প ও পণ্যকে উৎসাহ দিতে তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। সেখানে দেশীয় জিনিসকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা ছিল। তাঁর কাছে স্বদেশি ছিল কেবল রাজনৈতিক স্লোগান নয়, প্রতি দিনের জীবনের একটি অভ্যাস।

তাঁর বাড়ির উঠোনেও তখন অন্যরকম হাওয়া। শরীরচর্চা, গান, উৎসব, দেশাত্মবোধক ভাবনা নিয়ে তরুণদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করার চেষ্টা চলত। তিনি বিশ্বাস করতেন, দুর্বল জাতি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পারে, কিন্তু সেই স্বপ্নকে সত্যি করতে হলে নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস করতে শেখা দরকার।

১৯০৫ সালে পাঞ্জাবের রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তারপর চলে যান লাহোরে। জায়গা বদলাল, কিন্তু কাজের পথ বদলাল না। বরং সেখানে গিয়ে নারীদের সংগঠিত করার কাজে আরও গভীরভাবে যুক্ত হলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল। উদ্দেশ্য ছিল নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির সুযোগ তৈরি করা এবং তাঁদের বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত করা। ভাবলে অবাক লাগে, সেই সময়ে একজন নারী দেশের নানা প্রান্তের মেয়েদের এক জায়গায় আনার কথা ভাবছেন। যে সমাজে মেয়েদের শিক্ষাই অনেকের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হতো, সেখানে তিনি তাঁদের সামনে খুলে দিতে চেয়েছিলেন নতুন সম্ভাবনার দরজা। তাঁর জীবন অবশ্য এক সরল পথে এগোয়নি। স্বদেশি আন্দোলনের পাশাপাশি বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। পরে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে তিনি অহিংস আন্দোলনের পথেও যুক্ত হন। সময়ের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু দেশের জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষাটি বদলায়নি।

১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এরপর স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা

আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খাদির প্রচারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। পাঞ্জাবে নারীদের মধ্যে খাদি ব্যবহারের প্রসারে তাঁর উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর জীবনের গল্প শুধু রাজনীতি আর আন্দোলনের গল্প নয়। তিনি লিখেছেন, সম্পাদনা করেছেন, নারীদের সংগঠিত করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' যেন সেই সময়ের একটি জানালা। সেখানে ব্যক্তিগত স্মৃতির পাশে উঠে এসেছে স্বদেশি আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ এবং তাঁর দেখা সেই উত্তাল সময়ের নানা ছবি।

১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাঁর জীবন থেমে যায়। কিন্তু কিছু মানুষের চলে যাওয়া মানেই তাঁদের গল্পের শেষ নয়। কারণ তাঁরা নিজেদের সময়ের গণ্ডির মধ্যে থেকেও ভবিষ্যতের দিকে একটি রাস্তা তৈরি করে যান।

যে সময়ে নারীর কণ্ঠ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছত না, তিনি সেই কণ্ঠকে কাজে পরিণত করেছিলেন। শিক্ষা থেকে সমাজ, স্বদেশি আন্দোলন থেকে নারী সংগঠন, কলম থেকে রাজপথ, জীবনের নানা প্রান্তে তিনি নিজের জায়গা তৈরি করেছিলেন। তাঁর জন্মদিনে তাই শুধু একটি পুরোনো ছবির সামনে শ্রদ্ধা জানানো নয়। একটু থেমে ভাবাও দরকার। একজন মানুষ তাঁর সময়ের চেয়ে কতটা এগিয়ে গেলে, তাঁর রেখে যাওয়া পথ আজও আমাদের হাঁটতে শেখায়? হয়তো সেই উত্তরই লুকিয়ে আছে তাঁর জীবনের পাতায়।

কিছু মানুষ ইতিহাসে জায়গা করে নেন না, তাঁরা ইতিহাসের ভেতরেই একটি নতুন পথ তৈরি করে। সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সমাজসেবিকা সরলাদেবী চৌধুরানীর দেশপ্রেম, এই তেজ স্বীতার সূত্রপাত অনেক অল্প বয়েস থেকেই। এন্ট্রান্স পরীক্ষার সময় ইতিহাসের প্রশ্নের মধ্যে মেকলে লিখিত 'লর্ড ক্লাইভ' পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তি করে ক্লাইভ এর বঙ্গ বিজয় সম্পর্কে একটা প্রশ্ন ছিল। মেকলে যেভাবে বঙ্গ বিজয়কে তাঁর বইতে লিখেছিলেন, সেটির সম্পূর্ণ বিপরীত মত যুক্তি, তেজ ও আন্তরিকতার সাথে দিয়েছিলেন তিনি। ইতিহাসের পরীক্ষক এন ঘোষ এই বিদ্রোহী ছাত্রীকে সবচেয়ে বেশি নম্বর দিয়েছিলেন। সরলা দেবী তাঁর জীবনের ঝরা পাতা নামের আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'বাঙালী জাতি সম্বন্ধে আমার আত্মাভিমান তখনই মাথা খাড়া করেছিল। এরই পূর্ণ বিকাশ দেখা দিলে বছর দশ বারো পরে কিপলিং-এর একখানা ছোটগল্পের বইয়ে একটা গল্পে বাঙালী জাতিকে ভীষণভাবে অবমানিত পেয়ে তার প্রতিবিধানকল্পে আমি যে দেশ ও জাতিব্যাপী প্রচেষ্টা আরম্ভ করলুম তাতে।'

কিপলিং তাঁর এক ছোটগল্পের বইয়ের এক গল্পে বাঙালিদের কাপুরুষ (গিদ্ধর) বলেছিলেন। এই বইটা পড়ার পরে সরলা দেবী কিপলিং এর উপরে ভীষণ চটে যান। তিনি কিপলিংকে উদ্দেশ্য করে কঠোর একটা চিঠি লেখেন। 'তুমি বাঙালিকে 'গিদ্ধর' বলে সমগ্র বাঙালি জাতিকে অপমানিত করেছ। এই অপমান মোচনের জন্য আমার ভাইদের যে কোন একজনের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করছি। তৈরি হওয়ার জন্য তোমাকে পাঁচ বছর সময় দিচ্ছি। বন্দুক হোক, তলোয়ার হোক যে কোন অস্ত্রে তুমি নিজেকে উপযুক্ত ভাবে তৈরি করে নিতে পার- আমার ভাইরা তার জন্য তোমার সাথে লড়াই করতে তৈরি থাকবে। তখনই তুমি বুঝতে পারবে বাঙালি গিদ্ধর না সচেতন।'

কিন্তু পাঠাতে গিয়ে দেখেন যে কিপলিং এর ঠিকানাটাই তাঁর জানা নেই। কিপলিংকে উচিত জবাব না দিতে পেরে মানসিক শান্তি কিছুতেই পাচ্ছিলেন না তিনি। এই সময়ে কটকে তাঁর দেখা হয় দেশভক্ত মধুসূদন দাসের সাথে। সবকিছু শুনে মধুসূদন দাস বলেন যে, ওকে যখন পাঁচ বছর সময় দিয়েছেন, নিজেও পাঁচ বছর অপেক্ষা করুন। এই সময়ের মধ্যে বাঙালি যুবকদের অস্ত্র বিদ্যায় তৈরি করে নিন। বাংলার যুবকদের সর্বতোভাবে সবরকম অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে পারলে তবেই তো আপনার পক্ষে বদলা নেওয়া সম্ভব হবে। আপনি দেখাতে পারবেন বাঙালিরা গিদ্ধর নয়। যুদ্ধের ময়দানে বাঙালিরা বুঝিয়ে দিতে পারবে তারা বিদেশিদের থেকে কোন অংশে ছোট নয়। বাঙালি যুবক-যুবতীকে তৈরি করে নেওয়ার পর কিপলিংকে চ্যালেঞ্জ পাঠাবেন। উত্তেজনার বশে কিছু করা ঠিক হবে না।

মধুসূদন দাসের যুক্তি মনে ধরেছিল সরলা দেবীর। কলকাতায় ফিরে কাশিয়াবাগানের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সরলাদেবী উঠে এসেছিলেন ২৬ নং সার্কুলার রোডে। সেখানে মুর্তাজা নামে একজন মুসলমান ওস্তাদকে নিযুক্ত করে বাঙালি যুবকদের ছোরা খেলা, তলোয়ার চালানো, লাঠি খেলা, এগুলো শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। এগুলোর জন্য নিজের পয়সায় অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হয়েছিল তাঁকে। অস্ত্র শিক্ষার জন্য একটা ক্লাবই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন সরলা দেবী। এই অস্ত্র শিক্ষার ক্লাবটির কথা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। দূর-দূরান্তের ছেলেরা সেখানে অস্ত্র শিক্ষা নেবার জন্য ও শরীর গঠনের জন্য আসতে শুরু করে।

মারাঠিদের 'শিবাজী উৎসব' এর অনুকরণে তিনি ১৯০৩ সালে কলিকাতায় শুরু করলেন 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'। মণিলাল গাঙ্গুলী একদিন তাঁর সাহিত্য-সমিতির সাংবৎসরিক উৎসবে সরলা দেবীকে সভানেত্রী হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সরলা দেবী রাজি হলেন। তবে, একটি শর্ত যোগ করে দিলেন। সেটি হচ্ছে যে, সেই তারিখটি পহেলা বৈশাখ হবে।

হারিয়ে যাচ্ছে দর্জিরা

রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হারিয়ে গেল শহরের সেই পুজোর দর্জিরা। খদ্দের হারাতে হারাতে দর্জির দোকানগুলো নিজেরাই হারিয়ে যেতে শুরু করল।

ছোটবেলায় দেখতাম, স্বাধীনতা দিবস পেরিয়ে গেলেই টেলারিং শপ-এর সেলাইদাদা/সেলাই কাকুদের বডি ল্যাঙ্গোয়েজ বদলে যেত। যিনি এমনি সময় শার্ট বা হাফপ্যান্ট করতে দিতে গেলে মাপ নিতে নিতে, 'কী খোকা, কোন ক্লাসে পড়?' গোছের প্রশ্ন ছুড়ে দিতেন, তিনিই যখন সেপ্টেম্বরের দু'তারিখে কাঁধের ওপর গোলাপি টেপফিতেটি ফেলছেন, তখন আর চিনতেই পারছেন না! এটার কারণ আর কিছুই নয়, পুজোর জামা তৈরির ব্যস্ততা।

একটু সাব্যস্ত হওয়ার পর কোনও বার যখন সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের একদম শুরুর দিকে জামা বানাতে গিয়েছি, তখন শুনেছি, না, এখন আর হাত খালি নেই। এই শুনে প্রচুর ঘ্যানঘ্যান, প্রচুর অনুনয়-বিনয়ের পর মুখটা চিরতা চিবনোর মতো করে তিনিই হয়তো বলেছেন, বেশ। করে দেব। ডেলিভারি পাবে অষ্টমীর দিন বিকেলবেলায়! চলবে? আমিও তখন আর উপায় না দেখে তাতেই রাজি হয়ে গিয়েছি। কারণ অষ্টমীর দিন সন্ধেবেলাতেই তো পুজোর সেরা জামাপ্যান্টটা পরার নিয়ম। সেটা তো অন্তত হচ্ছে!

পুজোর আগে এই দোকানগুলোর আরও একটা বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়ত। সেটা হল, দোকানে লাগানো আলোর উজ্জ্বলতা ধাঁ করে বেড়ে যাওয়া। তখন ডিসি কারেন্ট। টিউবলাইটেরও তেমন চল হয়নি। ষাট ওয়াটের একখানা করে বাল্বই ছিল দোকানগুলোর ভরসা। পুজোর সিজনে ওই বাল্বের পাওয়ার হুস করে ষাট থেকে একশোয় উঠে যেত। যে দোকানটা গেল হপ্তাতেও সন্ধে সাড়ে সাতটায় টিমটিম করছিল, সেটাই হঠাৎ এ-হপ্তায় ঝকঝক করছে, এটা কিন্তু সবারই চোখে পড়ত।

আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতার পাড়াগুলোয় মোটামুটি তিন ধরনের দর্জির দোকান দেখা যেত। কিছু দোকান ছিল একদম ছোট খাটো। কোনওমতে এক জন মানুষই সেখানে বসতে পারত। পায়ে-চালানো একটা সেলাই মেশিন আর তার পিছনে একখানা কালচে কাঠের চেয়ার, এই ছিল তার সম্বল। এমন দোকানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে ভবানীপুরে হরিশ পার্কের ঠিক উল্টো ফুটে বটগাছ লাগোয়া একফালি দোকানটির কথা। সেখানে যিনি বসতেন তাঁর নাম ছিল অতীশবাবু। ছোটখাটো অল্টার, বোতাম বসানো, লুঙ্গি বা পর্দা সেলাই; এমন সব কাজ ওখানে হত। দেখা হলে, আমার বাবার সঙ্গে উনি গান নিয়ে একটি-দু'টি কথা বলতেন। স্কুলে যাওয়ার পথে অতীশবাবুর দোকানে মারফি রেডিয়ো চলতে দেখেছি। অতীশবাবুর দোকানের চেয়ে সামান্য বড় মাপের দোকান যে গুলো, তাতে পা-মেশিন এবং চেয়ারের সঙ্গে, দোকানের সামনের দিকে একখানা কাঠের টেবিল দেখতে পাওয়া যেত। টেবিলের ওপরের কাঠটির এক দিকের প্রস্থ বরাবর, কব্জা দিয়ে একটি সমান মাপের তক্তা ফিট করা থাকত, যার দেয়ালের দিকের শেষ প্রান্তটি তুলে ধরলে দোকানের ভেতরের মানুষ বাইরে বেরিয়ে যেতে পারত। আবার কেউ জামার মাপ দিতে এলে ওই তক্তাটি তুলে, তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে মাপটাপ নিয়ে, আবার একই ভাবে বাইরে বের করে দেওয়া হত। আমার কাছে এই তক্তা তুলে ঢোকা-বেরনোটা ছিল বেশ রোমহর্ষক একটা ব্যাপার।

সাবার্বান স্কুল রোডের ওপর, 'সংঘমিত্র' ক্লাবের পাশে ওই একই ফুটপাতে, এই রকমই একটি দোকানের নাম ছিল 'দাস টেলরস'। একবার, মাপ দেব বলে দোকানের ভেতরে ঢুকে দেখি, টেবিলের পিছনে একটা ছাইরঙা বেড়াল চুপ করে ঘুমিয়ে রয়েছে। আর এক বার আবিষ্কার করেছিলাম পেতলের একটা বিশাল কাঁচি। আমার মায়ের কাছে আইবুড়োবেলার একটা বড়সড় সেলাইয়ের কাঁচি আছে, কিন্তু সেটা এই পেতলের কাঁচিটার কাছে কিস্যু না। 'দাস টেলার্স'-এর আসল দর্জি ছিলেন ধুতি, হাফহাতা সাদা গেঞ্জি আর গলায় তুলসী কাঠের মালা জড়ানো এক জন ছিপছিপে লম্বা ষাট-পেরনো মানুষ, যাঁর গলায় আর কপালে চন্দনের ফোঁটাও কাটা থাকত। মনে আছে, উনি খুব নিচু গলায় কথা বলতেন। অনেক পরে জেনেছিলাম উনিই ছিলেন দোকানটির মালিক। ওঁর হেল্পার ছিল বড় ঘেরের পায়জামা আর ঢোলা হাফশার্ট পরা একটি ছেলে, যাকে দেখে আমার কেন জানি না মনে হত, এর নাম নিশ্চয়ই তকাই! তকাই মাঝে মাঝে একটা মাটির কুঁজো নিয়ে পাশের টিউবওয়েলে জল আনতে যেত। দাস টেলার্স কাপড় জমা নিয়ে যে গোলাপি কাগজটি ফেরত দিত, তাতে যে ডেলিভারি ডেট লেখা থাকত সেটা যে জীবনেও মিলবে না, এটা আমাদের পাড়ার সকলেই কমবেশি জানত। তাই আসা যাওয়ার পথে সবাই টুকটাক তাগা দাও দিত। 'দাস টেলার্স'-এ জামা করতে দিয়ে হয়তো বলেছি দু'পাশে দুটো ফ্ল্যাপওয়ালা বুকপকেট করে দিতে হবে, অমনি তকাই একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলত, 'পুজোর সময় এগুলো বললে কিন্তু ভারি মুশকিল হয়! যখন ফাঁকা থাকি, তখন এই বায়নাগুলো মানা যায়।

উত্তরপূর্ব ভারতের নবজাগণের পথিক

রেজাউল করিম মুকুল

উত্তরপূর্ব ভারতের নবজাগরণের রূপকার পঞ্চানন সরকার মহাপরিনির্বাণ হয় কলকাতায় ১৯৩৫ সালে ০৯ সেপ্টেম্বরে। তিনি তার নিজের নামের সাথে যোগ

করে নেন বর্মা। তার বিদেহী আত্মা শান্তি পাক পৃথিবীতে তার রেখে যাওয়া হাজারো লাখো অনুসারীর শুভ কামনায়।

মাথাভাঙ্গার ঠাকুর পঞ্চানন সরকার, তার সময়ে কতটা মেধাবী মানুষ ছিলেন তা আপনারা সবাই জানেন। ১৮৬৬ খ্রিঃ পঞ্চানন সরকার ১৮৮৫ খ্রিঃ মধ্য ইংরেজি, ১৮৮৯খ্রিঃ কলকাতা থেকে এন্ট্রাস, ১৮৯১খ্রিঃ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে এফএ(ফার্স্ট আর্টস), ১৮৯৩খ্রিঃ সংস্কৃত সাহিত্যে বিএ, ১৮৯৬খ্রিঃ এমএ এবং ১৯০০খ্রিঃ কোলকাতা রিপন কলেজ থেকে বিএল পাশ করার পরে কোচবিহারে একটি সরকারি চাকুরির আবেদন করেছিলেন। সে সময় উচ্চবর্ণের কতিপয় কর্মকর্তার আপত্তির কারণে ইংরেজ রেসিডেন্ট পঞ্চানন সরকারের প্রয়াজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তার আবেদন খারিজ করে দেন্। সে সময় তার সমতুল্য অন্য কোন প্রার্থীই ছিল না। কেবলমাত্র নিম্নবর্ণ মন্তব্য করে তার আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়। হিন্দু সমাজের এই শ্রেণি বৈষম্য ঠাকুর পঞ্চনন বর্মণ এর ক্ষত্রিয়ায়ন আন্দোলনের পালে বাতাস দিয়েছিল একেবারে শুরুতেই এবং পঞ্চাননের সঠিক নেতৃত্ব সে আন্দোলনকে বেগবান করেছিল তিনি কোচবিহার রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হয়ে রংপুরে আগমনের পরে। পঞ্চানন বর্মণকে কোচবিহার রাজ্য থেকে কেন, কি অপরাধে বহিষ্কার করা হয়েছিল সে সম্পর্কে মানুষের কাছে ভুল বার্তা পৌছে দেওয়া হয়েছিল সে সময়।

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মণ ১৯১০খ্রিঃ রংপুরে অনুষ্ঠিত এক মহাসম্মেলনে যে ক্ষত্রিয় সমিতি গঠন করেন তার প্রধান কার্যালয় বর্তমান রংপুর বিভাগীয় শহরের প্রাণকেন্দ্রে সেই বর্ধণকোট রাজবাড়ি থেকে মাত্র অর্ধ মাইল দুরেই অবস্থিত। পঞ্চানন বর্মণ প্রতিষ্ঠিত সেই আদি ক্ষত্রিয় সমিতি কার্যালয়ের পাশের রাস্তাটির নামকরণ করা হোয়েছে পিবি রোড (পঞ্চানন বর্মা রোড)। পঞ্চানন বর্মা রংপুরে তার সময়ের হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের মানুষের কাছে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন গুণি মানুষ এবং রংপুর জজ কোর্টের একজন স্বনামধণ্য আইনজীবী।

১৯০৫ খ্রিঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা এর প্রথম শাখাটি স্থাপিত হয় এই রঙ্গপুরে। তখন থেকেই নিয়মিত প্রকাশিত হতো থাকে ত্রৈমাসিক রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। রংপুরে সদ্য আগত পঞ্চানন বর্মা সাহিত্য ও গবেষণায় এতটাই সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে তিনি দীর্ঘ আট বছর এ রকম একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকা সম্পাদনা করার সুযোগ পান। এ পত্রিকাটির কপি কলকাতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও পাঠানো হতো। এছাড়া তিনি ক্ষত্রিয় নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করতেন রংপুরে থেকে।

সমাজ সংস্কারক রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা ১৯০৯-১৯১০খ্রিঃ অবিভক্ত বাংলার বর্তমান বাংলা দেশের উত্তরের জনপদ রংপুরে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন আজকের স্বনামধন্য ক্ষত্রিয় সমিতি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪২খ্রিঃ কোচ বিহারে প্রতিষ্ঠা পায় আজকের কোচবিহার ক্ষত্রিয় সমিতি। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা (১৮৬৬-১৯৩৫) গত বিংশ শতকের গোড়ায় রংপুরে এসে উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া, দীর্ঘদিনের অবহেলিত রাজবংশী মানুষদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন।

বর্তমান রংপুরের পূর্বনাম ছিল কামরুপ বা কামতাপুরি। পরশু রামের ভয়ে যারা ক্ষত্রিয়াচার পরিত্যাগ করে রত্নপিঠ বা রংপুরে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন তারাই রাজবংশী বা কোচ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। গভীর ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন রাজবংশীরা বীরের জাতি, যোদ্ধা সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়। তিনি সারা ভারতের বিদগ্ধ জ্ঞানীগুণী পন্ডিত সমাজকে বোঝাতে চেষ্টা করেন রাজবংশীরা ইঙ্গ-মঙ্গোলয়েড নয়, রাজবংশীরা ইঙ্গ-এরিয়ান, আর্য ভাষাগোষ্ঠী, আর্য জাতিধারার অংশ। বহিরাগত আক্রমণের ফলে ক্রমান্বয়ে যারা হয়ে যায় দলিত, পতিত। পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী সমাজকে পুনরায় বিক্রমশালী ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত করেন। মন্ত্রো চারণের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সম্প্রদায়কে তিনি বীর ক্ষত্রিয়দের ন্যায় উপবীত ধারণ করান। তিনি ১৯৩২ সায়মন কমিশনের গোল টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করে রাজবংশীদের Backward class ইংরেজী ভাসায় যে বক্তব্য রাখেন তা তৎকালিন রাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম গ্রিন্টিসকে অভিভুত করে।পরে পঞ্চাননের আবেদনে ১৯৩৩খ্রিঃ ১৬ জানুয়ারি তৎকালিন ইংরেজ সরকার রাজবংশীদের Dipressed class থেকে Schedule caste হিসেবে তালিকাভূক্ত করেন। সে বছরই বাংলায় তপসিলি জাতির তালিকায় রাজবংশীদের নাম অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৫০ ও ১৯৫৬খ্রিঃ ভারতীয় সংবিধানের ৩৪১ ধারায় বণিত Schedule caste হিসেবে তালিকাভূক্ত রাজবংশীরা আজ শিক্ষা, ব্যবসা, চাকুরিসহ বহুবিধ ক্ষেত্রে যে সুবিধা ভোগ করেন তার একক কৃতিত্ব রাজবংশী জাতির নব রুপকার পঞ্চানন বর্মণের। এসব যদিও পঞ্চানন বর্মণের ক্ষত্রিয়ায়ণ আন্দোলণের পরিপনি্হ তবুও পঞ্চানন বর্মার কঠোর আত্মত্যাগের পরিনাম ছিলো সুদূরপ্রসারি। মূলতঃ কোচবিহার ও শিলিগুড়ির রাজ বংশীরা আজ ক্ষত্রিয় মর্যাদার পাশাপাশি প্রায় সবকিছুতেই সংরক্ষিত সুবিধার আওতায় এসেছেন এমনকি বিধানসভা ও লোকসভার আসনে ভোটপ্রার্থী হিসেবেও সংরক্ষিত আসন তালিকা সহ প্রকাশিত হয়। জাতির প্রতি এই অবদানের স্বরূপ তিনি মানুষের চোখে আদৃত হন ঠাকুর নামে। বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে কোনও বিভেদ ছিল না। তারা সবাই মিলেমিশে বসবাস করতো। কিন্তু বাংলা ভাগই বাঙালি হিন্দু মুসলিম বিভেদ হল। তথ্যসূত্রঃ-কোচবিহার মহারাজার দিওয়ান খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লাহ রচিত কোচ বিহারের ইতিহাস।

জন্মশতবর্ষের অধিক প্রাচীন পুঁটীরাম মিষ্টান্ন ভাণ্ডার অটুট

শঙ্করলাল কর্মকার

পুঁটীরাম নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা মাঝে মাঝেই ভেসে আসে, অনেকেই বলে আগের স্বাদ আর নেই, কিন্তু আমরা যাঁরা খুব বেশি দিন পুঁটীরামের সঙ্গে পরিচিত নই,

তাঁদের কাছে বর্তমান স্বাদটাই অমৃত। আমরা এই দশ বারো বছরে কলকাতার এমন কোনো গলি নেই যেখানে যায়নি, বিশেষ করে বিগত একবছর পায়ে হেঁটে উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার বেশিরভাগ জায়গায় ঘুরেছি, তবে আমরা খুব বেশি বাইরের খাবার খাই না, বাড়ির থেকে খাবার ক্যারি করি। কিন্তু মাঝে মধ্যে এই সমস্ত পুরানো ঐতিহ্য পূর্ণ দোকানে সুযোগ পেলেই ঢু দিই এটা স্বীকার করছি এবং আমাদের সব চেয়ে ভালো লাগে এখানকার ডালপুরি, এতো স্বাদ আমরা অন্য কোথাও পায় না এবং সেই সুবাদে একটু বলতে পারি এই সমস্ত দোকান গুলি এখনো তাঁদের গুনগুন মান যথেষ্ট ধরে রেখেছে। কলকাতার পুরানো ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির দোকান গুলির মধ্যে অন্যতম কিন্তু এই পুঁটীরাম। প্রায় একশো সত্তর বছর বয়স অতিবাহিত করেও এখনও মিষ্টি প্রিয় বাঙালিকে ভুলিয়ে রেখেছে তার স্বাদে।

কলকাতার কলেজ স্ট্রিট এবং সূর্য সেন স্ট্রিটের ক্রসিংয়ে অবস্থিত পুঁটিরাম মিষ্টান্ন ভান্ডার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ১৮৫০- মতান্তরে ১৮৫২ সালে এই দোকানের যাত্রা পথ শুরু হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় একটা খুব সাধারণ মিষ্টির দোকান হিসাবে পরিচিত ছিল। তবে প্রথম থেকেই এই দোকান তাঁদের হাতের জাদুতে খ্যাতি ছড়াতে শুরু করে। উত্তমকুমার থেকে শুরু করে চিত্তরঞ্জন দাশ, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, সুভাষচন্দ্র বসুর মত প্রথিতযশা ব্যক্তি বর্গের পদধূলি রয়েছে এই দোকানে। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, মেডিকেল কলেজের ছাত্র , অধ্যাপক, কলকাতা বুদ্ধিজীবী মহলের প্রিয় প্রাতরাশ এবং সন্ধ্যার আড্ডার ঠেক কিন্তু এই পুঁটীরাম।

পুঁটীরামের সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য হল তাদের বিশেষ রাজভোগ। সাধারণ রসগোল্লা চেয়ে আকারে বড় এই মিষ্টি তৈরি হয় গোলাপ জল, পেস্তা, কাজু, সহ পনেরোটি সুগন্ধি ও পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে। এই পুঁটীরামই কিন্তু প্রথম বাঙালি মিষ্টির দোকান যেখানে কাজু পেস্তার মত ড্রাই ফ্রুটসের ব্যবহার শুরু করেছিল। তবে শুধু মিষ্টি ই নয়, মিষ্টির সঙ্গে সমান জনপ্রিয় নোনতা খাবারের জন্য। এখানকার হিংয়ের কচুরি, আলুর দমও বিখ্যাত

রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য মুর্শিদাবাদের বিজেপি নেতাদের ১৩ তারিখ পর্যন্ত চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিল রাজ্য নেতৃত্ব

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে দলের প্রচার কৌশল ঠিক করতে এসে সাংগঠনিক সমস্ত ফাঁকফোকর মেরামতি করার জন্য বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে গেলেন। এর মধ্যেই সাংগঠনিক সমস্ত প্রস্তুতি সেরে নিয়ে নির্বাচনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। রেজিনগর থেকে নির্বাচিত 'আম

জনতা উন্নয়ন পার্টি'র বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের পদত্যাগের ফলে ওই আসনটি খালি হওয়ায় আগামী ৬ অক্টোবর সেখানে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। গতকালই হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবী আজাদ, 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে ওই কেন্দ্র থেকে লড়াই করার জন্য মনোনয়ন পত্র জমা করেছেন। তবে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত অন্য কোনও রাজনৈতিক দল রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা বা মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি। বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে হুমায়ুন পুত্র দাবীকে জানিয়েছেন, আসন্ন উপনির্বাচনে ওই কেন্দ্রে এবার তাঁর মূল লড়াই বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গেই হবে। হুমায়ুন কবীরের ছেড়ে যাওয়া আসনটি এবার নিজেদের দখলে আনতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। ইতিমধ্যেই দলের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব রেজিনগরের ২৮২ টি বুথে যাতে এজেন্ট দিতে পারেন তার কাজ জোরকদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে গতকাল বহরমপুরে এসে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী এবং রাজ্য সহ সভাপতি তথা রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দলীয় আধিকারিক প্রবাল রাহা, মুর্শিদাবাদ জেলার বিজেপির তিনটি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব, দলের মুর্শিদাবাদ জেলার বিধায়ক, মন্ত্রীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, গতকালকের বৈঠকে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রেজিনগরের যে সমস্ত বুথে ২১ জনের কমিটি এখনও তৈরি হয়নি তা আগামী ১৩ তারিখের মধ্যে তৈরি করে ফেলতে হবে। তবে উপনির্বাচনের জন্য হাতে পর্যাপ্ত সময় না থাকার কারণে বিজেপির পক্ষ থেকে এবার বড় বৈঠকের পরিবর্তে প্রত্যেকটি বুথে ছোট ছোট বৈঠক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে জানান মলয় মহাজন। তিনি বলেন, আগে আমরা প্রত্যেকটি বুথে অন্তত পাঁচবার করে বৈঠক করেছি। উপনির্বাচনের জন্য আমাদের লক্ষ্য নির্বাচনের আগে প্রত্যেকটি বুথে অন্তত তিনবার করে বৈঠক করা। রেজিনগর বিধানসভার অন্তর্গত বিজেপির চারটি 'মন্ডলের' দায়িত্ব এবার থাকছেন চার বিধায়ক। এছাড়া ১৪ টি অঞ্চলের দায়িত্বে থাকছেন বিজেপির বহরমপুর সংগঠনিক জেলার ১৪ জন 'অফিস বেয়ারার' এবং রেজিনগরের ৫৭ টি শক্তি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকছেন বর্তমান জেলা কমিটি এবং পূর্বতন জেলার কমিটির মোট ৫৭ জন সদস্য। রেজিনগর উপনির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিজেপির তরফ থেকে শক্তিপুরে একটি দলীয় অফিস খোলা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে শক্তিপুর অফিস থেকেই রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা হবে। তবে ভাগীরথী নদীর অপর পারে রেজিনগর বিধানসভার বাকি অঞ্চলগুলোর নেতৃত্বের তরফ থেকে সেখানেও একটি দলীয় অফিস খোলার দাবি জেলা নেতৃত্বের কাছে রাখা হয়েছে। বিজেপি নেতারা ঠিক করেছেন উপযুক্ত পরিকাঠামো যুক্ত বাড়ি পাওয়া গেলে উপনির্বাচনের আগে বিকলনগরে অপর একটি দলীয় অফিস খোলা হবে। তারপর সেখান থেকেও ভোট পরিচালনার কাজ করা হবে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বিজেপি নেতৃত্ব রেজিনগর উপ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে না পারা প্রসঙ্গে মলয় মহাজন বলেন, আমাদের দল পিতা-পুত্রের দল নয়। আমাদের দলে সমবেত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে আজ অথবা আগামী কালের মধ্যেই আমাদের দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে। বিজেপি সূত্রের খবর, রেজিনগর কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে জেলার কয়েকজন পরিচিত মুখ রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম মলয় মহাজন নিজে। উপনির্বাচনের প্রচার কাজ চালানোর জন্য বিজেপির তরফ থেকেই এবার অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ঠিক করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গতকালকের আলোচনায় ঠিক হয়েছে, অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা যত বড়ই পদাধিকারী হোক না কেন তাঁকে রেজিনগরে পড়ে থেকে ভোটের কাজ পরিচালনা করতে হবে। তিনি যে সমস্ত বুথের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন সেখানে নিয়মিত বৈঠক করবেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করবেন। মলয় মহাজন জানান, আমাদের সংগঠনিক জেলায় ২৩ জন 'অফিস বেয়ারার' রয়েছেন। আমরা আপাতত ১৮ জন নেতার নাম ঠিক করেছি অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। কোন নেতা আগামী একমাস রেজিনগরে পড়ে থেকে ভোট প্রচারের জন্য সময় দিতে পারবেন তা জেনে নিয়ে সেখান থেকে ১৪ জনের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হবে।

যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বাড়াতে যাত্রী-পরিষেবার উন্নয়ন

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ শিয়ালদহ ডিভিশন যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং নিত্যযাত্রীদের দৈনন্দিন ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক, সুবিধাজনক ও ঝামেলামুক্ত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, সম্প্রতি শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় যাত্রীবান্ধব বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। **বাঘাযতীন স্টেশনে,** বুকিং অফিসের সামনে একটি নতুন যাত্রী-শেড (ছাউনি) বসানো হয়েছে। এর ফলে লাইনে অপেক্ষমান যাত্রীরা-বিশেষ করে বৃষ্টি ও কড়া রোদের সময়-প্রয়োজনীয় আশ্রয় পাবেন। এছাড়া ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে স্পষ্ট ও দৃশ্যমান প্ল্যাটফর্মের নামফলক বসানো হয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য সঠিক প্ল্যাটফর্ম শনাক্ত করা সহজ করে তুলবে। **সুভাষগ্রাম স্টেশনে,** ফুট ওভার ব্রিজের ওপর শেড তৈরির কাজও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই সুবিধাটি আবহাওয়াজনিত প্রতিকূলতা থেকে সুরক্ষা প্রদান করবে এবং নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতকে আরও আরামদায়ক করে তুলবে। এই উন্নয়নমূলক কাজগুলো স্টেশনগুলিতে যাত্রী- পরিষেবা বৃদ্ধির বিষয়ে শিয়ালদহ ডিভিশনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। স্টেশন উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁদের জন্য উন্নত আশ্রয়, সহজে চলাচলের ব্যবস্থা এবং আরও সুবিধাজনক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

উদ্ধার হওয়া ২৬০টি ফোন তুলে দেওয়া হলো আসল মালিকদের হাতে

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ খোয়া যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া ফোন ফিরে পেয়ে মুখে হাসির ঝলক ধরা পড়ল সাধারণ মানুষের। জেলা পুলিশের বিশেষ উদ্যোগ 'প্রাপ্তি'-র মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া মোট ২৬০টি মোবাইল ফোন ফেরত দেওয়া হলো তাদের আসল মালিকদের কাছে। শুক্রবার বেলগুমা পুলিশ লাইনের কনফারেন্স হলে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই ফোন হস্তান্তরের সূচনা করেন পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই পুরুলিয়া টাউন থানা এলাকা থেকে নিখোঁজ হওয়া ৩৫ টি মোবাইল ফোন সরাসরি সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে তুলে দেন পুলিশ সুপার নিজে। জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, 'প্রাপ্তি' অভিযানের আওতায় উদ্ধার হওয়া বাকি ফোনগুলি জেলার বিভিন্ন স্থানীয় থানার মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাদের প্রকৃত মালিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। হারানো সম্পদ ফিরে

পেয়ে পুলিশের এই সময়োপযোগী ও আন্তরিক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
e-NIT is invited by the District Engineer, Jhargram Zilla Parishad, Ref: JGM/ZP/N-10/2026-27 (Sl.No-1 to 33) Tender id 2026_ZPHD_5023094_1 to 33 different PS area under Jhargram Zilla Parishad. Technical and Financial bid submission closing date & time **16.09.2026 upto 17:00 Hours.**
All details can be obtained from the website **tenders.wb.gov.in & www.jhargram.gov.in**
Sd/-
District Engineer
Jhargram Zilla Parishad
Memo no-131(2)/1(1)/Adv/DICO/JGM Dt. 10.09.2026

বজ্রপাত রুখতে কুলতলিতে রাস্তার দু'পাশে তালবীজ বসাচ্ছেন গ্রামের মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ভাদ্র মাস চলছে। সামনে শারদ উৎসব। তারই মধ্যে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্বেগ বাড়ছে সুন্দরবনের মানুষের। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে চলায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। এই পরিস্থিতিতে বজ্রপাতের ঝুঁকি কমাতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন কুলতলির গ্রামের মহিলারা। গ্রামের রাস্তার দু'পাশে তালগাছ তৈরির লক্ষ্যে বসানো হচ্ছে তালের আঁটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই এলাকায় প্রায় ১৫০০-র বেশি তালের আঁটি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার রাস্তার দু'পাশে পর্যায়ক্রমে এই আঁটি বসানো হবে। শুধু বসানোই নয়, ভবিষ্যতে চারাগুলির পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন গ্রামের মহিলারা। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, একসময় এই এলাকায় প্রচুর তালগাছ দেখা যেত।কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তালগাছের সংখ্যা কমে এসেছে। ফলে পরিবেশের পাশাপাশি হারিয়ে যাচ্ছে তালগাছকে ঘিরে থাকা গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই নতুন করে তালগাছের সংখ্যা বাড়ানোর ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ। স্থানীয় গ্রামবাসী পুলক মণ্ডল বলেন, মহিলারা নিজেরাই এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। গ্রামে তালগাছের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। তালগাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি বজ্রপাতের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। তাই রাস্তার দু'পাশে বেশি করে তালগাছ তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তালগাছকে ঘিরে রয়েছে গ্রামীণ জীবনের নানা অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও। এক গৃহবধূর কথায়, তালের পাতা দিয়ে হাতপাখা, ঝুড়ি, চাটাই, মাদুর, পুতুল, ব্যাগ-সহ বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা যায়। সেগুলি বাজারে বিক্রি করে আমরা নিজেরাই স্বনির্ভর হতে পারি। সংসারের আয়ও বাড়বে। তাই বেশি করে তালের আঁটি বসানো হচ্ছে। আর এক মহিলার কথায়, তালের আঁটি আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। ফলে এবার কাজে সুবিধা হয়েছে। আমরা চাই, গ্রামের প্রতিটি পাড়ার রাস্তার দু'পাশে তালগাছ তৈরি হোক এবং আগামী দিনে এই উদ্যোগ আরও বড় আকার

নিক। স্থানীয়দের দাবি, কদিন আগেই এই এলাকায় বজ্রপাতে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর থেকেই বজ্রপাত নিয়ে মানুষের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস, তাল গাছ তুলনামূলক ভাবে অনেক উঁচু হওয়ায় বজ্রপাতের সময় তা বিদ্যুৎ প্রবাহকে মাটির দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। তাই গ্রামে বেশি করে তালগাছ লাগানো প্রয়োজন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, তালগাছ বজ্রপাতের নিশ্চিত প্রতিরোধক নয় এবং শুধু তালগাছ লাগালেই বজ্রপাতের বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা যায় না। বজ্রপাতের সময় ঘরের ভিতরে থাকা, খোলা মাঠ বা গাছের নিচে আশ্রয় না নেওয়া এবং প্রশাসনের বজ্রপাত সংক্রান্ত সতর্কতা মেনে চলাই সবচেয়ে জরুরি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই সময়ে কুলতলির গ্রামের মহিলাদের এমন উদ্যোগ তাই একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিচ্ছে, অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দরজাও খুলে দিতে পারে। তাঁদের এই উদ্যোগ আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের রূপ নেয় কি না, এখন সেটাই দেখার।

ঝাড়গ্রামে টাইগার সাফারি, দ্বিগুণ পর্যটকের আশায় বন দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ঝাড়গ্রামে টাইগার সাফারি চালু হলে এখানে পর্যটনের সম্ভাবনা আরও বাড়বে। বর্তমানে যে সংখ্যায় পর্যটক আসেন, সাফারি চালু হলে সেই সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে বলে দাবি করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে এসে বনমন্ত্রী জানান, আগামী দেড় থেকে দু'বছরের মধ্যে টাইগার সাফারি প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এদিন প্রথমে ঝাড়গ্রাম জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্ক পরিদর্শন করেন বনমন্ত্রী। পরে টাইগার সাফারি তৈরির জন্য নির্ধারিত জঙ্গল এলাকাও ঘুরে দেখেন। ডিএফও উমর ইমাম তাঁর কাছে প্রকল্পের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। পরে ব্যাটারি চালিত গাড়িতে চড়ে পুরো জুলজিক্যাল পার্ক ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মনোজ বলেন, 'ঝাড়গ্রাম টাইগার সাফারির জন্য রাজ্যের প্রথম বাজেটেই মুখ্যমন্ত্রী ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের কাজও শুরু হয়ে যাবে। কিছু দিনের মধ্যেই টেন্ডারও হয়ে যাবে। আপাতত ৬৫ একর জায়গার মধ্যে টাইগার সাফারি করা হবে। এই সাফারি চালু হলে এখানকার অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন হবে। যেখানে আগে দু'লক্ষ পর্যটক আসতেন, এই সাফারি চালু হলে সেটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।'' বন দফতরের জমি বেআইনি ভাবে দখল প্রসঙ্গে বনমন্ত্রী বলেন, 'কেউ বেআইনি ভাবে বন দফতরের জমি দখল করে থাকলে অভিযোগ জানানো হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' হাতি সমস্যা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, জঙ্গলমহলে হাতির সমস্যা এক দিনের নয়। দ্রুত তা মেটানো সম্ভবও নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা চলছে। হাতির হানায় কৃষকদের ফসলের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ বাড়ানোর যে দাবি রয়েছে, তা-ও ধীরে ধীরে দেখা হবে বলে জানান তিনি। টাইগার সাফারির জন্য ২২৬.৩৭ একর জমি বন দফতরকে হস্তান্তর করছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। ঝাড়গ্রাম জুলজিক্যাল পার্কের পাশেই শিলিগুড়ি মডেলে এই সাফারি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে উদ্বৃত্ত পাঁচটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, হগ ডিয়ার ও স্পটেড ডিয়ার আনার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যে বাঘগুলি চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য জু অথরিটি। সেন্ট্রাল জু অথরিটির ছাড়পত্রের জন্যও আবেদন করা হয়েছে। এদিন বনমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কৃষি প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ, বিনপুরের বিধায়ক চিকিৎসক প্রণত টুডু, ডিএফও (ঝাড়গ্রাম) উমর ইমাম-সহ বন-প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/002(e)/2026-27
Dated: 10-09-2026
1. Reparing& Renovation of Ghosh Para Lane in different locations within ward no 09. 2. Reparing& Renovation of Pan Para Bye Lane in different locations within ward no 09. 3. Reparing & Renovation damaged portion in different location at Makaltala Lane, B.G.G. Sarani and Youth Corps area within ward no 10. 4. Reparing& Renovation damaged portion in different location at K.C.M. Sarani within ward no 12. 5. Reparing& Renovation damaged portion in different location at K.K.D. Road within ward no 12. 6. Reparing& Renovation damaged portion in different location at RamlalDutta Road within ward no 12 & 13. 7. Reparing& Renovation damaged portion in different location at B.N. Road within ward no 14. 8. Reparing& Renovation damaged portion in different location at Rajendra Avenue within ward no 14. 9. Reparing& Renovation damaged portion in different location at SreedharChakrabortyStree within ward no 14. 10. Reparing & Renovation damaged portion in different location at B.K. Street within ward no 15. 11. Reparing& Renovation damaged portion in different location at R.K. Street within ward no 15. Bid Submission Closing Date- **19/09/2026** (Work SL no- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10 & 11). Bid Submission Closing Date- **24/09/2026** (Work SL no- 8). For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Administrator,**
U.K. Municipality

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেড
নিবন্ধিত ঠিকানাঃ কেবিন নং ৬ (৭ গ্রান্ট লেন, ৩য় তলা), গণপতি চেম্বার্স, রুম নং ৩১৩, কলকাতা ৭০০ ০১২
কর্পোরেট ঠিকানাঃ ২৪এ, প্রথম তলা, হারিয়া হাউস, সেন্ট পল স্ট্রিট, দাদর ইস্ট, মুম্বাই ৪০০ ০১৪
(CIN): L70101WB1982PLC034928 I admin@vira.in I 91 022 49696464I www.nihalindia.com

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি,
সদস্যদের রেজিস্টার বন্ধ রাখা এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেড -এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৬ **সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, বুধবার সকাল ১১.৩০-এ** অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স -এর ৮ এপ্রিল, ২০২০ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ ৫ মে, ২০২০ ৫ মে, ২০২২ (সার্কুলার নং ০২ /২০২২) ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (সার্কুলার নং ১০/ ২০২২) ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সার্কুলার নং ০৯ /২০২৩) এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (সার্কুলার নং ০৯ / ২০২৪) তারিখের সাধারণ সার্কুলারসমূহ (যাকে একত্রে 'MCA সার্কুলার' বলা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-এর ১২ মে, ২০২০ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ ও ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী-কোম্পানি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাহায্যে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের লিঙ্ক সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে বা রেজিস্ট্রারের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। উল্লিখিত MCA এবং SEBI সার্কুলারগুলোর আওতায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির হার্ড কপি বা মুদ্রিত অনুলিপি পাঠানোর আবশ্যকতা রহিত করা হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nihalindia.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (যেমনঃ www.cseindia.com)-এ পাওয়া যাচ্ছে।

বুক ক্লোজার
এতদ্বারা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভা-র উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য-নিবন্ধি এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ (যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত) এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪ (সংশোধিত)-এর বিধান অনুযায়ী, সদস্যদের নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর ওপর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই ভোট প্রদানের কাজটি 'মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড' কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবা বা সুবিধার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে।

সদস্যদের অবগতির জন্য আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলি অনুযায়ী বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ- ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (রবিবার) সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার) বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়সীমার মধ্যে, 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ কোম্পানির শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা (তাঁদের শেয়ার ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড- যেকোনো রূপেই থাকুক না কেন) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এর বিকেল ৫.০০টার (আইএসটি) পর ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না এবং এরপর ভোটগ্রহণের জন্য মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং / অথবা সিডিএসএল / এনএসডিএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।

কোনো সদস্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে বার্ষিক সাধারণ সভার দিন সভায় পুনরায় ভোট প্রদানের অনুমতি পাবেন না।

শুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তি-যাদের নাম 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত প্রকৃত মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে-তাঁরাই বার্ষিক সাধারণ সভায় ইলেকট্রনিক ভোটিং এবং সশরীরে ভোট প্রদানের সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। কাট-অফ তারিখে সদস্য নন এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভার এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে গণ্য করা উচিত।

যে ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং 'কাট-অফ' তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, আপনি কোম্পানির এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারেন অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার / এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর /-
প্রতীক ভিরা
পরিচালক
তারিখঃ ০৯.০৯.২০২৬
স্থানঃ মুম্বাই

NOTICE INVITING TENDER
SNIT No WBIW/SE/SWMEC/ SNIT-03/2026-27
SNIT invited by the Superintending Engineer, South West Mechanical & Electrical Circle, Durgapur-02 for "SITC of CCTV surveillance, Digital Display unit, Outdoor Illumination for the upgradation of Executive Engineer type quarter at Mayurakshi Irrigation Colony, Allotted to the HMIC Higher education as his residence and home town office, to be executed by Mayurakshi Electrical & Mechanical Division in P.S.- Suri, Dist.- Birbhum" Last date of application **15.09.2026 up to 17:00 Hrs** & Dropping **16.09.2026 up to 11:00 Hrs.** The other details may be seen from the web site **https://www.iwd.wb.gov.in** and also from office of the undersigned on any working days.
Sd./-
Superintending Engineer,
South West Mechanical & Electrical Circle
Durgapur-02, Paschim Bardhaman

বিজ্ঞপ্তি
শ্রী রামব্রীজ সিং পিতা - স্বর্গীয় বনসরাজ সিং এবং ধরমবীর সিং পিতা- স্বর্গীয় হরিহর সিং সাং-৭ অভয় গুহ রোড, লিলুয়া, হাওড়া,গত ১৯ শে জানুয়ারি ২০১২ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত 005251/2012 দলিল মূলে লিলুয়া নিবাসি শ্রী রামরাজ সিং পিতা- স্বর্গীয় বনসরাজ সিং এর পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তার শ্রী শ্রীকান্ত সিং পিতা- স্বর্গীয় হরিহর সিং গুহা রোড নিবাসী হাওড়া ডি এস আর রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার নং(বুক-৪, দলিল নং 005251/2012) এর নিকট হইতে মৌজা ব্যারাকপুর, জে এল নং 16 এল আর দাগ 3208 এবং 3210 এল আর খতিয়ান নং 1677 ভুক্ত 0.004 এবং 0.0055 শতক জমি কিনিয়াছি। এই সম্পত্তি নাম পরিবর্তনের জন্য BL & LRO Bally Jagacha অফিসে আবেদন করেছি। যদি এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকে বালি জগাছা BL & LRO অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, SHYAMPUR-I DEV. BLOCK
SHYAMPUR, HOWRAH, 711314
Online e-Tender has been invited vide Tender ID 2026_ZPHD_5022389_1 from bonafied and resourceful agencies. The details of Tender and Tender document will be available on website www.tenders.wb.gov.in. The last date of tender submission-14.9.26 at 12 Noon.
Sd/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-I DEV BLOCK

AUCTION TENDER NOTICE
Memo No.: 5724/E Date: 10.09.2026
Sealed Auction Tenders are invited for condemned spare parts of Govt. vehicles of Purulia District Police by the undersigned.
Earnest Money: **Rs. 10,000/-** (NSC/Bank Draft in favour of the undersigned).
Tenders must reach on or **before 08/10/2026 at 12:00 hrs.**
The bidders should be address to the Superintendent of Police, Purulia, submitted in sealed covers with the words 'auction sale for condemned Govt. tyres, tubes & flaps of Purulia District Police.
Tenders will be opened on **08/10/2026 at 14:00 hrs.**
Details available at **MTO Office**, Purulia District during office hours. The undersigned reserves the right to accept or cancel any tender.
Sd/-
Superintendent of Police
Purulia
Memo-18/ADV/ICA/PURU Dt. 10/05/2026

তিনসুকিয়া ডিভিশনে অ্যাটেনডেন্ট নিযুক্তি
নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ই-টেন্ডার নং.ঃ E-112-26-TADK-TSK, **তারিখঃ** 04-09-2026। **আইটেমের বিবরণঃ** তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৪ মাসের জন্য টিএডিকে-এর পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট নিযুক্তি। **পিএল নং.** NSTADK01। **পরিমাণঃ** ২১ টি। **বায়নার ধনঃ** ২,৪৪,৬৬০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবেঃ ২৮-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায়।
বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **https://ireps.gov.in** দেখুন।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড
ইউনিট নং. ৫০২, সি উইং, ওয়ান বিকেসি, রেডিয়াস ডেভেলপারস্‌, প্লট নং. সি ৬৬, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, মুম্বইঃ ৪০০০৫১
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবিনামা
এসিআরই-এআরসি অ্যাসাইনার-এর কাছ থেকে SARFAESI আইন, ২০০২-এর ৫ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার সমস্ত আর্থিক সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটিজ অধিগ্রহণ করেছে। ঋণ অধিগ্রহণের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং আর্থিক নথিপত্র ও জামানত সংক্রান্ত শর্তানুসারে আর্থিক সম্পদ হস্তান্তর-এর ভিত্তিতে ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করার সময়, এসিআরই-এআরসি ঋণগ্রহীতার বকেয়া ঋণের ক্ষেত্রে সমস্ত অধিকার, মালিকানা ও স্বার্থ অর্জন করেছে। এর ফলে, ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে এসিআরই-এআরসি এখন অ্যাসাইনার-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তারা ঋণ সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থ আদায় ও সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটি সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	এসিআরই ট্রাস্ট	পোর্টফোলিও	বরাতের তারিখ	ঋণগ্রহীতার নাম	ধারা ১৩(২)-এর অধীন দাবিনামার তারিখ ও দাবিনামার অর্থ
১.	**PR01208425**	এসিআরই ট্রাস্ট ১৯১	এসবিএফসি	২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬	তুলসি দাস, রেবা দাস	৯ই জুলাই, ২০২৬, ৫,৯৮,৪৯৫/- টাকা ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ অনুযায়ী

বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ জে.এল. নং ৯৩, দাগ নং ২৫৮-এর অধীন আর.এস.- খতিয়ান নং ২৩৮২, পি.এস. হাবরা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, ভাবলানেওড়া তান্ত নেওরা উত্তর এম বি এস নেওরা হাই স্কুল পরগণাস ভেবলা পশ্চিমবঙ্গের বিপরীতে- ৭৪৩৪২২ জমির পরিমাপ প্রায় ০.৮২৫৭ সাতক জমি, এবং এর দ্বারা সীমাবদ্ধঃ উত্তরঃ শান্তিবালা নাথের জমি, দক্ষিণঃ মাওলা বক্স, পূর্বঃ তুলসি দাসের জমি, পশ্চিমঃ শান্তিবালা নাথের জমি।

নোটিশ জারির বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা তাঁদের জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিশটি ধারা ১৩(১৩)-এর আওতাভুক্ত যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, বন্ধক রাখা সম্পত্তিটি যেন কোনোভাবেই বিক্রি, ইজারা বা হস্তান্তর করা না হয়।

তারিখঃ ১১.০৯.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
স্বা- অনুমোদিত অফিসার
অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two part bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/86/26-27/PD (2nd Call)
Name of the work: **Electrical repairing works for lighting system at New West Anandapally, Dinesh Nagar, Fuchka Patti etc. area in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 2,47,717.65.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/84/26-27/PD (2nd Call)
Name of the work: **Installation of catenary system due to WBSEDCL underground cable fault at Bishnupally, Babu Para, Battala etc. areas in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 4,42,366.87.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/62/26-27/PD (2nd Call)
Name of the work: **Supply of LED fittings at New Tallygange, Kudhghat and Babu Para surrounding area in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 4,86,293.47.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/146/26-27/PD
Name of the work: **Supply od LED fittings at Modern Park, Santoshpur Avenue etc. areas in Ward No.-103, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 3,99,657.68.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/145/26-27/PD
Name of the work: **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works in Ward No.-103, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 2,97,358.40.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/07/26-27
Name of the work: **Repairing works of street lighting arrangement at Netajinagar and other adjacent areas in Ward No.-98, BR-X.** Estimated amount: **₹ 2,48,441.82.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/08/26-27
Name of the work: **Repairing works of street lighting arrangement at Naktala and other adjacent areas in Ward No.-100, BR-X.** Estimated amount: **₹ 2,48,900.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/09/26-27
Name of the work: **Repairing works of street lighting arrangement at Netaji Subhash Chandra Bose Road areas under BR-X.** Estimated amount: **₹ 2,48,066.10.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/12/26-27
Name of the work: **Repairing works of street lighting system at Sultan Alam Road, Swiss Park adjacent areas in Ward No.-89, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,97,195.43.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **10 days.**
(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/14/26-27
Name of the work: **Installation of insulating materials on the street light poles bodies at different places in Ward No.-89 under BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,98,315.52.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **10 days.**
(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/10/26-27
Name of the work: **Repairing of street lighting arrangement at Chetla Road, Sahapur Colony, P Block (New Alipore) areas in Ward No.-81, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,97,503.48.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **10 days.**
(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/11/26-27
Name of the work: **Repairing of street lighting arrangement at Shanti Nagar, M.N. Sen Lane and adjacent areas in Ward No.-97, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,95,717.80.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **10 days.**
(13) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/13/26-27
Name of the work: **Installation of insulating materials on the street light poles bodies at different places in Ward No.-81 under BR-X.** Estimated amount: **₹ 2,47,845.92.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **20 days.**
(14) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/15/26-27
Name of the work: **Installation of insulating materials on the street light poles bodies at different places in Ward No.-97, BR-X.** Estimated amount: **₹ 2,47,704.52.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **20 days.**
(15) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/186/26-27
Name of the work: **Installation of earthing for decorative poles installed at various locations in Ward No.-101.** Estimated amount: **₹ 2,47,645.94.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **19.09.2026 up to 2 PM (For Sl. No. 1 to 3); 21.09.2026 up to 2 PM (For Sl. No. 4 & 5); 22.09.2026 up to 12 Noon (For Sl. No. 6 to 14).** Last date and time of submission of bid: **18.09.2026 - 5 PM (For Sl. No. 15).** The bid form and other details are available on and from **11.09.2026 from 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5); 10.09.2026 from 2 PM (For Sl. No. 6 to 14) and 08.09.2026 (For Sl. No. 15).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 15).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/17
Name of the work: **Repairing of street lighting system at Kalighat Road, Rash Behari Avenue, Hazra Road and other different places in Ward No.-83.** Estimated amount: **₹ 2,49,087.21.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/18
Name of the work: **Repairing of lighting system at Tollygunge Uttaran and other Uttaran areas in Ward No.-88.** Estimated amount: **₹ 1,98,318.55.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/44
Name of the work: **Repairing of high mast lighting system at 1, Gurupada Halder Road, 5A, Sadananda Road, 102A, Nepal Bhattacharya Road and other different places in Ward No.-83.** Estimated amount: **₹ 2,95,150.28.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/45
Name of the work: **Supply & delivery of LED light fitting for C.R. Das Park and Mysore Garden in Ward No.-88.** Estimated amount: **₹ 1,98,080.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/56
Name of the work: **Installation of electrical wiring along with other electrical accessories at 10, M.M. Ali Road, Kolkata-23, newly constructed toilet in Ward No.-78.** Estimated amount: **₹ 1,67,564.05.** Earnest money: **₹ 3,400.00.** Period of completion: **15 days.**
(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/58
Name of the work: **Repairing & replacement of electrical accessories to prevent from electrical hazrds due to water logging at Goragacha Labour Quarters under BR-IX.** Estimated amount: **₹ 2,28,220.00.** Earnest money: **₹ 4,600.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **21.09.2026 up to 2 PM (For Sl. No. 1 to 6).** Tender (Technical) opening date: **21.09.2026 at 4 PM (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 from 2 PM (For Sl. No. 1 to 6).** For full and further details, please visit the website: **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. **(For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, G.R.U., KMC invites open quotation online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/CM/4(RT)/26-27/04
Name of the work: **Annual comprehensive maintenance of 02 nos. Elevators with Auto Door (G+3) at Borough XV Office Complex, GRU.** Estimated amount: **Open quotation (Amount to be quoted).** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **22.09.2026 (5 PM).** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2026 (5 PM)** from the website: **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum/addendum, etc., if any, the same website has to be seen. (481/26-27)

অফবিট

একসময়ের বিশ্বের সবচেয়ে বড় হিমশৈল এখন অস্তিত্ব সংকটে!

ভেঙে-গলে বিলুপ্তির পথে ৪০ বছর ধরে ভেসে থাকা এ২৩এ

এ. দাশগুপ্ত

প্রায় চার দশক ধরে সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ানো সেই বিশাল বরফের পাহাড় এবার কার্যত শেষের পথে। একসময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় হিমশৈলগুলির মধ্যে অন্যতম এ২৩এ প্রায় সম্পূর্ণ গলে গিয়েছে। ১৯৮৬ সালে অ্যান্টার্কটিকার ফিলচনার আইস শেল্ফ থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল এই দৈত্যাকার বরফখণ্ড। তারপর প্রায় ৪০ বছর ধরে কখনও সমুদ্রের তলায় আটকে, কখনও শক্তিশালী স্রোতে ঘুরপাক খেয়ে, কখনও আবার উষ্ণ জলের দিকে এগিয়ে চলেছে এ২৩এ। শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব এখন প্রায় মুছে যাওয়ার মুখে।

● কীভাবে তৈরি হয়েছিল এ২৩এ?

১৯৮৬ সালে অ্যান্টার্কটিকার ফিলচনার আইস শেল্ফ থেকে বিশাল একটি বরফখণ্ড আলাদা হয়ে যায়। ১৯৯১ সালে সেটি আরও বড় এ২৩ নামের হিমবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার নাম হয় এ২৩এ। একসময় এ২৩এ-র আয়তন ছিল প্রায় ২ হাজার বর্গমাইল। অর্থাৎ আয়তনে প্রায় বালির সমান। তবে বিশাল আকারের এই হিমশৈলটি বহু বছর নড়তেই পারেনি। ওয়েডেল সি-তে প্রায় কয়েক দশক আটকে ছিল এটি। বরফের নীচের একটি অংশ সমুদ্রের তলদেশে ঠেকে থাকায় সেখানেই স্থির হয়ে গিয়েছিল এ২৩এ।

● ২০২০ সালে শুরু হয় যাত্রা

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২০২০ সালে অবশেষে নড়তে শুরু করে এ২৩এ।

২০২৩ সালের নভেম্বর নাগাদ সমুদ্রস্রোতের টানে এটি দক্ষিণ মহাসাগরের খোলা জলে পৌঁছে যায়। তখন সেটিকে চলন্ত অবস্থায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় হিমশৈল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। এরপর শুরু হয় অদ্ভুত এক যাত্রা। ২০২৪ সালের মার্চে শক্তিশালী একটি সমুদ্রস্রোত, যা টেলর কলাম নামে পরিচিত, তার মধ্যে আটকে যায় এ২৩এ। সমুদ্রের তলার একটি পাহাড়ের কারণে তৈরি এই স্রোতে প্রায় আট মাস ধরে বারবার ঘুরতে থাকে বিশাল বরফখণ্ডটি। অবশেষে ২০২৪ সালের নভেম্বরে সেই ঘূর্ণি থেকে বেরিয়ে ফের এগোতে শুরু করে।

● উষ্ণ জলে গলতে শুরু করে এ২৩এ

উষ্ণ জলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বরফ গলতে থাকে এ২৩এ-র। ২০২৫ সালের মার্চে দক্ষিণ জর্জিয়ার কাছে ফের আটকে যায় এটি। সেই সময় দ্বীপটি থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূরে ছিল হিমশৈলটি। এরপর আবারও সরে যেতে শুরু করে এ২৩এ। বরফখণ্ডটির কাছাকাছি গিয়ে ছবি তুলেছিলেন তথ্যচিত্র নির্মাতা জেরোম বোভিয়ে। তাঁর কথায়, সেটি যেন একটি বিশাল দেওয়াল- যার গায়ে অসংখ্য গুহার মতো ফাঁকা জায়গা এবং চারপাশে ক্রমাগত বরফ ভেঙে পড়ছিল।

● বরফের সঙ্গে এসেছিল প্রাণও

এ২৩এ-র যাত্রাপথে বিজ্ঞানীরা যেমন নজর রেখেছিলেন, তেমনই নজর কেড়েছিল এর আশপাশের জীববৈচিত্র্য। তিমি, পেঙ্গুইন, বিভিন্ন পাখি, লেপার্ড সিল এবং স্নো পেট্রেল দেখা যায় সেখানে। বোভিয়ের কথায়, মনে হচ্ছিল যেন অ্যান্টার্কটিকার একটি অংশ তার সমস্ত বাসিন্দাকে নিয়ে ভেসে চলেছে। ২০২৫ সালের জুনে এ২৩এ-র আয়তন কমে ১ হাজার ২০০ বর্গমাইলেরও নীচে নেমে যায়। ফলে তখন থেকেই এটি আর বিশ্বের সবচেয়ে বড় হিমশৈল ছিল না। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে উপগ্রহের ছবিতে এর চারপাশে ক্লোরোফিলের চিহ্নও দেখা যায়।

● শেষের পথে চার দশকের যাত্রা

২০২৫ সালের গোড়ায় পর্যটকদের চোখে পড়ে এ২৩এ-র কাছে পুরনো ব্যারেল ও স্টোরেজ ট্যাঙ্ক। পরে জানা যায়, সেগুলি ১৯৮৬ সালে বরফের সঙ্গে ভেসে আসা সোভিয়েত গবেষণা কেন্দ্র Druzhnaya 1-এর অবশিষ্টাংশ। শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সালের মার্চে মার্কিন ন্যাশনাল আইস সেন্টার এ২৩এ-র আনুষ্ঠানিক নজরদারি বন্ধ করে দেয়। কারণ, সেটি এতটাই ছোট হয়ে গিয়েছিল যে আর নির্দিষ্ট মাপের হিমশৈল হিসেবে তাদের নজরদারির মানদণ্ড পূরণ করছিল না। মার্চ ও এপ্রিলের উপগ্রহচিত্রে দেখা যায়, এ২৩এ ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে দক্ষিণ মহাসাগরে ছড়িয়ে পড়ছে। মে মাসেও মহাকাশ থেকে তার ক্ষুদ্র কিছু অংশ দেখা গিয়েছিল। প্রায় চার দশক সমুদ্রের বুকে টিকে থাকার পর, সেই দৈত্যাকার এ২৩এ এখন কার্যত গলে হারিয়ে গিয়েছে।

‘আর কোথায় হারতে চান উনিই জানেন!’

...১ পাতার পর

নির্বাচনে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে তৎকালীন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেও তিনি আশানুরূপ ফল পাননি। ফলে উপনির্বাচন সূচি ঘোষণার পর থেকে কালীঘাট শিবিরের রণকৌশল ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, আড়াআড়ি বিভক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য অংশ অর্থাৎ ‘আসল তৃণমূল’ বা ঋতব্রত শিবিরের তরফেও উপনির্বাচনে আলাদা প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। তবে দলের প্রবীণ নেতা ঋজু দত্ত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, যদি কালীঘাট শিবিরের তরফে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তবে সৌজন্য খাতিরে ঋতব্রত শিবির সেখানে কোনও পৃথক প্রার্থী দাঁড় করাবে না। একই সুর শোনা যায় বিধায়ক মদন মিত্রের মুখেও। ফলে সব মিলিয়ে নন্দীগ্রামের টিকিট চূড়ান্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনীতির অলিন্দে উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। এদিকে, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতেই চরম উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে বঙ্গ রাজনীতিতে। তবে ভোটের লড়াইয়ের চেয়েও এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে - তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াফুল প্রতীকে ঠিক কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? ‘কালীঘাট তৃণমূল’ নাকি ‘ঋতব্রত শিবির’? এই জট কাটাতে ও দলীয় প্রতীকের দাবিতে বুধবারই জাতীয় নির্বাচন কমিশনে গেছিল ঋতব্রত শিবির। সেই প্রেক্ষিতে ১২ সেপ্টেম্বর দুই শিবিরকে দিল্লিতে তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। ফলে রাজনৈতিক মহলের নজর এখন ১২ সেপ্টেম্বরের বৈঠকের দিকে। ওই দিনই কি জোড়াফুল প্রতীকের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে? নাকি দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সিদ্ধান্তের জন্য আরও সময় নেবে কমিশন? আপাতত কোনও উত্তরই নিশ্চিত নয়।

পাশ বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল

...১ পাতার পর

তোলা।’’ অন্যদিকে, বিলের সমর্থনে প্রস্তাবিত আইনের মূল রূপরেখা স্পষ্ট করে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সাফ জানান, স্বশাসনের নামে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় যদি কুশাসন বা স্বেচ্ছাচারিতা চালায়, তবে এই বিলই হবে রাজ্য সরকারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজের অধ্যাপকরা এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে বদলির সুযোগ পেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হত না। এই বৈষম্য দূর করতে এবং রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় সমতা আনতেই বিলটি পাস করা হল।

কালীঘাটে পুজো দিয়ে মাছের মাথা-পোলাও খেলেন মুখ্যমন্ত্রী!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ কৌশিকী অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার স্মৃতি স্মরণ করে তিনি জানান, মাতৃকৃপা ও প্রাপ্ত ‘গুরুদায়িত্ব’ নিয়েই তিনি জনকল্যাণে ব্রতী হয়েছেন। পুজো নিবেদনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অখণ্ড ভারত গঠন, বাঙালি তথা সনাতন সংস্কৃতির সুরক্ষা এবং দেশবিরোধী শক্তির বিনাশই তাঁর মূল লক্ষ্য। স্মৃতি উসকে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘যেদিন ভবানীপুরে আমার নাম ঘোষণা হয়েছিল, প্রথম মায়ের কাছে এসেছিলাম। মা পদধূলি দিয়ে বলেছিলেন, তোকে দায়িত্ব দিলাম।’’ মায়ের ভোগ গ্রহণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, মন্দিরের পুরোহিতদের দেওয়া মাছ ভাজা, মাছের মাথা, বাসন্তী পোলাও-সহ বিভিন্ন পদ তিনি প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস নিয়ে তিনি বলেন, দুর্গাপুজোর অষ্টমী কিংবা কার্তিক মাসে তিনি যেমন সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক আহার মেনে চলেন, তেমনই এক জন বাঙালি হিসেবে মায়ের ভোগের মাছ কিংবা পাঠ পাঠাবলির প্রসাদ গ্রহণ করতেও তাঁর কোনও দ্বিধা নেই। উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে বাগেশ্বর বাবার মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যদিও বিজেপি নেতারা জানিয়ে দিয়েছেন, দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে কোনও আপত্তি তুলছেন না তাঁরা।

মন্ত্রী থাকাকালীন রেলের হোটেল দুর্নীতিতেও নাম

...১ পাতার পর

শেয়ার ও মালিকানা নামমাত্র মূল্যে লিখে দেওয়া হয় লালুর স্ত্রী রাবড়ি দেবীর নামে। এভাবে বেআইনি অর্থ ও জমি ঘুরপথে রাজনৈতিক পরিবারের পকেটে গেছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দাবি করে আসছিল, যাতে সিলমোহর দিল আদালত। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে বিশেষ বিচারক মোট ৯ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বেআইনি অর্থ তছরুপের অভিযোগ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছেন লালু প্রসাদ যাদব, রাবড়ি দেবী এবং তাঁদের পুত্র তেজস্বী যাদব। অন্যদিকে, উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে মামলার অপর ৭ জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস বা অব্যাহতি দিয়েছে আদালত। আদালত জানিয়েছে, আগামী ৩ অক্টোবর এই মামলায় বিধিসম্মতভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ গঠন করা হবে। ফলে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আইনি লড়াই যে লালু-পরিবারের জন্য আরও জটিল রূপ নিতে চলেছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

মাদকের বিরুদ্ধে কাপাসডাঙ্গায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ডাকমাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কাপাসডাঙ্গায় কাপাসডাঙ্গা যুব কমিটির উদ্যোগে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা আইসি শ্রী অনিরুদ্ধ বাগ, রেজবী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা আবু তাহের রেজবী, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ।

ফিল্মি কায়দায় চোলাই মদ কারবারিকে গ্রেফতার করল আবগারি দপ্তর। উদ্ধার হল প্রায় ৯০০ লিটার চোলাই মদ, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে চোলাই পাচার করার সময় ব্যবহার করা বাইসাইকেল। জলাশয় দিয়ে দৌড়ে ছুটে পালানোর সময় চোলাই পাচারকারীর পিছু ধাওয়া করে জলাশয় নেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের মনসুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর এলাকায় আজ সকাল নাগাদ কৃষকের বেশে পরনে লুঙ্গি,মাথায় গামছা নিয়ে এমনি অভিযান ঘাটাল আবগারি দপ্তরের।

গ্রেফতার অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়

...১ পাতার পর

নগদ টাকা জমা পড়ার বিষয়ে সুমিত উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন কি না - তা খতিয়ে দেখতে গত শুনানিতে রাজ্য পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের লিখিত রেকর্ড পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। বুধবার আদালতে সেই জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও এবং লিখিত বয়ান জমা দেয় রাজ্য। শালবনিতে বেআইনি ভাবে সরকারি জমি বিক্রি ও জাল নথি তৈরির নেপথ্যে সুমিতের সম্মতি ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশি তলবে ধরা না দেওয়ায় মেদিনীপুরের সিএমএম আদালত সুমিতের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল। হাইকোর্টে আগাম জামিন নাকচ হওয়ার পর তিনি সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হন। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তদন্তে হাজিরা দেওয়ার শর্তে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচে ছিলেন তিনি। সেই রক্ষাকবচ উঠতেই তাঁকে গ্রেফতার করল সিআইডি।

টার্গেটই ছিল মন্দিরে বিস্ফোরণ!

...১ পাতার পর

পাওয়া গিয়েছিল, সেই প্যাকেট থেকে তীব্র কড়া গন্ধ বের হচ্ছিল। হয়তো ওই প্যাকেটেই মূত্র সংগ্রহ করে রাখছিল জঙ্গিরা। তদন্তকারীদের দাবি, লালকেল্লার সামনে নয়, সুইসাইড বম্বারদের প্রাথমিক টার্গেট ছিল লাল মন্দির। তবে সেন্ট্রাল দিল্লির ট্রাফিক জ্যামের কারণে শেষ মুহূর্তে প্ল্যান পরিবর্তন করা হয়। প্রথমে লাল মন্দিরের কাছেই বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িটি পার্ক করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পুলিশকে দেখে গাড়ি ইউ টার্ন করিয়ে লালকেল্লার কাছে পার্কিং লটে গাড়ি রাখে। এর কয়েক মিনিট পরই, ৬ টা ৫০ মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণ হয়। এনআইএ চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে যে হামলার মূল চক্রী উমর নবী ২০২৩ সাল থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ১২ বার লালকেল্লায় গিয়েছিল। বিস্ফোরণের ছয় মাস আগে, ১ মে লালকেল্লা ঘুরে গিয়েছিল উমর।

‘ব্রিকস থেকে ভারতের লাভ কোথায়?’

সম্মেলনের আগে চিদম্বরমের প্রশ্ন, পাল্টা তোপ বিজেপির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বরঃ দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলন শুরুর আগে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম প্রশ্ন তুলেছেন, গত কয়েকটি ব্রিকস সম্মেলন থেকে ভারত বাস্তবে কী লাভ পেয়েছে। তাঁর দাবি, গত দুই-তিনটি বৈঠক থেকে ভারতের কোনও উল্লেখযোগ্য বা স্পষ্ট সুবিধা তাঁর চোখে পড়েনি। আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ব্রিকস সম্মেলন। ভারত এ বার এই গোষ্ঠীর সভাপতিত্ব করছে। সম্মেলনের আগে চিদম্বরমের মন্তব্য তাই রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চিদম্বরম বলেন, ভারত একসঙ্গে একাধিক আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সদস্য। ব্রিকসের পাশাপাশি ভারত জি২০, কোয়াড এবং সাংহাই সহযোগিতা সংস্থারও সদস্য। কিন্তু এতগুলি মঞ্চে থাকার পর ভারত বাস্তবে কী পাচ্ছে, সেই প্রশ্নই তুলেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, আগের কয়েকটি ব্রিকস সম্মেলন থেকে তিনি তেমন কোনও বাস্তব ফলাফল দেখেননি। এর আগে অবশ্য ব্রিকসের কিছু সম্মেলন থেকে ভারতের জন্য স্পষ্ট সুবিধা তৈরি হয়েছিল বলেও মন্তব্য করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। চিদম্বরমের বক্তব্য মূলত আন্তর্জাতিক মঞ্চে অংশগ্রহণের পাশাপাশি তার বাস্তব ফলাফল কতটা হচ্ছে, সেই প্রশ্নকে সামনে এনেছে। কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্যের পর তাঁকে আক্রমণ করেছে বিজেপি। বিজেপির প্রবীণ নেতা নলিন কোহলি প্রশ্ন তুলেছেন, আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে কংগ্রেস কী ভাবে দেখে। তাঁর প্রশ্ন, কূটনীতির সাফল্য কি শুধু ‘কী পেলাম’ বা ‘কী দিলাম’-এর হিসাব দিয়ে বিচার করা যায়? তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে শুধু লাভ-ক্ষতির দৃষ্টিতে দেখছে। নলিন কোহলি আরও অভিযোগ করেন, কংগ্রেস বড় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় বানাতে চাইছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ভূমিকা এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব বোঝার ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে বসছে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ব্রিকসের সভাপতিত্ব ভারতের হাতে এসেছে।

এ বারের মূল ভাবনা-‘সহনশীলতা উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ’। ভারতের সভাপতিত্বে এ বছর ইতিমধ্যে একাধিক বৈঠক এবং উচ্চপর্যায়ের আলোচনা হয়েছে। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, শক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষি, জলবায়ু এবং পরিবহণের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয় সামনে এসেছে। অর্থাৎ শুধু রাজনৈতিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। ব্রিকস এখন আগের তুলনায় অনেক বড় গোষ্ঠী। বর্তমানে এর সদস্য দেশ ১১টি। এর মধ্যে রয়েছে ভারত, চিন, রাশিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, মিশর, ইথিওপিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া। চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ান্তো-সহ একাধিক রাষ্ট্রনেতার উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। বিস্তৃত এই সদস্যপদ ব্রিকসকে অর্থনীতি, জ্বালানি, বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত করেছে। চিদম্বরমের প্রশ্নের মধ্যেই এবার ব্রিকসের আসল সাফল্য মাপার প্রশ্নটিও সামনে এসেছে। ভারতের শিল্পমহল চাইছে, রাজনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় বাস্তব সুবিধা তৈরি হোক। রপ্তানি সংস্থাগুলিও ব্রিকসকে আরও বেশি বাজার, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার সুযোগে পরিণত করার পক্ষে সওয়াল করেছে। একই সঙ্গে ব্রিকসের ভিতরে চিন, রাশিয়া, ইরান-সহ বিভিন্ন দেশের আলাদা আলাদা রাজনৈতিক অবস্থান রয়েছে। ফলে ঐক্যমত্য তৈরি করাও ভারতের জন্য বড় পরীক্ষা। দিল্লির ব্রিকস সম্মেলন আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের কূটনৈতিক গুরুত্ব বাড়ানোর বড় সুযোগ। কিন্তু সম্মেলন শুরুর আগেই চিদম্বরমের মন্তব্য এবং বিজেপির পাল্টা আক্রমণে দেশীয় রাজনীতিতেও এই বৈঠক নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। এখন নজর থাকবে, ১২-১৩ সেপ্টেম্বরের সম্মেলন শেষে ভারত সত্যিই এমন কোনও সিদ্ধান্ত বা উদ্যোগ সামনে আনতে পারে কি না, যা শুধু কূটনৈতিক সাফল্য নয়, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট ফল এনে দেয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরইএইচএবিএক্সএম_আর২-২৬-২৭, তারিখ ০২.০৯.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** ক্যারেজ কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়ায় ০১ (এক) বছরের সময়সীমার মধ্যে পিবি নং-৭৫২/২০২৪-২৫ ও ৩৬৫/২০২৫-২৬ দ্বারা স্যাঙশন বাল্ক আরএসপি কাজের প্রেক্ষিতে ১০৬টি কোচের মুখ্য রক্ষণাবেক্ষণকালে সাইকেল ডাউন টাইম কমাবার জন্য কোচের পুনর্বাসন/ওভারহলিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,০৫,৯৯,৩০১.১৮ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য(টিডিসি) ঃ** শূন্য। **ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে ০২.০৯.২০২৬ থেকে ২৪.০৯.২০২৬ তারিখের দুপুর ২টো পর্যন্ত টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাবে। **জমাকৃত বিড সিকিউরিটি ঃ** ৪,১২,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমাঃ** ০১ (এক) বছর। **বিজ্ঞাপনের মেয়াদঃ** ০২.০৯.২০২৬ থেকে ২৪.০৯.২০২৬ তারিখের দুপুর ২টো পর্যন্ত। **অফার জমার সময়সীমা ঃ** ২৪.০৯.২০২৬ তারিখের দুপুর ২টোর ১৫ (পনেরো) দিন আগে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৬-এ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতা ঃ** ৬৬ (ছেষট্টি) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টা বা তার পরে টেন্ডার খোলা হবে।

(MISC-180/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

CHANGE OF NAME

I, Chhekendar Ali Sekh (Old Name) S/O–Sipat Sk resident of Bainpur , Baruipara, Hariharpara, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Chhekendar Ali Sekh to Sekendar Sk and henceforth I shall be known as Sekendar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026 . My name Sekendar Sk & Chhekendar Ali Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Lal Mohan Kaji, S/O- Ali Kaji resident of Vill- Taktipur, P.O.-Bahabpur, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as LAL KAJI in all purpose vide Affidavit No.-1608 Dated 10/09/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Lal Mohan Kaji and Lal Kaji both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Khayrunnesa Khatun, W/O- Rahim Kaji resident of Vill- Taktipur, P.O.-Bahabpur, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as KHAYRUNNESA KAJI in all purpose vide Affidavit No.-1609 Dated 10/09/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Khayrunnesa Khatun and Khayrunnesa Kaji both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prolay Halder (Old Name) S/O–Dinesh Chandra Halder residing at 21/2 Swarnamayee Road , Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742101 do hereby declared that I have changed my name from Prolay Halder to Prolay Sankar Halder and henceforth I shall be known as Prolay Sankar Halder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026 . My name Prolay Sankar Halder & Prolay Halder both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Baishakhi Halder (old name) D/o- Biswajit Halder W/o Sariful Mondal residing at 14 A, Ultadanga Road, P.S. Burtolla, PO. Shyambazar Mail, Kolkata-700004 W.B, do hereby declare that I have changed my name from Baishakhi Halder to Baishakhi Mondal(New Name) and henceforth I shall be known as Baishakhi Mondal(New Name) in all purpose vide an affidavit no. 19108 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 09/09/2026. Baishakhi Halder to Baishakhi Mondal both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Tutan Talukdar, S/O. Ranjit Kumar Talukdar, residing at Kalarayerkuthi, P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736165. That in my father's Full, Good and Correct name is Ranjit Kumar Talukdar, Which is recorded in my Voter Id Card and my PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2006 0027963, Wherein my father's name has been recorded as R K Talukdar . That Ranjit Kumar Talukdar and R K Talukdar, is one and same identical. Vide Affidavit SL No. 06, Date. 10/09/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Abdul Jalil , S/O. Sahidar, residing at Vill. Kalakata, Panishala, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar. That in my Driving Licence Card Vide No. WB 63 1992 0942366, Wherein my and my father's name has been recorded as Jalil Miah, S/O. Sahidar Miah . That Abdul Jalil , S/O. Sahidar and Jalil Miah ,S/O. Sahidar Miah, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 07, Date. 10/09/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

CHANGE OF NAME

I, Nanda Mistri (old name) S/o- Adhir Mistri residing at Goas, Goas, Karimpur Dist- Nadia, Pin-741165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NANDA MISTRI to NANDA KISHOR MISTRI and henceforth I shall be known as NANDA KISHOR MISTRI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 10/09/2026. NANDA MISTRI (old name) and NANDA KISHOR MISTRI (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajay Biswas (old name) S/o- Amar Biswas residing at Pipragachhi, Pipragachhi, Chapra , Dist- Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AJAY BISWAS to AJOY BISWAS and henceforth I shall be known as AJOY BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 10/09/2026. AJAY BISWAS (old name) and AJOY BISWAS (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Chadki Murmu W/O–Jiten Murmu resident of Vill-Tola Purbapara, P.O. Baidyapur, P.S.-Kalna, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713122 do hereby declare my actual name Chadki Murmu instead of Churki Marandi and my husband's actual name Jiten Murmu instead of Jitan Murmu, vide an affidavit sworn before the Ld. Sub-Divisional Executive Magistrate at Kalna Court dated on 02/09/2026. Chadki Murmu W/O–Jiten Murmu and Churki Marandi W/o Jitan Murmu both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, UPENDAR DAS(Old Name) S/O–Rameshwar Gupta resident of 87, C.S. Mukherjee Street, Konnagar, Dist-Hooghly, Pin-712235 do hereby declared that I have changed my name from UPENDAR DAS to UPENDRA GUPTA and henceforth I shall be known as UPENDRA GUPTA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Notary Public at Kolkata dated on 30/06/2026. UPENDAR DAS and UPENDRA GUPTA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,HAJI ABDUR RAZZAK KHAN (NEW NAME),SON of - IDU KHAN OLD NAME- ABDUR RAZZAK KHAN ,by Nationality -Indian and resident of MUNSI PARA TONA,KASHIPUR,SOUTH24PARGANAS,P.O-MACHIBHANGA,P.S-POLARHAT,KOLKATA -700135,WEST BENGAL , do hereby solemnly affirm and declare as follows: 1.That for and on behalf of me and my remitter issue,I wholly renounce /relinquish and abandon the use of my former names /surnames-ABDUR RAZZAK KHAN ,and in place thereof ,I do hereby assume from this date the name/surname HAJI ABDUR RAZZAK KHAN, So that I and my remitter issue may hereafter be called,known and distinguished not by my former name/surename but assumed name/surename of HAJI ABDUR RAZZAK KHAN as per my all relevant documents such as AADHAR NO .362784135963. 2.That for the purpose of evidencing such my determination declare that I shall at all time hereafter in all records,deeds and writings and in all proceedings,dealings and transactions private as well as upon all occasions whatsoever,use and sign the name of HAJI ABDUR RAZZAK KHAN as my name in place and in substitution of my former name /surname ABDUR RAZZAK KHAN, 3.That I expressly authorize and request all persons in general and relatives and friends in particular ,at all times hereafter to designate and address, by such assumed name/surname of HAJI ABDUR RAZZAK KHAN accordingly . 4.That HAJI ABDUR RAZZAK KHAN and ABDUR RAZZAK KHAN ,both name/surname is the same and one identical person .(my self) 5.That I am Indian National by birth . In whereof I have here unto subscribed my former name and adopted name/surname ABDUR RAZZAK KHAN,(old name) and HAJI ABDUR RAZZAK KHAN (new name) affix my signature ,if any this 8th day of SEPTEMBER 2026.

CHANGE OF NAME

I, Bindiya Debi Mallick(Old Name) W/O–Pradip Mallick resident of B/2/H, Gobinda Khatick Road, Kolkata-700016 do hereby declared that I have changed my name from Bindiya Debi Mallick to Tarkeswari Mallick and henceforth I shall be known as Tarkeswari Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Magistrate at Kolkata dated on 25/08/2026 . My name Bindiya Debi Mallick & Tarkeswari Mallick both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RINKU BIBI (old name) W/o-ABDUL SAHID KHAN resident of MUNSI PARA TONA,KASHIPUR,SOUTH24PARGANAS,P.O-MACHIBHANGA , Kolkata-700135, ,P.S-POLARHAT, West Bengal ,do here by declare that I have changed my name from RINKU BIBI (old Name)to RINKU KHAN (New name)and henceforth I shall be known as RINKU KHAN in all purpose ,vide affidavit No sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/09/2026. RINKU BIBI (OLD NAME) and RINKU KHAN (NEW NAME)both are same and one identical person .

CHANGE OF NAME

I, Santosh Kumar Shaw, S/o Late Kapur Shaw residing at Chakla, P.O.- Chandua, P.S.- Jetia, District - North 24 Parganas, Pin - 743145 hereby declared through vide affidavit no 18790 before the Ld.1st Class Judicial Magistrate at Sealdah Court dated : 08-09-2026, that my father's correct and actual name is Kapur Shaw inadvertently in some documents my said father's name has been recorded as Kappur Shaw. That Santosh Kumar Shaw, S/o Kapur Shaw and Santosh Kumar Shaw, S/o Kappur Shaw both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Sananda Biswas, S/o. Late Sanat Kumar Biswas, aged about 25 years, residing at New Bhabnigarh, P.O.+ P.S. Ranaghat, Dist. Nadia, do hereby solemnly affirm and declare as follows That my Madhyamik & Higher Secondary Examination related all documents have been burnt accidentaly from my custody. That I lodge a General Diary regarding this matter before Ranaghat Police Station vide GED No.464, dt. 07.09.2026. Detail of Destroyed Documents: Name: Sananda Biswas. School: St.Marry's English School. Examination: Madhyamik & Higher Secondary (ISCE & ISC) Board. Year of Examination: 2018 & 2020. Unique Id. - 6576628. The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

অধীর চৌধুরী লড়ুন রেজিনগরে, দাবি রাখলেন মনিরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীর উদ্দেশ্যে আবেদন রাখলেন ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার তিনি অধীর চৌধুরীর কাছে এই আবেদন রাখার পাশাপাশি জানিয়ে দিয়েছেন আগামী ১৪ অথবা ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের কোনও নেতার হাত থেকে কংগ্রেসের পতাকা গ্রহণ করবেন। তারপর দল যদি 'অনুমতি দেয়' তাহলে তিনি নিজেও কংগ্রেসের প্রতীকে রেজিনগর উপনির্বাচনের লড়তে রাজি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পাঁচবারের কংগ্রেস বিধায়ক মইনুল হককে পরাজিত করে ফরাক্কা আসনে তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন মনিরুল ইসলাম। তবে ২০২৬-এর নির্বাচনে মনিরুলকে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনে লড়ার জন্য আর মনোনয়ন দেয়নি। তাঁর পরিবর্তে ওই আসন থেকে লড়েছিলেন সামশেরগঞ্জের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। যদিও বিধানসভা নির্বাচনে আমিরুল ইসলাম কংগ্রেস প্রার্থী মাহতাব শেখের কাছে ফরাক্কা কেন্দ্রে পরাজিত হন। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছিলেন মনিরুল ইসলাম। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেন, মুর্শিদাবাদে অধীর চৌধুরীর হাত ধরে নয় রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের কোনও নেতার হাত ধরে কংগ্রেসে যোগদান করবেন। এদিন মনিরুল ইসলাম বলেন, আমি চাই অধীর চৌধুরী এবং মমতা ব্যানার্জির মতো নেতা-নেত্রীরা বিধানসভায় যাক। তাঁরা ভালো বক্তা। তাঁরা বিধানসভায় থাকলে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর শক্তিশালী হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে অধীর চৌধুরী নিজে বহরমপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি ভবানীপুর কেন্দ্রে বিজেপির অধিকারীর কাছে পরাজিত হয়েছেন। উপ নির্বাচনে অধীর চৌধুরী এবং মমতা ব্যানার্জি যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়ী হন তাঁদের কাছে ফের রাজ্য বিধানসভায় যাওয়ার দরজা খুলে যাবে। মনিরুল ইসলাম বলেন, আমি চাই অধীর চৌধুরী মুর্শিদাবাদের রেজিনগর উপনির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন এবং মমতা ব্যানার্জি নন্দীগ্রাম আসনে লড়াই করে বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে হারিয়ে রাজ্য বিধানসভায় যান। এদিন মনিরুল ইসলাম দাবি করেন, এমাসেরই ১৪ অথবা ১৫ তারিখ আমি কলকাতায় রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে কংগ্রেস নেতৃত্বের হাত থেকে কংগ্রেসের পতাকা গ্রহণ করব এবং তার পর থেকেই ফরাক্কায় সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের রাজনীতি শুরু করব। কংগ্রেসে যোগদান করার পর যদি শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করে আমাকে রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী করবে তাহলে আমিও দলের স্বার্থে সেখানে লড়তে প্রস্তুত। যদিও মনিরুল ইসলামের এই ধরনের মন্তব্যকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মনিরুল ইসলাম কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মীও নন। আগে উনি কংগ্রেসে যোগ দিন তারপর ওঁর কথার উত্তর দেওয়া হবে। উনি তৃণমূল কংগ্রেসে থাকার সময়ে বেশি কথা বলার জন্য দলে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন এখনও উনি বেশি কথাই বলছেন। কংগ্রেস সূত্রের খবর, রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কংগ্রেস সদস্য মহম্মদ আব্দুললাহিল কাফির নাম দিল্লিতে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার অন্তর্গত ভাবতা এলাকার বাসিন্দা কাফি ইতিমধ্যে রেজিনগর উপনির্বাচনের ইআরও অফিস থেকে অ্যানেক্সচার ৫৪ সংগ্রহ করে নিয়েছেন বলেও জানা গেছে। জয়ন্ত দাস বলেন, কংগ্রেসের প্রার্থী কে হবে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বেই নিয়ে থাকেন। রেজিনগর উপনির্বাচনে আমাদের দলের প্রার্থী কে হবে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা দিল্লি থেকেই হবে। রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' ইতিমধ্যেই হুমায়ুন কবীর পুত্র গোলাম নবী আজাদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। গতকালই গোলাম নবী আজাদ বহরমপুরে প্রশাসনিক ভবনে এসে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাম এবং বিজেপি তাদের দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। সূত্রের খবর, রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়া দৌড়ে বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন ছাড়াও প্রাক্তন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শাখারভ সরকারও রয়েছেন। এর পাশাপাশি বহরমপুরের বাসিন্দা রুপোলি পর্দার এক অভিনেতার নামও শোনা যাচ্ছে। অন্যদিকে বামেদের তরফ থেকে রেজিনগর আসনে এবার আরএসপি-র লড়ার কথা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই কেন্দ্রে তারা মুর্শিদাবাদ জেলার এক স্কুল শিক্ষিকাকে প্রার্থী করতে পারেন বলে জানা গেছে।

২০২৬-এর আগস্ট মাসে পণ্য লোডিং-এর ক্ষেত্রে ৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৬-এর আগস্ট মাসে মোট ০.৯৫১ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য পরিবহন করেছে যা আগের বছরের একই মাসে পরিবহন করা ০.৯১৬ মিলিয়ন টনের তুলনায় এটি ৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ২০২৬-এর এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত মোট পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ৫.০৯ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে নথিভুক্ত ৪.৭৮ মিলিয়ন টনের তুলনায় ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৬-এর আগস্ট মাসে বেশ কয়েকটি প্রধান পণ্য এই বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। সিমেন্ট লোডিং দ্বিগুণেরও অধিক বেড়ে ০.১৩ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা ২০২৫-এর আগস্টের তুলনায় ১০৬.৬ শতাংশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। ফল, সবজি এবং কাঠ সহ বিবিধ পণ্য সামগ্রীর লোডিং ১২.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে কয়লা এবং ডলোমাইট লোডিং যথাক্রমে ৫৫.৫ শতাংশ এবং ৪৬.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মাসে খাদ্যশস্য লোডিং-এ ৩৯.৬ শতাংশ বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি কন্টেইনার ট্রাফিক ৬.৩ শতাংশ এবং সার লোডিং ৩.৭ শতাংশ। ২০২৬-এর এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে সিমেন্ট লোডিংয়ে ১৬১.৯ শতাংশ -এর উল্লেখযোগ্য

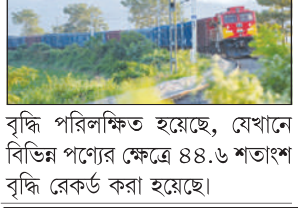

বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে ৪৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে।

রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রয়াণ দিবস পালন

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রয়াণ দিবস পালিত হল কোচবিহারে

বিটি এন্ড ইভিনিং কলেজে। বৃহস্পতিবার কোচবিহার রাজবংশী ভাষা একাডেমির পক্ষ থেকে রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রয়াণ দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রনব দে, রাজবংশী ভাষা একাডেমির সেক্রেটারি দীপক কারকেট্টা, প্রাক্তন রাজবংশী কালচারাল এন্ড ডেভলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের সূচনাতে অতিথি বরন ঠাকুর রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার ছবিতে মাল্যদান এবং উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সহ ঠাকুর রায় সাহেবের জীবন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল বিটি এন্ড ইভিনিং কলেজ।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল রাকেশ নাগ পিতা- সনত কুমার নাগ ও সুদীপ্ত নাগ স্বামী-রাকেশ নাগ, ৯৯৯/২০২২ ও ৯৯৮/২০২২ ADSR ডোমজুড় অফিসে দলিল মূলে ক্রয় করিয়া, চেন মারফৎ সুস্নাত চ্যাটার্জী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার পিন্টু মল্লিক মহাশয় DSR হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০২/২০১৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়,মৌজা নিবড়া, হাল এল: আর: ২২৪৫/১ খতিয়ান, হাল এবং আর ৩১৩৪ নং দাগে ২.৫০ শতক জমি নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক)মাসের মধ্যে স্বত্ত্বিক B.L.&L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপত্তি করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য গ্রহণ করা হইবে।

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 304 **Tender Notice Date: 10/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 304/9/2026-2027** dated 10/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 19/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 303 **Tender Notice Date: 10/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 303/9/2026-2027** dated 10/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 26/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বান বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/৩৫ তারিখ ঃ ০৭.০৯.২০২৬ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৪র্থ তল, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১, **পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৬-৩৫। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা। **ক্রমিক নং; লট নং; বিবরণ ঃ এএ/১;** এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-আরজিএন-৩১-২৫-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্টেশনে উদ্যান বাগান); ফোরশোর রোডের ধারে হাওড়াতে অবনী মলের কাছে হাওড়া ডিভিশনের লাইসেন্সির খরচে তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা সহ বাগানের সৌন্দর্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। **এএ/২;** এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-এইচডব্লুএইচ-৩০-২৫-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্টেশনে উদ্যান বাগান); রামপুরহাট এবং সাঁইথিয়া রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় হাওড়া ডিভিশনের লাইসেন্সির খরচে তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা সহ বাগানের সৌন্দর্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। **এবি/১;** এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এমইএসটিএল-৪০-২৬-২ (মিস-স্ট্যাটিক- সার্ভিসেস - স্টেশন চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছর সময়কালের জন্য ফার্মেসি সহ ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল রুম গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/২;** এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচপিএল-এমইএসটিএল-৯৬-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্টেশনে চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের হুগলি রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছর সময়কালের জন্য মেডিক্যাল স্টোর গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/৩;** এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এসএইচওয়াই-এমইএসটিএল-৯৭-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্টেশনে চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের সিঙ্গুর রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছর সময়কালের জন্য মেডিক্যাল স্টোর গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/৪;** এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এনএইচটি-এমইএসটিএল-৯৮-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্টেশনে চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের নালিকুল রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছর সময়কালের জন্য মেডিক্যাল স্টোর গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/৫;** এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-এমইএসটিএল-৯৯-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্টেশনে চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছর সময়কালের জন্য মেডিক্যাল স্টোর গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/৬;** এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-এমইএসটিএল-১০১-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্টেশনে চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছর সময়কালের জন্য মেডিক্যাল স্টোর গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। **এজি/১;** এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-মোস্টোর-৩৮-২৫-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - মোবাইল এবং আনুষঙ্গিক কিয়স্ক); হাওড়া স্টেশন ওল্ড কমপ্লেক্সে তিন (০৩) বছর সময়কালের জন্য মোবাইল ও যন্ত্রাংশের কিয়স্ক গড়ে তোলা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। **এজি/১;** এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-বিপিসি-বিএইচপিএল-জেনা-৪৭-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্ট্যাটিক জেনারেল); হাওড়া ডিভিশনের বোলপুর রেলওয়ে স্টেশনে দশ (১০) বছর সময়সীমার জন্য রিটেল স্টোর গড়ে তোলা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। **অকশন ক্যাটালগটি www.ireps.gov.in -তে প্রদর্শন করা হয়েছে।** (HWH-325/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অগ্নিকাণ্ডের পর গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আশঙ্কাজনক একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইসলামপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর কলেজ মোড় সংলগ্ন বাবু পাড়া এলাকায় একটি বাড়িতে আচমকা আগুন লাগার পর গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবারের এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন অগ্নিদগ্ধ হয়ে জখম হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার হঠাৎই ওই বাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিকট শব্দে গ্যাস সিলিন্ডারটি ফেটে গেলে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ ও সিলিন্ডার বিস্ফোরণের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কীভাবে আগুন লেগেছে তা স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ও দমকল বাহিনী।

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 305 **Tender Notice Date: 10/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 305/9/2026-2027** dated 10/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 19/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 306 **Tender Notice Date: 10/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 306/9/2026-2027** dated 10/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 19/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

Office of the
Purbasthali-I Panchyat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

NOTICE INVITING e-TENDER

1 e-Tender Reference No- P-1/61/1356/EO/15th F.C/2026-27, Dated-08/09/2026 Tender ID: 2026 ZPHD 5023011 1 3 has been floated Installation of Water ATM at Khorosh Gram FP school, Installation of Water ATM at Nadanghat FP school, Installation of Solar submersible pump at 72 number polling booth Tentultala Jalahati, under Purbasthali-I Panchyat Samity, fund 15th FC 2025-26, Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board

S.d/-Executive Officer
Purhasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

CORRIGENDUM

Extend for submission of bid and opening of bid date, vide no. (i) WBCBZRMC/e-NIT-04/2026-27, dt. 09/09/2026, (ii) WBCBZRMC/e-NIT-05/2026-27, dt. 09/09/2026, (iii) WBCBZRMC/e-NIT-06/2026-27, dt. 09/09/2026, (iv) WBCBZRMC/e-NIT-07/2026-27, dt. 09/09/2026, (v) WBCBZRMC/e-NIT-08/2026-27, dt. 09/09/2026, (vi) WBCBZRMC/e-NIT-09/2026-27, dt. 09/09/2026, (vii) WBCBZRMC/e-NIT-10/2026-27, dt. 09/09/2026, (viii) WBCBZRMC/e-NIT-11/2026-27, dt. 09/09/2026, (ix) WBCBZRMC/e-NIT-12/2026-27, dt. 09/09/2026, (x) WBCBZRMC/e-NIT-13/2026-27, dt. 09/09/2026, (xi) WBCBZRMC/e-NIT-14/2026-27, dt. 09/09/2026, (xii) WBCBZRMC/e-NIT-15/2026-27, dt. 09/09/2026, (xiii) WBCBZRMC/e-NIT-16/2026-27, dt. 09/09/2026, (xiv) WBCBZRMC/e-NIT-17/2026-27, dt. 09/09/2026, (xv) WBCBZRMC/e-NIT-18/2026-27, dt. 09/09/2026 & (xvi) WBCBZRMC/e-NIT-19/2026-27, dt. 09/09/2026.
Last date of download. 24/09/2026 up to 5.00 P.M.
Contact No. 03582-223135

Secretary
Cooch Behar Zilla Regulated Market Committee
Cooch Behar

বিক্রয় / ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
পার্পল অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN: U74300WB2008PTC127335
নিবন্ধিত ঠিকানাঃ সেঞ্চুরি টাওয়ার, দ্বিতীয় তল, ৪৫, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০১৭।
সি.পি. (আইবি) নং ১০৮ / কেবি/ ২০১৯-এ ১৮/০৫/২০২২ তারিখের মাননীয় এনসিএলটি-এর আদেশ অনুযায়ী কোম্পানিটি অবসায়ন প্রক্রিয়ার অধীনে রয়েছে।

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড (IBC), ২০১৬ এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর বিধান অনুযায়ী, মেসার্স পার্পল অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন বা অবসায়ন প্রক্রিয়ারত)-এর সম্পদসমূহ-যার মধ্যে রয়েছে ভবন, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি, সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সম্পদ-'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়া' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবেন লিকুইডেটর (অবসায়ক) শ্রীমতী রচনা ঝুনঝুনওয়ালা, যাকে মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়েছে (সি.পি. (আইবি) নং ১০৮ / কেবি/২০১৯-এর অধীনে আই.এ. (আইবিসি) নং ২৬৪/ কেবি/ ২০২৬ মামলায় ২২.০৬.২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে)। এই বিক্রয় কার্যক্রমটি নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা https://baanknet.com ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

ক্রম নং.	বিবরণ	ব্লক-এ
১.	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নথিপত্র প্রকাশের তারিখ	১১।০৯।২০২৬
২.	নিলামাধীন সম্পদের পরিদর্শন বা যথাযথ যাচাই-বাছাই।	১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ৪ঠা অক্টোবর ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত-পূর্বানুমতি সাপেক্ষে।
৩.	সম্ভাব্য দরদাতাদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র-যার মধ্যে 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড'-এর ২৯এ ধারা অনুযায়ী যোগ্যতার ঘোষণাপত্র অন্তর্ভুক্ত-জমা দিতে হবে এবং 'ব্যাঙ্কনেট' নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে 'আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট'বা জামানতের অর্থ জমা দিতে হবে।	১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১১টা থেকে ৫ই অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত
৪.	নিলামের তারিখ ও সময়	https://baanknet.com ওয়েব পোর্টালে উল্লিখিত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আগামী ৮ই অক্টোবর, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীম সময়সীমা বৃদ্ধি-সহ) এই বিক্রয় কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হবে।
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা ও ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩

নিচে উল্লিখিত কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদ বিক্রয়ঃ

সম্পদের বিবরণ	নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি কোড, ২০১৬' এবং 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬'-এর বিধান অনুযায়ী, 'মেসার্স পার্পল অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড' (লিকুইডেশন বা অবসায়ন প্রক্রিয়ার অধীন)-এর সম্পদসমূহ (যার মধ্যে রয়েছে ভবন, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি, সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সম্পদ) 'স্লাম্প সেল' (COC-এর পরামর্শ অনুযায়ী 'IBBI লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন ২০১৬'-এর রেগুলেশন ৩২(বি) অনুসারে) পদ্ধতিতে বিক্রি করা হবে। এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি কঠোরভাবে 'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং কোনো প্রকার দায়ভার বা দাবিহীন ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে।				
IBBI (Liquidation Process) Regulations, ২০১৬-এর Regulation 32(b) অনুযায়ী কর্পোরেট দেনাদারের সম্পদসমূহ (যার মধ্যে রয়েছে ভবন, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি, সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সম্পদ) যেমন আছে যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে এবং কোনো প্রকার দায়বদ্ধতা ছাড়া ভিত্তিতে 'সামগ্রিক বিক্রয়' হিসেবে বিক্রি করা হবে। সম্পদগুলোর অবস্থান হলোঃসাইটঃ- স্টুডিও অফিস পার্পল মুভি টাউন, দক্ষিণ ডাঙ্গা, বনহুগলি গ্রাম পঞ্চায়েত ২, ডাঙ্গা মৌজা, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-৭০০১০৩	নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে https:// baankne L.com ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৮ই অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময় সহ) বিক্রয়টি সম্পন্ন করা হবে।	১৩,৭৫,০০,০০০ টাকা	১,৩৭,৫০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

শর্তাবলী
১. উপরে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটর (অবসায়ক)-এর কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে তবে এই ঘোষণায় কোনো ভুল বা বাদ পড়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২. নিলামকৃত সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো চার্জ (দায়ভার), লিয়েন (সম্পত্তির ওপর আইনি দাবি), এনকামব্রেন্স (অন্য কোনো আইনি বাধা বা দায়) অথবা সরকার বা অন্য কারো কাছে বকেয়া কোনো পাওনার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী নিলামকারীকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন সম্পত্তির ওপর থাকা দায়ভার-যার মধ্যে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত-সম্পর্কে নিজস্ব ও স্বাধীনভাবে খোঁজখবর নেন।
৩. সমস্ত সম্পদের বিবরণ এবং এ সংক্রান্ত কোনো আইনি বিষয় থাকলে তা 'ই-নিলাম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য নথিতে' প্রকাশ করা হয়েছে নিলামে অংশগ্রহণের আগে এই নথিটি অবশ্যই দেখে নিতে হবে।
৪. এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল সম্ভাব্য নিলামকারীদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এবং এটি বিক্রয় সম্পন্ন করার বিষয়ে লিকুইডেটর বা কোম্পানির ওপর কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে না। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং কোনো দায়ভার গ্রহণ না করেই লিকুইডেটর এই প্রক্রিয়া বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং / অথবা কোনো আগ্রহী পক্ষ/ সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/ নিলামকারীর প্রস্তাব গ্রহণ না করার বা তাদের অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৫. এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬' এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে পরিচালিত হবে। যোগ্য নিলামকারীরা https://baanknet.com পোর্টালে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 'পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড' যোগ্য নিলামকারীদের ইমেইলের মাধ্যমে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৬. ই-নিলামটি কঠোরভাবে যেমন আছে যেখানে আছে , যেমন আছে তেমন, যা কিছু আছে তাই এবং কোনো প্রতিকার দাবি করার সুযোগ ছাড়া ভিত্তিতে পরিষেবা প্রদানকারী 'পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী 'ই-নিলাম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য নথিতে' উল্লেখ করা হয়েছে, যা https://baanknet.com-এ পাওয়া যাবে।
৭. সম্পদ যাচাই-বাছাই এবং সরেজমিনে পরিদর্শন বা সাইট ভিজিটের সুবিধা ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ৪ঠা অক্টোবর ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রদান করা হবে। এর জন্য Ibc.purpleads@gmail.com-এ লিখিত অনুরোধ পাঠিয়ে আগে থেকে জানাতে হবে।
৮. সম্ভাব্য নিলাম-অংশগ্রহণকারীদের একটি মুচলেকা জমা দিতে হবে যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'কোড'-এর ২৯এ ধারার অধীনে তাদের কোনো অযোগ্যতা নেই এবং যদি কোনো পর্যায়ে তাদের অযোগ্য বলে গণ্য করা হয়, তবে জমা দেওয়া 'আমানত অর্থ' বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের মধ্যে জিএসটি, অন্যান্য কর, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য কোনো খরচ অন্তর্ভুক্ত নয়। নিলামের আওতা বহির্ভূত কিছু বিষয়ও রয়েছে, যার জন্য টেন্ডার নথিটি দেখুন।
১০. সম্ভাব্য নিলাম-অংশগ্রহণকারীদের ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে এর মধ্যে 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড'-এর ২৯এ ধারার অধীনে যোগ্যতার ঘোষণাপত্রও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
১১. সম্ভাব্য নিলাম-অংশগ্রহণকারীদের শুধুমাত্র 'বাঙ্কনেট' নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই 'আমানত অর্থ' জমা দিতে হবে।
১২. যদি সর্বোচ্চ দরদাতা অযোগ্য বলে বিবেচিত হন (যার মধ্যে উপরে উল্লিখিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীও অন্তর্ভুক্ত), তবে তাঁদের জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৩. IBBI লিকুইডেশন রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(বি) অনুযায়ী এটি একটি 'স্লাম্প সেল' (এককালীন সামগ্রিক বিক্রয়) হিসেবে সম্পন্ন হবে, তবে এর আওতাভুক্ত নয় এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য টেন্ডার নথিতে পাওয়া যাবে।
১৪. কোনো বিষয়ে স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে www.ibbi.gov.in-এ উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' এবং নির্দেশিকা নথিপত্র দেখা যেতে পারে। এছাড়া, প্রয়োজনে +৯১ ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে ফোন করে অথবা support.baanknet@psballiance.com ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৫. সময়সূচীতে কোনো পরিবর্তন হলে তা ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
১৬. কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে লিকুইডেটরের প্রতিনিধি হিসেবে যোগাযোগ করুনঃ শ্রী ঋষি মুরারকা, ইমেল ibc.purpleads@gmail.com।

রচনা ঝুনঝুনওয়ালা
মেসার্স পার্পল অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
লিকুইডেটর (অবসায়ন প্রক্রিয়ার অধীনে)
নিবন্ধন নং. IBBI/IPA-001/IP-P00389/2017-18/10707
AFA-এর মেয়াদ
৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর
ইমেল আইডিঃ ibc.purpleads@gmail.com
ঠিকানাঃ সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা-৭০০০১৩

তারিখঃ ১১।০৯।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

উপরিউক্ত ছবিটি একটি অজ্ঞাত পরিচয় বালকের, যার নাম শরিয়ান (SHRIYAN) এই বালকটির বয়স- ১ মাস, ২ সপ্তাহ উচ্চতা- ৫৩ সেমি, ওজন- ৩.৫ কেজি, গায়ের রঙ উজ্জ্বল, শিশুটিকে পাওয়ার সময় পরনে ছিল জামা ও হাফ প্যান্ট। যদি উপরিউক্ত বালক টির কোন পিতা, মাতা, অথবা আইনি কোনো অবিভাবক থেকে থাকেন, তাহলে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি (DCPU) উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত, ফোন নং- (৬২৯৩০০৮৭৫৫) অথবা দিগম্বরপুর SAA, কাশীনগর, ধোলাহাট, পাথরপ্রতিমা, দ ঃ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৪৯ ফোন নং (৮৩৪৬৮৪৪৮৭৩) তে এই প্রকাশনের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
1573/DICO/N24Pgs, Date: 10.09.2026

উপরিউক্ত ছবিটি একটি অজ্ঞাত পরিচয় বালকের, যার নাম আরভ (AARAV) এই বালকটির বয়স- ১ মাস ২ সপ্তাহ, উচ্চতা- ৪৬ সেমি, ওজন- ১.০৮ কেজি, গায়ের রঙ উজ্জ্বল, শিশুটিকে পাওয়ার সময় পরনে ছিল জামা ও হাফ প্যান্ট। যদি উপরিউক্ত বালকটির কোন পিতা, মাতা, অথবা আইনি কোনো অবিভাবক থেকে থাকেন, তাহলে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি (DCPU) উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত, ফোন নং- (৬২৯৩০০৮৭৫৫) অথবা SICW (SAA), ২০ ২২ কোলকাতা, বিশ্বাস রোড, বেকবাগান, কোলকাতা- ৭০০০১৯, ফোন নং - (৯৭৩৪৬৮০৪৮৪) তে এই প্রকাশনের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
1572/DICO/N24Pgs, Date: 10.09.2026

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধরনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী পূজা ঘোড়ুই, স্বামী- সোমনাথ ঘোড়ুই, উত্তর ঝাঁপড়দহ, ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ সাঃ রেজিঃ অফিস ডোমজুড় অন্তর্গত মৌজা উঃ ঝাঁপড়দহ, জে.এল. ০৯, হাঃ ৭৯৫১,৭৯৫৩,৭৯৫৪,৭৯৫৫, ও ৭৯৫৬ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ও হাঃ ৫৮৮৬ নং দাগে ২.৪৮ শতক সম্পত্তি রায়ত গন এর নিকট হইতে ADSR DOMJUR রেজিঃ কৃত ৪০৮৮৫৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে মালা দত্ত, স্বামী- নেপাল দত্ত, প্রাপ্ত হইয়া, গত ইং ০৪/১২/২৫ তাঃ ৪০৪৯৬৬ নং দলিল মূলে আমমোক্তার এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজনামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় BL & LRO তে আবেদন করেন, যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ রহিল।

ASIT KUMAR DE
ADVOCATE
Howrah Court Howrah Judg's Court

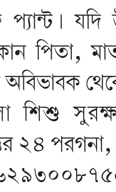

উপরিউক্ত ছবিটি একটি অজ্ঞাত পরিচয় বালকের, যার নাম আদিত্য (ADITYA) এই বালকটির বয়স- ২ মাস, ৩ সপ্তাহ উচ্চতা- ৫২ সেমি, ওজন-৩.৫ কেজি, গায়ের রঙ উজ্জ্বল, শিশুটিকে পাওয়ার সময় পরনে ছিল জামা ও হাফ প্যান্ট। যদি উপরিউক্ত বালক টির কোন পিতা, মাতা, অথবা আইনি কোনো অবিভাবক থেকে থাকেন, তাহলে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি (DCPU) উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত, ফোন নং- (৬২৯৩০০৮৭৫৫) অথবা দিগম্বরপুর SAA, কাশীনগর, ধোলাহাট, পাথরপ্রতিমা, দ ঃ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৪৯ ফোন নং- (৮৩৪৬৮৪৪৮৭৩) তে এই প্রকাশনের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
1571/DICO/N24Pgs, Date: 10.09.2026

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধরনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী দেবাশীষ দাস, পিতা-প্রফুল্ল, শ্রী উজ্জ্বল ঘোষ, পিতা- নিখিল, সাং কোনা, জেলা হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ সাঃ রেজিঃ অফিস ডোমজুড় অন্তর্গত মৌজা ডাঁসী গ্রামে, জে.এল. ৪৯, হাঃ ৬৮৩ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ৫৪৪ হাঃ ৫৫৫ নং দাগে ০১ শতক সম্পত্তি রায়ত জগন্নাথ দাস এর নিকট হইতে ADSR Domjur রেজিঃ কৃত 3342/2025 নং আমমোক্তার দলিল মূলে অভিজিৎ বাড়ুই প্রাপ্ত হইয়া, গত ইং ১৪/০৮/২৬ তাঃ ৩৬৬২ নং দলিল মূলে উজ্জ্বল ঘোষ খরিদ করেন, এবং গত ইং ১৯/০৮/২৬ তাঃ ৩৭৩৪ নং দলিল মূলে দেবাশীষ দাস করেন। উক্ত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় BL&LRO তে আবেদন করেন, যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ রহিল।

ASIT KUMAR DE
ADVOCATE
Howrah Court Howrah Judg's Court

উপরিউক্ত ছবিটি একটি অজ্ঞাত পরিচয় বালকের যার নাম শুভেন্দু (SUBHENDU) এই বালকটির বয়স- ৪ মাস, উচ্চতা- ৬৩ সেমি, ওজন- ৬.০৭ কেজি, গায়ের রঙ উজ্জ্বল, শিশুটিকে পাওয়ার সময় পরনে ছিল জামা ও হাফ প্যান্ট। যদি উপরিউক্ত বালক টির কোন পিতা, মাতা, অথবা আইনি কোনো অবিভাবক থেকে থাকেন, তাহলে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি (DCPU) উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত, ফোন নং- (৬২৯৩০০৮৭৫৫) অথবা মুক্তি রিহ্যাবিলেটেসন সেন্টার, রামকৃষ্ণপল্লী, রাজারহাট-গোপালপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন নং (৬২৯০২৯৮৯৫১) তে এই প্রকাশনের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
1570/DICO/N24Pgs, Date: 10.09.2026

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS
St. George's Gate Road, Kolkata - 700021

Abridged N.I.eT No : **HRBC/JPM(QC)/SC/NIT/03/26-27**

Online bids are invited by J.P.M(QC), HRBC for Two number works related to Patch Repairing of wearing course of AJC Bose Road Flyover **SL No (1)** For East Bound (Tender Id No : 2026_HRBC_1041463_1), **SL No (2)** For West Bound (Tender ID No: 2026_HRBC_1041463_2) . Bid Submission starting time will be on and from 11.09.2026 **at 10:00 a.m.** . Last date of submission of bids (Online) will **be on** 18.09.2026 upto 10:00 a.m. **Other details may be viewed from** the websites www.wbtenders.gov.in **&** www.hrbc.org.in

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIGED NIT

The Executive Engineer (Civil) Br.-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works :-

1) NIT No. : KMC/EE-III/014/09/26-27 (1st Call)
Name of the work : **Repairing of passage at 226A/H/10, Bagmari Road and its surrounding areas in Ward No. 14 excavated by W.S. Deptt.** Estimated Cost : ₹ **2,98,642.00.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2) NIT No. : KMC/EE-III/33/4/26-27/US (1st Call)
Name of the work : **Supplying, fitting, fixing, M.H. Cover, I.C.P Cover, C.P Cover at 75, 76, 91, 93, 95 Beliaghata Main Road 50, 52, 53 Chaul Patty Road and different Uttaran Location in Ward No. 033.** Estimated Cost (incl. GST and CESS) : ₹ **2,91,268.00.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

3) NIT No. : KMC/EE-III/34/09/2026-27 (1st Call)
Name of the work : **Supply & laying of 150 mm dia SW pipe at unpiped zone of 23B/1, R. R. Mitra Road to 33/1A, Abinash Sashmal Lane & surrounding area in Ward No. 034.** Estimated Cost (incl. GST and CESS) : ₹ **2,57,631.00.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion : **45 Days.**

4) NIT No. : KMC/EE-III/33/12/26-27 (1st Call)
Name of the work : **Repairing of paver block footpath on B. M. Road, N. M. Road, C.I.T Road and surrounding area in Ward No. 33 before Puja Festivals.** Estimated Cost (incl. GST and CESS) : ₹ **4,99,156.00.** Earnest Money : ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

5) NIT No. : KMC/EE-III/33/7/26-27 (1st Call)
Name of the work : **Raising manhole cover, SICP cover, catch pit cover at Suren Sarkar Road, Surah Cross Lane, R. M. D. G. Lane, R. M. M. G. Lane and different location in Ward No. 033.** Estimated Cost (incl. GST and CESS) : ₹ **1,98,831.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

6) NIT No. : KMC/EE-III/014/05/26-27 (1st Call)
Name of the work : **Repairing of passaage B/41D/H/188, B.B. Ghosh Sarani, 1, Motilal Mitra Lane and its surrounding areas in Ward No. 14.** Estimated Cost: ₹ **2,14,006.08.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion : **30 Days.**

7) NIT No. : KMC/EE-III/32/12/26-27
Name of the work : **Painting of divider at Kaji Nazrul Islam Sarani from HUDCO More to Gour Kishore Ghosh Square in Ward No. 32.** Estimated Cost : ₹ **1,34,912.00.** Earnest Money : ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

8) NIT No. : EE-III/32/3/UTTARAN/26-27
Name of the work : **Repairing of chockage of sewer at 5/13, 5/14 Bagmari Road, 28/1 M.P. Road and different Uttaran locations in Ward No. 32.** Estimated Cost : ₹ **2,45,810.00.** Earnest Money : ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **19.09.2026 upto 12 noon (for Sl. No. 1 to 6)** and **22.09.2026 upto 12 noon (for Sl. No. 7 & 8).** Date and time of opening of tender : **21.09.2026 on or after 12 noon (for Sl. No. 1 to 6)** and **24.09.2026 after 12 noon (for Sl. No. 7 & 8).** The bid forms and other details shall be available on and from **11.09.2026 - 5 p.m (for Sl. No. 1 to 8).** The website: **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 6)** and **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 7 & 8).**

The Executive Engineer (Civil) Br.-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1) NIT No. : KMC/EE (C)/BR II/000/002/2026-2027
Name of the work : **Painting of median strips from Gallif Street to Harisha Market and from Nandan Bagan St. to Beadon St. x-ing through A.P.C. Road under Br-II.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **4,97,131.02.** Earnest Money : ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **120 Days.**

2) NIT No. : KMC/EE (C)/BR II/015/06/2026-2027
Name of the work : **Restoration of paver block, IPS passage and footpath at Aurobinda Sarani, Badridas Temple St., Raja Dinendra St. HZ Lane, Nandan Bagan St. A.P.C. Road, Gouribari Lane etc. in Ward No. 15.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,93,462.23.** Earnest Money : ₹ **5,900.00.** Period of Completion : **45 Days.**

3) NIT No. : KMC/EE (C)/BR II/015/03/2026-2027 (3rd Call)
Name of the work : **Urgent repairing of potholes/ damaged road surface etc. in Ward No. 15, Br. II.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **3,90,000.00.** Earnest Money : ₹ **7,800.00.** Period of Completion : **180 Days.**

4) NIT No. : KMC/EE (C)/BR II/019/03/2026-2027 (3rd Call)
Name of the work : **Urgent repairing of potholes/ damaged road surface etc. in Ward No. 19, Br. II.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **3,90,000.00.** Earnest Money : ₹ **7,800.00.** Period of Completion : **180 Days.**

5) NIT No. : KMC/EE (C)/BR II/020/008/2026-2027
Name of the work : **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No. 20.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,40,000.00.** Earnest Money : ₹ **4,800.00.** Period of Completion : **180 Days.**

6) NIT No. : KMC/EE (C)/BR II/020/004/2026-2027/UTTARAN (3rd Call)
Name of the work : **Repairing of privies at 38/1, Manick Bose Ghat Street, 1/1, Dutta Para Ln. and others in Ward No. 20.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,63,517.51.** Earnest Money : ₹ **5,300.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **19.09.2026 upto 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 6).** Bid will be opened on : **21.09.2026 at 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details will be available on and from **11.09.2026 at 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 6).** The website: **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (C) Br.-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1) NIT No. : KMC/EE (C)/Br-V/048/12/2026-2027
Name of the work : **Restoration of paver block footpath and concrete passage due to natural wear & tear and cutting by PU Agency at 33/5 S.B. Dey St., 23 Dr. Jagabandhu Ln. etc, in Ward No. 48, Br. V.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,83,993.40.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **35 Days.**

2) NIT No. : KMC/EE (C)/Br-V/049/07/2026-2027/UTTARAN
Name of the work : **Repairing of Uttaran privy at 167/A, B. B. Ganguly St. and other Uttaran area in Ward No. 49, Br. V.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,79,511.34.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

3) NIT No. : KMC/EE (C)/Br-V/048/10/2026-2027
Name of the work : **Repairing of kerb and channel stone at Nabin Ch. Boral Ln., Madan Dutta Ln. and adjacent area including kerb painting in Ward No. 48, Br.-V.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,87,889.79.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last date and time of submission of Bid : **23.09.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of tender: **25.09.2026 at 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details will be available on and from **12.09.2026 at 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EE-III/33/EMBP-1/26-27 (1st Call). Published in this newspaper on **01.09.2026 (Key No. 425/26-27) of Engineering (Civil)/Br.-III Department (for Sl. No. 14).** Last date and time of submission of bid will be read as **19.09.2026 upto 12 noon.** instead of 09.09.2026 upto 12 noon Date and time of opening of bid will be read as **21.09.2026 after 12 noon** instead of 11.09.2026 after 12 noon. All other criteria remain unchanged.

(1) NIT No. KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/24 (1st Call)
(2) NIT No. KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/23 (1st Call)
Published in this newspaper on **09.09.2026 (Key No. 462/26-27) of S&D Department (for Sl. No. 2 & 3).** Last date and time of submission of bid (online) will be read as **19.09.2026 at 1 p.m.** instead of 16.09.2026 at 1 p.m. Date and time of opening of technical bid will be read as **21.09.2026 at 1 p.m.** instead of 18.09.2026 at 1 p.m. (for Sl. No. 1 & 2). All other terms & conditions remain unchanged.

479/26-27

দলীপ চ্যাম্পিয়ন পূর্বাঞ্চল ৩৫০ রানে নায়ক ঈশান কিষান

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ১০ সেপ্টেম্বরঃ চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে তখন উৎসবের মেজাজ। হাতে স্টাম্প তুলে ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে উদ্দাম নাচে মেতেছেন ঈশান কিষান। দীর্ঘ ১৩ বছরের খরা কাটিয়ে অবশেষে দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন পূর্বাঞ্চল। ২০১২-১৩ মরসুমের পর ফের এই খেতাব জিতল তারা। পাঁচ দিনের লাল বলের ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলকে প্রথম ইনিংসের লিডের ভিত্তিতে হারিয়ে ট্রফি নিশ্চিত। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে ৭০৮ রানের পাহাড় গড়ে পূর্বাঞ্চল। অধিনায়ক ঈশান একাই খেলেন ২৭০ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস। কুমার কুশাগ্রের অবদান ১০১ রান। শিখর মোহন ৮৫। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তিলক বর্মার লড়াকু ৯৯ রান সত্ত্বেও ৩৩৬ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণাঞ্চল। দেবদত্ত পাড়িকল ৬২ রান করলেও তা যথেষ্ট ছিল না। পূর্বাঞ্চলের বোলারদের দাপটে ৩৭২ রানের মূল্যবান লিড পায় তারা। বল হাতে মুকেশ কুমার তিনটি, মহম্মদ শামি

এবং মহম্মদ কুনাইন কুরেশি দুটি করে উইকেট নেন। বড় লিড পেয়েও প্রতিপক্ষকে ফলো-অন করাননি ঈশান। পঞ্চম দিনে দ্বিতীয় সেশনে ৭ উইকেটে ৩৮৮ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার ঘোষণা। আজ দুই অধিনায়ক ঈশান ও তিলক হাত মেলানোর পরেই প্রথম ইনিংসের লিডের সুবাদে চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হয় পূর্বাঞ্চল। দ্বিতীয় ইনিংসেও ৯৮ বলে ৮০ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন ঈশান। ম্যাচে তাঁর মোট সংগ্রহ ৩৫০ রান। একইসঙ্গে অলরাউন্ডার কুরেশি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের অভিষেক শতরান করেন । ১৮৯ বলে ১৩টি চার ও ৪টি ছক্কায় ১১৬ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। অনুকূল রায়ের (৬৪) সঙ্গে তাঁর ১৫০ রানের জুটি লিডকে ৭৬০-এর গণ্ডি পার করে দেয়। লাল বলের ক্রিকেটে নিজের প্রত্যাবর্তন যে নিখুঁত, তা এই ফাইনালে বুঝিয়ে দিলেন ঈশান। বার্তা পৌঁছে দিলেন জাতীয় দলের নির্বাচকদের দরবারেও। দলের সহ-অধিনায়ক ১৫ বছরের তরুণ বৈভব সূর্যবংশীর জন্যও এটি এক স্মরণীয় মুহূর্ত। গত সপ্তাহে বেঙ্গালুরুতে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালেও বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। ফাইনালে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩৭ বলে ৪৪ রান করে অভিমন্যু ঈশ্বরনের সঙ্গে ১০০ রানের ওপেনিং জুটি গড়েন। ডিআরএস নেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর তীক্ষ্ণ ক্রিকেটীয় মস্তিষ্ক নজর কেড়েছে। রিকি ভুঁইয়ের বিরুদ্ধে কট-বিহাইন্ডের আবেদনে ঈশানকে রিভিউ নিতে বাধ্য করেন বৈভব। আল্ট্রাএজে তা সফলও হয়।

রেকর্ড দর্শকের সামনে আবার মেসির কর্নারে কাজেমিরোর গোল

সংবাদ সংস্থা, শিকাগো, ১০ সেপ্টেম্বরঃ মেজর লিগ সকারে ১-১ গোলে ড্র হয় ইন্টার মায়ামি ও শিকাগো ফায়ারের ম্যাচটি। এই ম্যাচ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই ছিল উত্তেজনা। টিকেট নিয়ে ছিল কাড়াকাড়ি। সব টিকেট বিক্রি হয়ে যায় ম্যাচের বেশ আগেই। বার্সেলোনার প্রাক্তন দুই তারকা মেসি ও লেভানডফস্কির লড়াই বলে কথা! ৬৩ হাজার ৯৪ জন দর্শক ছিলেন মাঠে, শিকাগোর ইতিহাসে যা রেকর্ড। ম্যাচে অবশ্য তেমন উত্তেজনা ছড়ায়নি। শুরুর দিকে লেভানডফস্কির দারুণ গোলে এগিয়ে যায় শিকাগো। গোল পেলেন তিনি টানা তিন ম্যাচে। পরে টানা তৃতীয় ম্যাচে জালের দেখা পান কাজেমিরোও। আগের ম্যাচেও মেসির কর্নার থেকে গোল করেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। কিছুটা নিস্তরঙ্গ শুরুর পর ম্যাচের দশম মিনিটে এগিয়ে যায় শিকাগো। অ্যান্ড্রু গুটম্যানের দুর্দান্ত ক্রসে চমৎকার ভলিতে বল জালে জড়ান লেভানডফস্কি। মেজর লিগ সকারে অভিষেক মরসুমে ৯ ম্যাচে পোলিশ স্ট্রাইকারের গোল হলো ৬টি। পঞ্চদশ

মিনিটে নিজেদেল অর্ধ থেকেই কাজেমিরোর অসাধারণ দূরপাল্লার বল ধরে বক্সের ভেতর থেকে শট নেন হার্মান বের্তেরামে। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে দারুণভাবে রক্ষা করেন শিকাগোর গোলকিপার ক্রিস ব্র্যাডি। ২৩তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে মেসি দুর্বল শট ঠেকান তিনি অনায়াসেই। ৪০তম মিনিটে অবশ্য ব্র্যাডির কঠিন পরীক্ষা নেন মেসি। তিনজনকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল বাঁকানো শট নেন মায়ামি অধিনায়ক, বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকান শিকাগো গোলকিপার। ৪৬তম মিনিটে বিপজ্জনকভাবে বক্সে ঢুকে শট নেন মেসি। আবার ডাইভ দিয়ে ফেরান ব্র্যাডি। ফিরতি বলে ফাঁকা গোলে বল পাঠাতে ছুটে যা বের্তেরামে। কিন্তু তার সামনে থেকে ছো মেরে বল বাইরে পাঠিয়ে দেন কদিন আগে মায়ামি থেকে ধারে শিকাগোতে যাওয়া নোয়াহ্ অ্যালেন। শেষ রক্ষা অবশ্য হয়নি শিকাগোর। ওই আক্রমণ থেকে পাওয়া কর্নারে দারুণভাবে বল বক্সে রাখেন মেসি। অনেকটা লাফিয়ে নিখুঁত জোরাল হেডে গোল করেন কাজেমিরো। ৫১তম মিনিটে মেসির ফ্রি কিকে আবার ডাইভ দিয়ে বল বাইরে পাঠান ব্র্যাডি। পরমুহূর্ত রদ্রিগো দি পলের শট ঠেকাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি তাকে। ৬৪তম মিনিটে শিকাগোর জ্যাক এলিয়টের হেড অল্পের জন্য ওপর দিয়ে চলে যায়। পরে আরও কয়েকটি আক্রমণ চালিয়ে গোল আদায় করতে পারেনি তারা। মায়ামিও পারেনি সম্ভাবনা জাগাতে। ২৪ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে আছে মায়ামি, ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে চারে শিকাগো। ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ন্যাশভিল।

জুনিয়র এশিয়া কাপ হকিতে পাকিস্তানকে ১৯ গোলের মালা পরাল ভারতের মেয়েরা

সংবাদ সংস্থা, মো কি (চিন), ১০ সেপ্টেম্বরঃ যে কোনও খেলাতেই হোক, পাকিস্তানকে হারানোটা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে ভারত। বৃহস্পতিবার চিনের মো কি-তে পাকিস্তানকে ১৯-০ ব্যবধানে হারিয়ে জুনিয়র এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল ভারতের মহিলা জুনিয়র হকি দল। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে ভারত। প্রথম ও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ১০ গোল (৫৫) দিয়ে বিরতির আগেই ম্যাচের ভাগ্য লিখে ফেলেছিল তারা। বলা চলে, হকির মাঠে ভারতের দাপটের সামনে কল্কে পায়নি পাক দল। ম্যাচের প্রথম ৫ মিনিটেই দু'টি পেনাল্টি কর্নার পেয়েছিল ভারত। যদিও কাজে লাগাতে পারেনি। ষষ্ঠ মিনিটে গোল হলেও রেফারেল নিয়ে তা বাতিল হয়। ৭ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন পূজা সাহো। রোশনি আইন্দের ফিল্ড গোল, তনুশ্রী কাদুর ডিফ্লেকশন এবং সুখবীর কৌরের পেনাল্টি স্ট্রোকে ব্যবধান বাড়তে থাকে। প্রথম কোয়ার্টার শেষ হয় ৫-০-তে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও একই ছবি। মধু সিদার, গীতা যাদব, সানিকা মানে, তনুজা টোপ্পো এবং পূজা মালিক গোল করে ভারতকে ১০-০ এগিয়ে দেন। বিরতির পরেও ভারতের আগ্রাসন এতটুকুও কমেনি। তৃতীয় কোয়ার্টারে পূর্ণিমা যাদব, মধু সিদার এবং সুপ্রিয়ার গোলে ব্যবধান দাঁড়ায় ১৩-০। শেষ কোয়ার্টারে কৃষ্ণা শর্মা, পূজা মালিক এবং সুপ্রিয়া ফের গোল করেন। হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন পূজা। বিনিমা ধানের ফিল্ড গোলের পর ম্যাচের শেষ মিনিটে রোশনি আইন্দ নিজের দ্বিতীয় গোল করে ভারতের স্কোর লাইন ১৯-০ করেন।

সেমিফাইনালে জেরেভ, এক নম্বর রিবাকিনা

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক সিটি, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ইউএস ওপেনের শেষ চারে টিকিট নিশ্চিত করলেন আলেকজান্ডার জেরেভ। তাঁর প্রতিপক্ষ কারেন খাচানভ। অন্যদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসে মিরা আন্দ্রেভাকে হারিয়ে সেমিতে উঠলেন কোকো গফ। তবে সব নজর কেড়ে নিলেন এলিনা রিবাকিনা। আরিনা সাবালেঙ্কার দীর্ঘ আধিপত্যে ইতি টেনে টেনিস বিশ্বের নতুন রানি এখন তিনিই।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও গোল উৎসবে শুরু বার্সেলোনার

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ কাম্প ন্যুয়ে বুধবার নতুন আসরে যাত্রা শুরুর ম্যাচে ডাচ ক্লাবটিকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে হান্সি ফ্লিকের দল। জোড়া গোল করেছেন অধিনায়ক হাফিনিয়া। তাদের অন্য তিন গোলদাতা কারিম আডেইয়েমি, লামিন ইয়ামাল ও গাব্রিয়েল জেসুস। পুরো ম্যাচে কখনোই কোনো আশা জাগাতে পারেনি ফাইনর্ট। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য ধরে রেখে, ৭০ শতাংশের বেশি পজেশন রেখে গোলের জন্য বার্সেলোনা ২৪টি শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্যে রাখতে পারে। ফাইনর্টের চার শটের মাত্র দুটিই লক্ষ্যে ছিল। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পাঁচ ম্যাচ খেলে চারটিতেই পাঁচটি করে গোল করল বার্সেলোনা। এই পাঁচ ম্যাচে তাদের মোট গোল হলো ২২টি, বিপরীতে তাদের জালে বল গেছে মাত্র তিনবার! মুষলধারে বৃষ্টির মাঝে ম্যাচ শুরু হতেই হাফিনিয়ার চমৎকার নৈপুণ্যে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা।

মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের উঁচু করে বাড়ানো বল প্রথম ছোঁয়ায় ইয়ামাল বাড়ান হাফিনিয়াকে, এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড একজনের চ্যালেঞ্জের মুখে নিখুঁত টোকায় বল সামনে বাড়ান, এরপর ডি-বক্সে অসাধারণভাবে দুইজনকে ফাঁকি দিয়ে জোরাল শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। মরসুমে সব মিলিয়ে এই নিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে জালের দেখা পেলেন হাফিনিয়া। লা লিগায় প্রথম চার রাউন্ডে তার গোল ছয়টি। একচেটিয়া চাপ ধরে রেখে ২২তম মিনিটে আরেকটি দর্শনীয় গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে বার্সেলোনা। বাঁ দিকে জুয়াও কান্সেলোর পাস পেয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শট নেন আডেইয়েমি, বল দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে পায়। ২৪তম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য একটা আক্রমণ করে সফরকারীরা। ডাচ মিডফিল্ডার জেখিলের হাফ ভলিটি যদিও পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার তাদের রক্ষণে আবার হানা দেয় বার্সেলোনা ডানদিক থেকে কিছুটা আড়াআড়ি গিয়ে ইয়ামালের ট্রেডমার্ক বাঁকানো শট দূরের পোস্টের কাছ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ৫৭তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন হাফিনিয়া। পেদ্রির থ্রু বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে মরসুমে নিজের অষ্টম গোলটি করেন এই তারকা। দুই মিনিট পরেই অন্য পাশে জালে বল পাঠিয়ে লড়াই জমিয়ে তোলার আভাস দেয় ফাইনর্ট। তবে ভিএআরের সাহায্যে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। ডাচ ক্লাবটির ঘুরে দাঁড়ানোর আশাতেও ধাক্কা লাগে। হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনায় থাকা হাফিনিয়াকে ৭১তম মিনিটে তুলে নেন কোচ, বদলি নামান ফের্মিন লোপেসকে। মাঠে নামার তিন মিনিটের মধ্যে দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করেন এই স্প্যানিয়ার্ড, তবে তার জোরাল শট ঝাঁপিয়ে আটকান গোলরক্ষক। ৭৭তম মিনিটে প্রতিপক্ষের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা শেষ করে দেন ইয়ামাল। ডি-বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি কিক পায় তারা। তরুণ তারকার শট দুর্বল রক্ষণ দেয়ালের ফাঁক গলে জালে জড়ায়। ৮২তম মিনিটে ফাইনর্টের সান্ত্বনাসূচক গোলটি করেন সেম স্টেন। কাছ থেকে বল জালে পাঠান তিনি। যদিও তিন মিনিট পরই আবার গোল হজম করে তারা। দুই মিনিট আগেই দানি ওলমোর বদলি নামা জেসুস ডান দিক থেকে ইয়ামালের বাড়ানো ক্রসে লক্ষ্যের দিকে না তাকিয়েই হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন। গত মঙ্গলবার আর্সেনাল ছেড়ে আসা এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড বার্সেলোনার জার্সিতে দ্বিতীয় ম্যাচেই গোলের খাতা খুললেন। গত রবিবার ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে শেষ সময়ে বদলি নেমে কাতালান ক্লাবটির জার্সিতে অভিষেক হয় তার।

নাপোলিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু আর্সেনালের

সংবাদ সংস্থা, নেপলস, ১০ সেপ্টেম্বরঃ আক্রমণে সেরাটা মেলে ধরতে না পারলেও, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শুভসূচনা করেছে আর্সেনাল। মার্টিন ওদেগোরের নৈপুণ্যে নাপোলিকে হারিয়েছে মিকেল আর্তেতার দল। প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার ইংলিশ চ্যাম্পিয়নদের জয় ১-০ গোলে। বেশিরভাগ সময় বল দখলে রাখার পাশাপাশি আক্রমণেও আধিপত্য করে আর্সেনাল। যদিও তাদের বেশিরভাগ আক্রমণের শেষটা ভালো ছিল না। তাইতো, গোলের জন্য মোট ২৬ শট নিয়ে আটটি লক্ষ্যে রাখতে পারলেও, বল জালে যায় একবারই। নাপোলির পাঁচ শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। প্রথম ১৫ মিনিটে দুই দল একটি করে উল্লেখযোগ্য

সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে দুটি প্রচেষ্টাই যায় গোলরক্ষক বরাবর। বুকায়ো সাকার বাইসাইকেল অনায়াসেই ধরেন নাপোলির আলেক্স মেরেত। আর কেভিন ডে ব্রুইনের বুলেট গতির শট সোজাসুজি থাকায় গ্লাভসে জমান দাভিদ রায়া। ২২তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো আর্সেনাল। কিন্তু কাছ থেকে এবারের বিশ্বকাপ জয়ী স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মিকেল মেরিনো জোরাল হেড করলেও, তা গোলরক্ষকের নাগালের বাইরে নিতে পারেননি। বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান মেরেত। প্রথমার্ধের সেরা সুযোগটি ৪৫তম মিনিটে পায় আর্সেনাল। অধিনায়ক ওদেগোর নিখুঁত পাস বাড়ান সাকাকে। এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড ডি-বক্সে এক প্রতিপক্ষকে বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ না দিয়ে ১০ গজ দূর থেকে শট নেন, কিন্তু বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। প্রতিপক্ষকে চাপে রাখলেও প্রতিবার আক্রমণের শেষে গিয়ে খেই হারাচ্ছিল আর্সেনাল। ৭৫তম মিনিটে অবশেষে ওদেগোরের নৈপুণ্যে এগিয়ে যায় তারা। ক্রিস্তস জলিসের কাটব্যাক পেয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শট নেন নরওয়ের তারকা, বল ঝাঁপিয়ে পড়া গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। ৮৫তম মিনিটে কাই হাভার্টজের পাস ধরে গোলরক্ষককে একা পান মাদুয়েকে, তবুও গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে হতাশ করেন। এরপরও সুযোগ ছিল, ফিরতি বল কোনোমতে ধরে জলিসকে বাড়ান তিনি কিন্তু গ্রিক উইঙ্গারও প্রতিপক্ষের গায়ে মেরে হতাশ করেন। দুই মিনিট পর সমতা টানার পরিষ্কার সুযোগ পান ডে ব্রুইনে কিন্তু দারুণ পজিশন থেকেও শট না নিয়ে ডান দিকে সতীর্থকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাতে আর সাফল্য মেলেনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন ম্যাচে হারল নাপোলি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আতলেতিকোকে হারাল লিভারপুল

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ১০ সেপ্টেম্বরঃ প্রাথমিক পর্বের প্রথম ম্যাচে বুধবার রাতে ঘরের মাঠে ২-১ গোলে জিতেছে ইংলিশ ক্লাবটি। অ্যানফিল্ডে মার্কোস ইয়োরেন্তের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, প্রথমার্ধেই সমতা টানেন দমিনিক সোবোসলাই। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে চোখধাঁধানো এক গোলে ব্যবধান গড়ে দেন আলেক্সিস মাক আলিস্তের। প্রথম মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত লিভারপুল। সোবোসলাইয়ের পাস ডি-বক্সের ভেতর ডান দিকে পান আলেকজান্ডার ইসাক, কিন্তু বাইরে মেরে সুযোগ হারান এই সুইডিশ স্ট্রাইকার। পরবর্তী সময়ে আতলেতিকো বেশ বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। পঞ্চম মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজের একটি শট ঠেকিয়ে দেন লিভারপুল গোলরক্ষক আলিসন। ১৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় আতলেতিকো। আলভারেজের থ্রু বল ধরে ডি-বক্সে ঢুকেই বাঁ পায়ের জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ইয়োরেন্তে। কদিন আগে আচমকা আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলে দেওয়া স্পেনের ৩১ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোল হলো ১০টি, যার পাঁচটিই লিভারপুলের বিপক্ষে এবং সবকটি অ্যানফিল্ডে। গোল খেয়ে সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে লিভারপুল এবং ৪০তম মিনিটে গোলের দেখা পায় তারা। প্রাথমিকভাবে বাহডলে বাহকোলার শট ঠেকিয়ে দেন আতলেতিকো গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক। পরক্ষণে আবার বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়ে আয়োজকরা। রোনাল্দ আরাউহোর

বুদ্ধিদীপ্ত চমৎকার ব্যাক-হিল ফ্লিকে বল পেয়ে জালে পাঠান সোবোসলাই। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত লিভারপুল। ফ্লোহিয়ান ভিয়েসের চমৎকার থ্রু বল ধরে বক্সে ঢুকে বাহকোলার নেওয়া শট অল্পের জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। পরের মিনিটেই দ্বিতীয় গোল পায় লিভারপুল। বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন মাক আলিস্তের। ক্লাবের পক্ষ থেকে নতুন চুক্তির প্রস্তাব না পাওয়ায় ম্যাচের আগের দিন খারাপ লাগার কথা জানিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই মিডফিল্ডার। শেষ দিকে ইয়েরেমি ফ্রিমপং আতলেতিকোর জালে বল পাঠালেও, তিনি অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি।

তরেসের হ্যাটট্রিক ও দেম্বেলের জোড়া গোলে পিএসজির বড় জয়

শক্তিতে অনেক পিছিয়ে থাকা স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে স্রেফ উড়িয়ে দিল পিএসজি। হ্যাটট্রিক করলেন বার্সেলোনা থেকে আসা ফেররান তরেস। স্প্যানিশ ক্লাবের আরেক সাবেক ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলে জোড়া গোল করার পাশাপাশি দুটি গোলে রাখলেন অবদান। বড় জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করল লুইস এনরিকের দল।

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ঘরের মাঠে বৃহস্পতিবার একপেশে লড়াইয়ে ৬-১ গোলে জিতেছে পিএসজি। তাদের অন্য গোলটি করেছেন ফাবিয়া রুইস। উয়েফা সুপার কাপ জিতে মরসুম শুরু করা পিএসজি পরের ম্যাচে হেরে যায় ফরাসি সুপার কাপে। এরপর, লিগ আঁয় টানা দুই ম্যাচে ড্রয়ের পর হেরে যায় মোনাকোর বিপক্ষে! সব মিলিয়ে বেশ চাপে থাকা দলটি স্বরূপে ফিরল ইউরোপ সেরার মঞ্চে, যেখানে তারা শিরোপা জিতেছে সবশেষ দুই আসরে। প্রথম মিনিট থেকেই ব্রাতিস্লাভাকে চেপে ধরে পিএসজি। দ্বিতীয় মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়নরা। ব্রু ফার্নান্দেজের শট কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান সফরকারী গোলরক্ষক। গতিময় আক্রমণাত্মক ফুটবলে পরের মিনিটে আরেকটি সুযোগ তৈরি করে পিএসজি। তবে সেটিও কাজে লাগাতে পারেনি ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। আক্রমণের জোয়ার বইয়ে দেওয়া এনরিকের দল এগিয়ে যায় ষোড়শ মিনিটে। নুনো মেন্দেসের গতিময় শট ক্রসবার কাঁপিয়ে ফিরলে সুযোগ পান দেম্বেলে। ফিরতি বলে বাম পায়ের শটে জাল খুঁজে নেন তিনি। পরের মিনিটেই আবার সুযোগ পান দেম্বেলে। এবার ডান পায়ের আড়াআড়ি শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। ২৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দেম্বেলে। মাহনেজ আক্লিউশের ক্রস ব্রাতিস্লাভার একজন ডিফেন্ডারের পায়ে লাগলে বল পেয়ে যান

ফরাসি তারকা। খুব কাছ থেকে হেডে বাকিটা সারেন তিনি। কিছুই করার ছিল না গোলরক্ষকের। ২৮তম মিনিটে গোলরক্ষকের চমৎকার সেভের পর একটুর জন্য বাঁকানো শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তরেস। ৩১তম মিনিটে জালের দেখা পান গত বিশ্বকাপ ফাইনালের একমাত্র গোলদাতা। দেম্বেলের ক্রসে ঠিকানা খুঁজে নেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। তিন মিনিট পর দারুণ সেভে দেম্বেলের হ্যাটট্রিক ঠেকিয়ে দেন ব্রাতিস্লাভা গোলরক্ষক। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে তাকে পরাস্ত করতে পারলেও, একটুর জন্য শট লক্ষ্যে রাখতে পারেনি বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি ফরোয়ার্ড। বিরতির পরপরই স্কোরলাইন ৪-০ করে ফেলেন তরেস। এই গোলে দারুণ অবদান আক্লিউশের। মাঝমাঠ থেকে দারুণ গতি ও পায়ের কারিকুরিতে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। নিজে শট না নিয়ে কাটব্যাক করেন তরেসকে। একটু জায়গা করে নিয়ে গতিময় শটে বাকিটা সারেন তিনি। ৫৫তম মিনিটে জালে বল পাঠান মেন্দেস। তবে অফসাইডের জন্য মেলেনি গোল। দুই মিনিট পর হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তরেস। দেম্বেলের কর্নারে পা অনেক উপরে তুলে হাঁটু দিয়ে শট নেন তিনি। খুব একটা জোর ছিল না, তবে গোলরক্ষক আগেই উল্টো দিকে সরে যাওয়ায় গোল ঠেকাতে পারেননি তিনি। ৫৮-তম মিনিটে খেলার ধারার বিপরীতে চমৎকার গোলে ব্যবধান কমান সুলেমান কামারা। বাম দিক দিয়ে ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে দারুণ গতিতে ভেতরে ঢুকে গতিময় আড়াআড়ি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। ৬৪তম মিনিটে এক সঙ্গে তিনটি পরিবর্তন আনেন পিএসজি কোচ এনরিকে। এরপর কমে যায় খেলার গতি। ৮৮তম মিনিটে দলের ষষ্ঠ গোলটি করেন রুইস। ব্রাতিস্লাভার একজনের পায়ে বল লাগলে ডি-বক্সে পেয়ে যান অরক্ষিত মিডফিল্ডার। জোরাল শটে বাকিটা সারেন তিনি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com